খুনে

খুনে

কৃষ্ণদাস বিরচিত

প্রাপ্তিস্থান
রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

আষাঢ়, ১৩৪৯

মূল্য এক টাকা

২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা, শনিরঞ্জন প্রেস
হইতে শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
১০'০—৪. ৭. ৪২

চরিত্র

সুরজিৎ	জনৈক যুবক, কয়েকবার জেল খাটিয়াছে
দুর্জ্জয়	ধরিত্রীর স্বামী, দুর্ব্বলচিত্ত।
চক্রধর	দুর্জ্জয়ের মামা, কুচক্রী।
বামদেব	ধরিত্রীর মামা, বৃদ্ধ। কোমলহৃদয়।
ধর্ম্মদাস	জনৈক বৃদ্ধ উকিল।
অজয়	ললিতার পাণিপ্রার্থী যুবক।
গফুর	জনৈক পূর্ব্ববঙ্গীয় কয়েদী।
বিন্দে	ধরিত্রীর চাকর।
ধরিত্রী	শিক্ষিতা যুবতী। হৃদয় অত্যন্ত উদার।
ললিতা	ধরিত্রীর পালিতা কন্যা।
তারা	ধরিত্রীর ঝি।
খুকু	ধরিত্রীর মেয়ে, বয়স সাত বৎসর।
বিদ্যুৎ	জনৈক গণিকা।

জেলার, দারোগা, সেপাই, পুলিস ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—জেলের মধ্যে। চতুর্দ্দিকে উঁচু দেয়াল।

সময়—বিকালবেলা।

পার্শ্বে একটি দরজা। দরজায় একজন সেপাই (এক নম্বর) দাঁড়াইয়া হাতে খইনি ঘষিতেছে। মধ্যে লাইন বাঁধিয়া বসিয়া কতিপয় কয়েদী পাথর ভাঙিতেছে। আর একজন সেপাই (দুই নম্বর) তাহাদের কাজ দেখিতেছে, এবং চুপি-চুপি বিড়ি ইত্যাদি দিয়া পয়সা লইতেছে। তাহার গলায় একটা বাঁশী ঝুলিতেছে। কয়েদীদের কুর্ত্তায় এক দুই ইত্যাদি নম্বর লেখা আছে। সুরজিৎ ও একজন কয়েদী। সুরজিতের গালে কিছু দাড়ি, চুল অসংযত, অনেকটা পাগলের মত চেহারা। তাহার কুর্ত্তায় তিন নম্বর লেখা আছে। গফুর আর একজন কয়েদী। এক-গাল দাড়ি আছে। তাহার কুর্ত্তায় চার নম্বর লেখা আছে। হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। চোখ দেখিয়া মনে হয়, বার বার জেল খাটিয়াও মন-খারাপ হয় নাই।

১নং সেপাই। (সুর করিয়া)

এ পিয়ারি, তোমকো ছোড়ি
বংলা মুলুকমে আয়া হ্যায়।
কালী মাইকা চরণকি দাস হোই
বহুৎ ভেলকি শিখা হ্যায়।

কতিপয় কয়েদী। হো—হো—হো—হো।

১নং সেপাই। (সুর করিয়া)

তলব মিলতা পঁদ্‌রো রূপায়া,
মুলুক ভেজতা চাল্লিশ রূপায়া।
উসকাভি উপরমে ভেলকি চড়ায়া
খানাপিনাভি আচ্ছা হ্যায়।

কতিপয় কয়েদী। হো—হো—হো—হো।

সুরজিৎ। শালারা সব জোচ্চোর।

২নং সেপাই। এই তিন লম্বর! তোম ক্যায়া বোলতে হো?

সুরজিৎ। বলছিলাম—

গফুর। (সুরজিৎকে বাধা দিয়া) আপনি চুপ করেন বাবু। আমি হালারে জবাব দেই।

২নং সেপাই। এই চার লম্বর! তোমকো দশ বেত মারে গা।

গফুর। বেত মারবা? হাত পাও বাইন্ধা সক্কলেই মারতে পারে। একবার বাইরে আইতা বেত মারতে, তবে দেখতা মুল্লুক যাইবার পথ পাইতা না। হালা বেত মারে!

২নং সেপাই। (১নং সেপাইয়ের প্রতি) দেখা সেপাইজী, শালা কেইসা বাত করতা হ্যায়।

১নং সেপাই। আরে, যানে দেও ভাইয়া। এতনা কামাতা হ্যায়, থোড়া বহুৎ তো বোলবেই। বঙ্গালী লোক বোলি শিখা হ্যায়। উসকো বোলনে দেও। তোম পায়সা কামাও।

২নং সেপাই। লেকেন তোম সমঝো। কেইসা সরমকা বাত! হাম

দীন-দুনিয়াকা মালিক সম্রাট বাহাদুরকা সিপাহী, হামকো বলতা জুয়াচোর! (গফুরের প্রতি) আরে গফুর, তোম তো হামারা ইজ্জৎ মার দিয়া।

গফুর। থোও নিয়া ফালাইয়া তোমার ইজ্জৎ। চোরের আবার ইজ্জৎ!

২নং সেপাই। (১নং সেপাইয়ের প্রতি) দেখো ভাইয়া। ইজ্জৎভি লিয়া, ফিন গালিভি দেতা। শুনো গফুর, তোমকো হাম চার পায়সা জরিমানা কিয়া। (হাত বাড়াইয়া) দেও।

সুরজিৎ। (চীৎকার করিয়া) দিবি না পয়সা। খেতে পাই নি ব'লে পকেট মেরে আমরা জেল খাটছি, আর এই শালারা পেটও ঠাসছে, আবার আমাদের পয়সাও মারছে। (সেপাইয়ের প্রতি) জেল খাটা উচিত তোদের।

২নং সেপাই। ক্যায়া বলতে হো দাগী? (মারিতে উদ্যত)

সুরজিৎ। (লাফাইয়া উঠিয়া হাতুড়ি লইয়া মারিতে উদ্যত) খবরদার সেপাই! তোমার মাথা ফাটিয়ে দেব।

২নং সেপাই। (নিরস্ত হইয়া) ক্যায়া, তোম খুন করে গা? আচ্ছা।

বাঁশী বাজাইল। সঙ্গে সঙ্গে চার-পাঁচজন সেপাই আসিল।

পাকড়াও ইসকো।

সেপাইরা সুরজিৎকে ধরিতে গেল।

গফুর। (চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া হাতুড়ি উঁচু করিয়া) সইরা যাও হালারা। ভদ্রলোকের গায় হাত তুলবা তো তোমাগোই একদিন কি আমারই একদিন!

সেপাইয়েরা সকলে সরিয়া দাঁড়াইল। ২নং সেপাই পুনরায় জোরে বার কয়েক বাঁশী বাজাইল। ছুটিয়া জেলারের প্রবেশ। সে সাহেবী পোশাক পরিয়াছে। কিন্তু তাহার জুতা জামা টুপি অতিশয় ময়লা। ধুতি পরিয়া তাহার উপর প্যাণ্ট পরিয়াছে। একটা কাপড়ের পাড় দিয়া বেল্ট বাঁধিয়াছে।

জেলার। (২নং সেপাইয়ের প্রতি) ক্যা হুয়া হ্যায়? আমি ভাত খাতে খাতে—থুড়ি—খানা খাতে খাতে বাঁশী শুনতে পায়া হ্যায়। দৌড়াতে দৌড়াতে সব বমি হো গিয়া। আভি তোমকো খানাকা দাম দেনে হোগা। (হাত বাড়াইয়া) নিকালো।

২নং সেপাই। (মুখ কাঁচুমাচু করিয়া) বাবুজী—

জেলার। চুপ রাও। তোমরা মাথামে চোখ নেই হ্যায়? তোম দেখতে নেই পারতা হ্যায়। হাম প্যাণ্ট পরা হ্যায়, তোম বাবু বলতা হ্যায়?

২নং সেপাই। কসুর হুয়া সাহাব।

জেলার। এ বাত আচ্ছা। হুঁ। আচ্ছা, বোলো, ক্যা হুয়া হ্যায়!

২নং সেপাই। হুজুর, হামকো খুন করনে মাংতা।

জেলার। (চমকাইয়া) খুন! কোন্ মাংতা হ্যায়?

২নং সেপাই। তিন লম্বর আর চার লম্বর হুজুর।

জেলার। (সুরজিৎ এবং গফুরের দিকে তাকাইয়া) তোমরা?

সুরজিৎ মাথা নীচু করিল, গফুর ইতস্তত করিতে লাগিল।

গফুর!

গফুর। হুজুর!

জেলার। তুমি খুন করতে চেয়েছিলে?

গফুর। চাইছিলাম হুজুর। কিন্তু হালায় আইল না কাছে এই দুঃখুটা ভুলুম না।

জেলার। কেন? কি হয়েছিল?

গফুর। হুজুর, এই হালায় তিন নম্বর বাবুরে মারতে আইছিল। হুজুর, আমাগো দেশের কপাল মন্দ, তাই এই বাবু আজ আমার মতন চোরের লগে জেল খাটতে আছে। কিন্তু তাই বইলা এই মাউড়া আইব বাবুর গায় হাত তুলতে। আমার কইলজাটা ফাইটা যায় হুজুর।

জেলার। (সুরজিতের প্রতি) তোমাকে মারতে এসেছিল কেন?

গফুর। হুজুর, তিন নম্বর বাবু তো লজ্জায় মরতে আছে। আমারে জিগান, আমি কই। বাবু এই হালারে জুয়াচোর কইছিল।

জেলার। জুয়াচোর!

গফুর। কইব না হুজুর? হাজার বার কইব। চুরি করলে তারে চোর কইব না, কি কইব? চোরেরে চোর কইলেই বা হালায় চটে ক্যান? আমারে চোর কইলে আমি চটি? কিন্তু এই হালায় চটে ক্যান?

২নং সেপাই। হাম চুরি কিয়া?

গফুর। নিশ্চয় কিয়া। তোমার বাবা কিয়া, তোমার ঠাকুরদাদা কিয়া। তোমরা আইছই চুরি করতে। (জেলারের প্রতি) হুজুর, এই হালায় এক পয়সায় দশটা বিড়ি কিনে, আর আমাগো কাছে চাইর পয়সায় এক-একটা বেচে।

২নং সেপাই। একদম ঝুট্টা হুজুর।

গফুর। তোমার বাবা ঝুট্টা, তোমার চৌদ্দপুরুষ ঝুট্টা।

২নং সেপাই। দেখিয়ে হুজুর, কেইসা খারাপ বাত করতা।

জেলার। হুঁ, বিড়িকা ব্যবসামে বহুৎ মুনাফা হ্যায়।

২নং সেপাই। নেই হুজুর।

জেলার। নিশ্চয় হ্যায়। (হাত বাড়াইয়া) নিকালো।

২নং সেপাই। (বিমর্ষ হইয়া) হুজুর—

জেলার। নিকালো।

সেপাই পকেট হইতে পয়সা বাহির করিয়া দিল। জেলার গুনিল

এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট আনা। হাম তোমকো এই আট আনা জরিমানা কিয়া হ্যায়।

জনৈক কয়েদী। হো-হো-হো-হো।

জেলার। (কটমট করিয়া তাকাইয়া) হাসছিস কেন ?

কয়েদী। হুজুর, দেখলাম বাবারও বাবা আছে। এই সেপাই আমাদের বাবা। আপনি আবার ওর বাবা। আপনারও হয়তো একটা বাবা আছে কোথাও।

জেলার। মারব দুই ঘা, ব্যাটা দাগী।

কয়েদী। হুজুর, দাগী হয়েছি কপালের দোষে। নইলে আপনারাও চুরি করলেন, আমিও চুরি করলাম, কিন্তু দাগী হলাম শুধু আমি। আমার মত কাপড় পরালে হুজুরকেও দাগীর মতই দেখাত।

২নং সেপাই। হুজুর, আপ হুকুম দিজিয়ে, হাম শালাকো দশ বেত মারে গা।

গফুর। তার থেইকা দশটা পয়সা লও গিয়া। ওরও সাজা হইব, তোমার বউরও গয়না হইব।

২নং সেপাই। হুজুর!

১নং সেপাই। ছোড় দিজিয়ে হুজুর। ছোটা আদমিকা ছোটাই বাত।

জেলার। হুঁ। তোম ঠিক বাত বোলা হ্যায়। ছোটা আদমিকা ছোটা বাত। (২নং সেপাইকে) হাম উসকো মাপ করা হ্যায়। বাস্। সব মিটমাট হো গিয়া হ্যায়। (অন্যান্য সেপাইকে) তোমলোক চলা যাও। অ্যাটেন্শন। রাইট টার্ন। রাইট, লেফ্ট, রাইট, লেফ্ট—

সকল সেপাইয়ের প্রস্থান। দরজার কাছে জেলার ফিরিয়া দাঁড়াইল।

এই সেপাই!

২নং সেপাই। হুজুর!

জেলার। তোম আটঠো বিড়ি আট আনামে বিক্রি কিয়া। এক পয়সামে তোমারা দশঠো মিলা। তোমরা পাশ আউর দুঠো বিড়ি হ্যায়।

২নং সেপাই। নেই হুজুর।

জেলার। আলবৎ হ্যায়। নিকালো।

সেপাই বিড়ি দিল।

(বিড়ি দেখাইয়া) এভি তোমকো জরিমানা কিয়া।

প্রস্থান

২নং সেপাই। দেখা ভাইয়া, বাঙ্গালী বাবুকা কারবার? বিড়িভি লিয়া, হামরা পয়সাভি লে লিয়া।

গফুর। হো-হো-হো-হো। হালা, ভেলকি দেখাইতে আইছিলা না? আমাগো বাবুরাও ভেলকি জানে।

সকল কয়েদী। হো-হো-হো-হো।

২নং সেপাই। (চীৎকার করিয়া) এই ও—

সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টায় পাঁচটা বাজার শব্দ। কয়েদীরা কাজ ফেলিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। দুইজন সেপাই কথা বলিতে লাগিল। সুরজিৎ ও গফুর রহিল।

গফুর। বাবু, আজ আপনারও শেষ দিন, আমারও শেষ দিন। কাল সকালেই ছুটি।

সুরজিৎ। কিন্তু ছুটি পেয়ে তারপর কি করব? দাগী পকেটমারকে তো কেউ কাজ দেবে না! তাই আবার চুরি ক'রে এখানেই আসতে হবে। তুই কি করবি?

গফুর। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) তাই তো ভাবতে আছি বাবু। আইচ্ছা বাবু, বাইরে গিয়া আমি আপনার চাকর হইলে কেমন হয়?

সুরজিৎ। হো-হো-হো-হো। চোরের আবার চাকর! সত্যি তুই হাসালি।

গফুর। হাসার কথা না বাবু। চাকরি তো একটা পাইতেও পারেন। আমি কই কি, যদি আপনি একটা কাজটাজ পান, তা হইলে আমারে চাকর রাখলে কেমন হয়? কথাটা একবার ভাইবা দেইখেন হুজুর। চোরেরে চাকর রাখলে অন্য চোর তো আর বাড়িতে আইতে পারব না। এই কথাটাও ভাইবা দেইখেন।

সুরজিৎ। আচ্ছা, তোকে কথা দিলাম। আমি যদি কাজ পাই তো তুই আমার কাছে আসিস, আমি তোকে রাখব। হো-হো-হো-হো —মন্দ হবে না এক রকম। তুই চুরি করলেও চোর বলতে পারব না, কারণ আমি নিজেই একটা চোর।

গফুর। ছি, হুজুর। ওই কথা কইবেন না। খোদায় মর্জি করলে আপনি একটা মাইন্‌ষের মতন মানুষ হইবেন, আমাগো দেশের মুখ রাখবেন। আমি তো একটা কুত্তা-মেকুরের মতন। (চোখ মুছিয়া) ঘরে চলেন বাবু, হালারা আবার গালিমন্দ করব।

সুরজিৎ। আমি ভাবছি, জেলেই একটা কিছু কাজ করব। জেলারকে বলেছি। দুবেলা পেট ভ'রে খেতে পেলে আর কিছু চাই না। আশা তো দিয়েছিল।

গফুর। (হাসিয়া) তা হইলে আমারে একটা সিপাই কইরা দিবেন বাবু।

জেলারের প্রবেশ

এই যে হুজুর। তিন নম্বর বাবুরে যদি একটা চাকরি দেন, তা হইলে আমারে কিন্তু সিপাই করতে হইব হুজুর।

জেলার। ধ্যেৎ। দাগী চোরকে করব সেপাই ?

গফুর। হুজুর, চোর না হইলে কি চোর মানাইতে পারে ? আপনাদের কথাই ভাইবা দেখেন হুজুর।

জেলার। আমরা তোর মতন দাগী চোর ?

গফুর। এইটা কি কইলেন হুজুর ! খোদায় তো আর দাগ দিয়া দেয় নাই। আপনার কপালেও দাগ নাই, আমার কপালেও দাগ নাই। আমার নামটাতে দাগ দিছেন তো আপনারা। আপনারাই তা মুইছাও দিতে পারেন।

জেলার। যা যা, বকিস না। শোন সুরজিৎ, আমি ভেবেছিলাম, তোমাকে একটা কাজটাজ দেব। কিন্তু আজকে যা হয়েছে, তারপর আর কাজ দেওয়া চলে না।

সুরজিৎ। কেন ?

জেলার। আবার জিজ্ঞেস করছ—কেন? তুমি একটা নিরেট মূর্খ, কোন্‌টাকে চুরি করা বলতে হয়, আর কোন্‌টাকে এই ইয়ে—মানে—উপরি বলতে হয়, সেই বুদ্ধিটাও তোমার হয় নি। তুমি যে কেন পকেটমার হ'লে তাই আমি বুঝতে পারছি না, তোমার একটা আশ্রম-টাশ্রম খোলা উচিত ছিল।

সুরজিৎ। আমি যে আশা ক'রে ব'সে ছিলাম জেলারবাবু। বাইরে গিয়ে আমি কি করব?

জেলার। ওই তো বললাম, একটা আশ্রম-টাশ্রম খোল। সংসার-ধর্ম্ম তোমার পোষাবে না। ছি ছি ছি, উপরি-পাওনাটাকে তুমি জুয়াচুরি বল, ছি ছি ছি ছি! (দরজার কাছে যাইয়া) তোমাকে কাছে রাখাই বিপদ। কি জানি, কোন্ দিন আমাকেই হয়তো চোর ব'লে বসবে। ছি ছি ছি ছি, তোমাকে কালই যেতে হবে।

সুরজিৎ। একটু ভেবে দেখুন না জেলারবাবু।

জেলার। ফুঃ, ভেবে দেখব! এই সব কথা আমি ছেলেবেলা থেকে ভেবে আসছি। তুমি একটা—কি বলব তোমাকে—চোর হয়ে তুমি ভুল করেছ। তোমার যাওয়া উচিত ছিল রামকৃষ্ণ মিশনে। আরে ছি ছি ছি ছি! উপরিটাকে তুমি জোচ্চুরি বল। না না না, তোমার কালই ছুটি।

প্রস্থান

গফুর। ছ্যাখলেন তো কর্ত্তা। কে কারে চোর কইব, সেইটাই বুঝলাম না। চলেন, ভিতরে চলেন। দেরি হইলে হালারা আবার গালি-মন্দ করব। চলেন।

উভয়ের প্রস্থান। এক নম্বর সেপাই তাহার গান ধরিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—ধরিত্রীর বসিবার ঘর। আধুনিকভাবে সাজানো। বিশেষত্বের মধ্যে পশ্চাতের দেওয়ালের এক পাশে একটি বড় জানালা। জানালায় পর্দ্দা আছে, কিন্তু বর্ত্তমানে গুটানো অবস্থায় আছে। বাড়িতে কে আসিতেছে যাইতেছে, তাহা এই জানালা দিয়া দেখা যায়। ইতস্তত রূপার ফুলদানি ইত্যাদি মূল্যবান জিনিস আছে। একটা আলমারিও বিশেষ দ্রষ্টব্য। দুই দিকে দুইটি দরজা।

সময়—সন্ধ্যাবেলা। ঘর ঈষৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বাতি জ্বালানো হয় নাই। দুর্জ্জয় একটি আরাম-কেদারায় দুই হাতে মাথা চাপিয়া বসিয়া আছে। মুখ চিন্তাচ্ছন্ন। দেখিতে সুপুরুষ। বয়স প্রায় চল্লিশ। পরিচ্ছদ সুরুচির পরিচায়ক। কিছুক্ষণ পর জানালা দিয়া দেখা গেল, চক্রধর আসিতেছে। চক্রধরের প্রবেশ। চক্রধর প্রায় বৃদ্ধ। পোশাক-পরিচ্ছদে কিঞ্চিৎ বাউলের ভাব, কিন্তু মুখে কুটিলতা সুস্পষ্ট।

চক্রধর। উঃ, হেঁটে হেঁটে আর পারছি না। একখানা গাড়ি না থাকলে শহরে বাস করাই বিড়ম্বনা।

আলো জ্বালিল। দুর্জ্জয় চমকাইল।

এই যে ভাগ্নে, তুমি অন্ধকারে ব'সে কি করছিলে?

দুর্জ্জয়। না, এমন কিছু নয়, মানে—

চক্রধর। হুঁ। (বসিল) এক পেয়ালা গরম চা আনাও তো।

দুর্জ্জয়। (চীৎকার করিয়া) বিন্দে!

বিন্দের প্রবেশ

বিন্দে। হুজুর!

দুর্জ্জয়। মামাবাবুর জন্যে এক পেয়ালা চা নিয়ে আয়।

বিন্দের প্রস্থান

চক্রধর। হুঁ। (হাতে হাত ঘষিয়া) তারপর বাবা, তোমাকে যেন একটু কেমন কেমন দেখাচ্ছে।

দুর্জ্জয়। না মামা, এমন কিছু নয়, মানে—একটা দুশ্চিন্তা—

চক্রধর। তা এমন কি দুশ্চিন্তা বাবা, যা আমাকেও বলতে পারছ না? কি করলে তোমার ভাল হয়, তা ছাড়া আমার তো আর অন্য চিন্তা নেই। তোমার বাবা-মা তোমাকে যেদিন আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে স্বর্গে চ'লে গেলেন, সেই দিন থেকে তোমার মঙ্গল ছাড়া আমি তো আর কিছু ভাবি নি। তুমি খুব ছোট্ট ছিলে বাবা, তোমার অবিশ্যি মনে থাকার কথা নয়।

দুর্জ্জয়। আমার সব মনে আছে মামা। কিন্তু এটা একটা বাজে কথা ভাবছি, মানে—

চক্রধর। হুঁ। পারিবারিক অশান্তি বোধ হয়? অনেক বুদ্ধি ক'রে—মানে এই যে কি বলে, আমি আর কি করলাম, ভগবানই যোগাযোগ ক'রে দিলেন—যা হোক, তোমার বিয়েটা তো এক রকম ক'রে দিলাম, যদিও অনেক হিংসুটে লোক ভাংচি দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তোমার মামা এই চক্রধরও বড় কম চক্রী নয়, —হেঁ-হেঁ-হেঁ, যা হোক, বিয়েটা তো ভালয় ভালয় হয়ে গেল। আমি ভাবলাম, এইবার এই অগাধ সম্পত্তি সব তোমারই হ'ল, তোমার দুঃখের দিনও কাটল। আমার আর কি বাবা! আমি বুড়ো হয়েছি, বল তো আজকেই কাশী যেতে পারি। কিন্তু বাবা,

কাশী গিয়েও আমার মনটা প'ড়ে থাকবে এখানে। হাতে ক'রে গাছ লাগালাম বাবা, কিন্তু তার ফল এখনও দেখলাম না।

। কেন মামা—

চক্রধর। (বাধা দিয়া হাসিয়া) আমি সে কথা বলি নি বাবা, সে কথা বলি নি। রাঙা টুকটুকে তোমার মেয়ে হয়েছে, সে কি আমি ভুলতে পারি? কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, তুমি এখানে বসবে মালিক হয়ে। তুমি তো তা হও নি বাবা। তুমি মালিক না হয়ে হয়েছ ম্যানেজার, আমি আবার হয়েছি তোমার ম্যানেজার, মানে চাকরের চুকর।

বিন্দে চা দিয়া গেল

(এক চুমুক চা খাইয়া) আজ কত বচ্ছর তোমাদের বিয়ে হয়েছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তুমি চেক-বইতে সই করবার অধিকার পেলে না। এদিকে ব্যাঙ্কে রয়েছে লাখ লাখ টাকা। ভাবতেও কষ্ট হয় বাবা। তোমার ম্যানেজারি ক'রে এই বুড়ো বয়সেও আমি পায়ে হেঁটে মরি। (আর এক চুমুক চা খাইয়া) হ্যাঁ, আমার জন্যে আমি ভাবি না মোটেই, কদিনই বা বাঁচব! পা তো বাড়িয়েই রয়েছি, বল তো আজকেই আমি কাশী যেতে প্রস্তুত। কিন্তু সেখানে গিয়েই বা ভুলব কেমন ক'রে যে, তুমি এখনও তোমার স্ত্রীর কাছ থেকে শুধু কিছু কিছু মাসহারা পাও, আর এদিকে ব্যাঙ্কে রয়েছে লাখ লাখ টাকা?

দুর্জ্জয়। (উত্তেজিত হইয়া) লাখ লাখ টাকা! হ্যাঁ, এই টাকা আমার হাতেই আসা উচিত ছিল। তা হ'লে আমি আজ এই দুশ্চিন্তার হাত থেকে উদ্ধার পেতাম। আমার আজ টাকার ভীষণ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

চক্রধর। তুমি চাইলেই পার।

দুর্জ্জয়। চেয়েছি মামা, কিন্তু উনি আমাকে বিশ্বাস করেন না।

চক্রধর। হুঁ। কিন্তু তোমার উচিত ছিল বিশ্বাস করানো।

দুর্জ্জয়। অসম্ভব মামা। ধরিত্রীর মামা—বামদেববাবু বেঁচে থাকতে তা হবে না।

চক্রধর। (চটিয়া) বউমার মামাই মামা হ'ল, আর তোমার মামা বুঝি কেউ নয়?

দুর্জ্জয়। মামা, আপনি ভুল বুঝেছেন। ধরিত্রী তার মামার কথা ছাড়া কিছুই করবে না। ধরিত্রীর মামাও আমার হাতে টাকা দিতে দেবেন না।

চক্রধর। কেন?

দুর্জ্জয়। সে—সে—সে অনেক কথা মামা। উনিও আমাকে বিশ্বাস করেন না।

চক্রধর। বিশ্বাস করেন না! নাই বা করলেন। তুমি এমন ব্যবস্থা কর, যাতে উনি আর এ বাড়িতে না আসেন।

দুর্জ্জয়। সে হয় না মামা।

চক্রধর। নিশ্চয় হয়। বুদ্ধি থাকলে আকাশে জাহাজ ওড়ানো যায়। ভেবে দেখ দুর্জ্জয়, বুদ্ধি থাকলে রাস্তায় কুড়োনো একটা ছেলেকে লাখ লাখ টাকার মালিক মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া যায়। আরও ভেবে দেখ দুর্জ্জয়, বুদ্ধি থাকলে হিসেবে গোলমাল ক'রে পঞ্চাশ হাজার টাকাও বের ক'রে নেওয়া যায়।

দুর্জ্জয়। (ভয়ে এদিক ওদিক চাহিয়া) মামা!

চক্রধর। ভাগ্নে, সেই সব বুদ্ধি যেখান থেকে এসেছিল, সেইখানে (নিজের মাথা ঠুকিয়া) আরও অনেক জমা আছে, এখনও নিঃশেষ হয় নি।

দুর্জ্জয়। মামা, আমাকে আরও পঞ্চাশ হাজার দিতে হবে।

চক্রধর। আমি দেব। কিন্তু তার আগে ওই মামাটিকে এই বাড়ি থেকে সরাতে হবে। মামা শুধু একটি থাকবে।

দুর্জ্জয়। তা হয় না মামা, হতে পারে না।

চক্রধর। হতে পারে না! (সন্দেহের সহিত) তুমি তাকে ভয় কর?

দুর্জ্জয়। (সভয়ে লাফাইয়া উঠিয়া) না না না না, ভয় কেন করব?

চক্রধর। (সন্দেহের সহিত) নিশ্চয়ই তুমি তাকে ভয় কর। সে নিশ্চয় তোমার কোন কুকার্য্যের খবর রাখে।

দুর্জ্জয়। না না মামা, আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন।

চক্রধর। বিশ্বাস! বিশ্বাস করব তোমাকে? আমি চক্রধর, তুমি আমার ভাগ্নে। তুমি আমাকে বলছ তোমাকে বিশ্বাস করতে? হা-হা-হা-হা, ভাগ্নে, তুমি আমাকে হাসালে।

দুর্জ্জয়। আমার এমন বিপদ যে, আমি তা কাউকে বলতে পারি না, আপনাকেও না।

চক্রধর। আমাকেও না! যে তোমাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে সোনার সিংহাসনে বসালে, যে তোমাকে জাল ক'রে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলে—

দুর্জ্জয়। (বাধা দিয়া সভয়ে) মামা!

বামদেবের প্রবেশ। প্রবেশ করিতেই দুর্জ্জয়ের সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া গেল। দুর্জ্জয় ভয়ে বিবর্ণ হইল। চক্রধর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ফিরিয়া বামদেবকে দেখিয়াই সংযত হইল।
বামদেব বৃদ্ধ। সাত্ত্বিক চেহারা।

বামদেব। (দুর্জ্জয়কে) তোমাকে দেখে যেন মনে হচ্ছে, তুমি খুব ভয় পেয়েছ।

দুর্জ্জয়। মানে—এই ইয়ে—মানে—

চক্রধর। (হাসিয়া) যেমন তেমন ভয় নয়, বেয়াই মশাই, যমের ভয়। আমি এতক্ষণ ব'সে ব'সে ভাগ্নেকে পরকাল সম্বন্ধে দুটো কথা বলছিলাম।

বামদেব। (বুঝিবার চেষ্টা করিয়া) পরকাল!

চক্রধর। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। বেয়াই মশাই, বয়সটি তো আর কমছে না, ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। আমি তাই ভাগ্নেকে বলছিলাম, বাবা, এইবার সময় থাকতে উপযুক্ত গুরুর সন্ধান কর। গুরুর কৃপা ভিন্ন ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মায় না। ভগবদ্‌জ্ঞানবিহীন নরাধমের পরিণাম যে কি ভয়ঙ্কর, আমি ভাগ্নেকে তাই বুঝিয়ে বলছিলাম। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ, ভাগ্নে আমার তাই শুনে ভয়েই অস্থির। হাজার হোক, বালক বই তো নয়।

বামদেব। (মুখে দুষ্ট হাসি) তা বেশ করেছেন বেয়াই মশাই। সময় সময় একটু-আধটু ভয় দেখানো মন্দ নয়। আমিও তাই ক'রে থাকি। কি বল হে বাবাজী, আমিও একটু-আধটু ভয়-টয় দেখাই বইকি। হেঁ-হেঁ-হেঁ, বেয়াই মশাই, ভালই করেছেন। তুমিও বাবাজী, ভাল ক'রে শোন, এমন গুরু পাওয়া রীতিমত কঠিন। হো-হো-হো, যাই, আমি একটু ভেতরটা দেখে আসি।

প্রস্থান

চক্রধর। এখনও তুমি বলবে যে, তুমি ওকে ভয় কর না?

দুর্জ্জয়। (কপালের ঘাম মুছিয়া) উঃ, এর চাইতে পালিয়ে যাওয়া ভাল।

চক্রধর। তুমি একটা কাপুরুষ। পালিয়েই যদি যাবে, তবে এলে কেন? বিয়েই বা করলে কেন? জাল ক'রেই বা পঞ্চাশ হাজার

টাকা নিলে কেন? যখন আমাকে দিয়ে জাল করিয়ে টাকা নিয়েছিলে, তখন তুমি জানতে না যে, তোমাকে থাকতেই হবে? তুমি ভেবে দেখেছ কি, তুমি চ'লে গেলে আমার কি উপায় হবে? একদিন ধরা পড়তেই হবে। তুমি না থাকলে ওরা আমাকে জেলে পাঠিয়ে দেবে। তুমি যদি ভেবে থাক যে, আমি মুখ বন্ধ ক'রে ভাল ছেলের মত জেলে চ'লে যাব, তা হ'লে তুমি ভুল ভেবেছ দুর্জ্জয়। তুমি যেখানেই থাক, আমি সেখান থেকেই তোমাকে টেনে নিয়ে আসব। যদি নরকে যাও, সেখানেও আমার হাত থেকে তোমার নিস্তার নেই।

দুর্জ্জয়। উঃ, আমি কেন এখানে এসেছিলাম!

চক্রধর। এসেছিলে পয়সা উপায় করতে, মূর্খ, লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি ভোগ করতে তুমি এসেছিলে। কিন্তু তুমি এমনই পণ্ডিত যে, তুমি ভোগ করছ একটি দু শো টাকার মাসহারা। দু হাজার টাকা কেন নয়? ভাবতেও গা জ'লে যায় যে, তোমার মত একটা ক্লীবকে ঠেলে তোলবার জন্যে আমি আমার অমূল্য সময় নষ্ট করেছি। আমার জীবন নষ্ট করেছি তোমার জন্যে। বিবাহ করি নি, সংসার করি নি, ভোগ সুখ কখনও চোখে দেখি নি। আমারও যৌবন ছিল দুর্জ্জয়, আমারও অন্তরে ছিল দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু আমি তাকে স্তব্ধ করেছি। দৈবের মত কঠোর হয়ে আমি আমার আত্মাকে নিজ হাতে পিষে মেরেছি। শুধু একটি লক্ষ্য আমার চোখের সামনে ধ'রে রেখেছি দুর্জ্জয়, শুধু একটি লক্ষ্য ধ'রে জীবনের এই জুয়াখেলায় আমি আমার সর্ব্বস্ব ঢেলে দিয়েছি। ভেবে দেখ দুর্জ্জয়, কি অক্লান্ত পরিশ্রমে তোমাকে মানুষ করেছি, লেখাপড়া শিখিয়েছি, চুরি-জোচ্চুরি ক'রে তোমাকে বড়লোক সাজিয়েছি।

তুমি কি ভেবেছ যে, এখন চুপ ক'রে চ'লে গিয়ে তুমি আমাকে ফাঁকি দেবে? আমি চক্রধর, অত সহজ পাত্র নই। আমার কার্য্যসিদ্ধির জন্যে আমি খুনও করতে পারি দুর্জ্জয়।

দুর্জ্জয়। (ভীত হইয়া) খুন! কাকে?

চক্রধর। যে আমার পথের কণ্টক, তাকে। যে মরলে, তুমি লাখ লাখ টাকা হাতের মধ্যে পাবে, তাকে।

দুর্জ্জয়। (চমকিত হইয়া) মামা! না না না না। আমি এখন ওকে ভালবাসি।

চক্রধর। (ব্যঙ্গ করিয়া) ভালবাস?

দুর্জ্জয়। মামা! আমি নরাধম। আমার স্ত্রী, আমার মেয়ে, আমি লজ্জায় ওদের মুখের দিকে চাইতে পারি না।

চক্রধর। অতএব সেই মুখ আমি নিশ্চিহ্ন করব।

দুর্জ্জয়। (চীৎকার করিয়া) মামা! (অতিশয় অপ্রকৃতিস্থ হইয়া) উঃ, আমি ওর কাছে ক্ষমা চাইব, সব দোষ আমি স্বীকার করব। আমি পায়ে ধ'রে ওর কাছে ভিক্ষা চাইব।

চক্রধর। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জালিয়াৎ ব'লে প্রমাণ করবে, কেমন?

দুর্জ্জয়। আপনি বুদ্ধিমান মামা, আপনি যা হোক ক'রে একটা পথ বার করবেন।

চক্রধর। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ, বলিহারি তোমার বুদ্ধি ভাগ্যে, মামাকে বেশ ক'রে জালে জড়িয়ে ফেলে তুমি পালাবার পথ খুঁজছ?

দুর্জ্জয়। যাই, আমি এক্ষুনি ক্ষমা চাইব। (যাইতে উদ্যত)

চক্রধর। (চীৎকার করিয়া) দাঁড়াও।

দুর্জ্জয় চমকাইয়া ফিরিল।

দুর্জ্জয়। (মিনতি করিয়া) মামা, আমাকে যেতে দিন।

চক্রধর। (দুর্জ্জয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া) নাঃ, আমি দেব না। তুমি উন্মাদ।

দুর্জ্জয়। (চীৎকার করিয়া) কিন্তু আমি যাবই।

চক্রধর। নাঃ, তুমি যাবে না।

এক হাতে দুর্জ্জয়ের এক হাত ধরিয়া আর এক হাতে তাহার গলা টিপিতে উদ্যত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই নিরস্ত হইল। দুর্জ্জয় ভয়ে মৃতপ্রায়।

তুমি সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে কি করেছিলে?

দুর্জ্জয়ের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া খালি অস্ফুট আওয়াজ বাহির হইতে লাগিল।

বল, বল। তুমি বলবে না? আচ্ছা। কিন্তু তুমি ভেবো না যে, তোমার মামা এতই মূর্খ যে, সেই টাকার খোঁজ সে করে নি।

দুর্জ্জয় ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

সেই টাকা তুমি যে স্ত্রীলোককে দিয়েছিলে, তার নাম ধাম ঠিকানা সব আমার কাছে রয়েছে। তুমি আবার টাকা চাইছ তাকেই দেবার জন্যে। আবার কখনও আমার অবাধ্য তুমি হবে কি তার নাম ধাম ঠিকানা তোমার স্ত্রীর হাতে পৌঁছবে। তখন দেখব তোমাদের ভালবাসার কত দৌড়!

দুর্জ্জয় এক হাতে চোখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। চক্রধর তাহার অপর হাত ঝাঁকিয়া ছাড়িয়া দিল। দুর্জ্জয় মাটিতে পড়িয়া গেল। চক্রধর তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং দুর্জ্জয়ের কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া উঠাইয়া একটা চেয়ারে বসাইল। তাহার চোখে উন্মাদের লক্ষণ, কিন্তু দুর্জ্জয়ের জন্য দুর্ব্বলতা আছে।

তুমি বরং দু-চারদিন ভেবে নাও, কি করবে। মূর্খের ওষুধ আমার কাছে রয়েছে। আবার এ কথাও বলছি যে, আমার কথা শুনে চলবে তো তোমার হাতে লাখ লাখ টাকা তুলে দেব। অনেক বিপদ মাথায় নিয়ে আমি তোমাকে মানুষ করেছি। যখন প্রতিষ্ঠা আমার মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে, তখন তুমি সব নষ্ট করবে, এ আমি কক্ষনও সহ্য করব না। আমি চাই তোমার হাতে তুলে দিতে লাখ লাখ টাকা, অজস্র টাকা, টাকার পাহাড়, যা আমি কখনও চোখে দেখি নি।

দরজায় ঠকঠক শব্দ। চক্রধর চমকাইল।

কে? (আস্তে) দুর্জ্জয়, তুমি স্থির হও।

দুর্জ্জয় চোখ মুছিয়া স্থির হইল। চক্রধর দুই-একবার তাহার দিকে তাকাইয়া স্থির হইবার ইঙ্গিত করিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ধরিত্রীর প্রবেশ। পশ্চাতে বামদেব।

এই যে, আমার মা লক্ষ্মী যে, এস এস।

ধরিত্রী। (হাসিয়া) আপনারা মামা-ভাগ্নেতে দরজা বন্ধ ক'রে কি করছিলেন?

চক্রধর। কিছু নয়, কিছু নয়, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ, দুটো ধর্ম্মের কথা মা, পরকালের দুটো কথা।

ধরিত্রী। (ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া) পরকাল! (হাসিয়া) সে যে ঢের দেরি এখনও!

চক্রধর। হেঁ-হেঁ-হেঁ, দেরি বইকি, তবু মা, বয়সটা তো বাড়ছেই। বলা যায় না তো।

বামদেব। বেয়াই মশাই কি এখনও ভয়ই দেখাচ্ছেন নাকি? (দুর্জ্জয়কে) কি হে বাবাজী, তুমি যে ভয়ে মুষড়ে পড়েছ!

ধরিত্রী দুর্জ্জয়ের অবস্থা লক্ষ্য করিল এবং কথা ঘুরাইবার জন্য বলিল

ধরিত্রী। (চক্রধরকে) আপনি পরকাল মানেন?

চক্রধর। কি যে বলছ মা! ধর্ম্ম মানি, অধর্ম্ম মানি, আর পরকাল মানব না!

ধরিত্রী। আপনি কি বলতে চান যে, অধর্ম্ম করলে পরকালে নরকে যেতে হবে?

চক্রধর। নিশ্চয় যেতে হবে। তাই যদি না হবে, তা হ'লে এই জীবনে ধার্ম্মিক হওয়ার কোনও অর্থ-ই যে হয় না মা।

বামদেব। বেয়াই মশাই, পরকাল না মেনেও ধর্ম্ম-অধর্ম্মের অর্থ করা যায়।

জানালা দিয়া দেখা গেল, ধর্ম্মদাস আসিতেছে।

ধরিত্রী। উকিল কাকা আসছেন।

ধর্ম্মদাসের প্রবেশ।

বামদেব। এই যে ভায়া! তুমি পরকাল মান?

ধর্ম্মদাস। (অবাক হইয়া) পরকাল! এটা কি হিন্দু মহাসভা, না মুসলিম লীগ?

ধরিত্রী। সে কেন হতে যাবে?

ধর্ম্মদাস। আমি তো জানি যে, ওরা ছাড়া ধর্ম্মের ধার কেউ ধারে না। ধর্ম্মের জন্যে যদি কেউ প্রাণ দিতে পারে তো এরা ছাড়া আর কেউ নয়।

বামদেব। কিন্তু ভায়া, কেউ মাথা ফাটালে পরকালে তার কি শাস্তি হবে ?

ধর্ম্মদাস। সেটা জানা নেই দাদা। তবে ইহকালে যে তার ফাঁসি হবে, সেটা জানি।

ধরিত্রী। ইহকালেই যদি শাস্তি হয় তো পরকালের অর্থ কি ? অথবা পরকালেই যদি শাস্তি হবে, তবে ইহকালে শাস্তি দিই কেন কাকা ?

ধর্ম্মদাস। ভয়ানক প্রশ্ন করলে ধরিত্রী। পরকাল অনেক দূরের কথা মা। সংপ্রতি এক পেয়ালা চায়ের দরকার হয়ে পড়েছে।

ধরিত্রী। (উঠিয়া দরজার কাছে গিয়া) বিন্দে !

নেপথ্যে। হুজুর !

ধরিত্রী। চার পেয়ালা চা নিয়ে আয়।

নেপথ্যে। যাচ্ছি হুজুর। চা তৈরি রয়েছে।

ধরিত্রী। (স্বস্থানে আসিয়া) কাকা, এবার আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। চা এক্ষুনি আসছে।

ধর্ম্মদাস। বলছি শোন। আমি অনেক ভেবে দেখেছি যে, একটা কোনও মত কারুর মাথা থেকে বেরুলেই তক্ষুনি আর কারুর মাথা থেকে তার বিপরীত একটা মত বেরুবে। তুমি 'হ্যাঁ' বললেই আর কেউ 'না' বলবে। তুমি একটা কিছুকে 'ভাল' বললেই আর কেউ সেটাকে 'খারাপ' বলবে, তুমি 'কংগ্রেস ভাল' বলবে, আমি বলব 'ওটা মোটেই ভাল নয়, হিন্দু মহাসভা ভাল', আর কেউ বলবে 'মুসলিম লীগ ভাল'। তুমি বলবে 'ইংরেজ ভাল', আমি বলব 'জার্মানরা ভাল'। এই রকম দুটো দল সব সময়ই আছে। এই যে, চা এসে গিয়েছে।

বিন্দে সকলকে চা দিয়া গেল।

(এক চুমুক চা খাইয়া) আঃ, ধরিত্রী, স্বর্গে গিয়ে চা পাব তো মা ? (সকলের হাস্য) হ্যাঁ, আমি বলছিলাম যে, দুটো দল সব সময়ই আছে। এখন বল তো মা, কাকে ভাল বলব, আর কাকে মন্দ বলব ? সেইজন্যেই আমার মত হচ্ছে—এও ভাল, ওও ভাল। যারা এটা মানে, তারা দিক ফাঁসি। যারা ওটা মানে, তারা পাঠাক নরকে। কিন্তু (আর এক চুমুক চা খাইয়া) সব-চাইতে নিরাপদ হচ্ছে দুটোই মানা—ফাঁসিও মানো, নরকও মানো ; কোনও ঝামেলাই আর থাকবে না, ঝগড়াও হবে না। তাকে আগে দাও ফাঁসি, তারপর পাঠাও নরকে। সব ল্যাঠা চুকে যাবে।

বামদেব। বাস্, সব ল্যাঠা চুকে গেল ধরিত্রী। গলা কেটে তারপর তাকে নরকে পাঠাও। বেয়াই মশাই কোন্ দলে ? গলা কেটে পাঠাতে চান, না আস্ত গলাতেই পাঠাতে চান ?

চক্রধর। (হাসিয়া) আপনি অতি রসিক লোক। আপনার সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা আমার কর্ম্ম নয়। কিন্তু সোজা কথায় বলতে হয় যে, চুরি করলে তাকে জেলে দেওয়াই উচিত। মরার পর কি হবে, সেটা ভগবানের হাত।

বামদেব। তার মানে ভগবান চোরটাকে ছেড়েও দিতে পারেন—এই ভয় আপনার রয়েছে, তাই আগে থাকতেই তাকে কিছু উত্তম-মধ্যম—

ধর্ম্মদাস। হো-হো-হো-হো, এ যে জেলের আগে হাজত দেওয়ার মত হ'ল !

ধরিত্রী। চোরকে জেলে দিতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু জেল খাটলেই যখন তার শাস্তি হ'ল, তখন জেল থেকে বাইরে আসার

পরও তাকে লাঞ্ছনা দেওয়াটাকে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়ার মত মনে হয়।

চক্রধর। কিন্তু মা, যে একবার চুরি করেছে, তাকে বিশ্বাস করি কি ক'রে ?

ধরিত্রী। সকলকে না পারলেও কাউকে কাউকে পারি, এবং যে কটিকে বিশ্বাস করতে পারি, তাদের মুখ চেয়ে আমি দুনিয়ার সব চোর জোচ্চোরকে আবার নতুন ক'রে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত। শুধু তাদের জন্যে নয় মামা, আমি ভাবছি তাদের ছেলেমেয়েদের কথা। চুরি করলে তাকে হাজারবার শাস্তি দিন। কিন্তু যার শাস্তিই হয়েছে, তার কপালে চিরজন্মের মত কালিমা লেপে দিয়ে তার পুত্র-কন্যাকেও পথে টেনে আনবার কোনও অধিকার আপনাদের নেই, অথবা থাকতে পারে না।

চক্রধর। কিন্তু মা, সমাজের বিধান ?

ধরিত্রী। (উত্তেজিত হইয়া) মানব না সেই বিধান। মা হয়ে যে মুহূর্ত্তে আমি সন্তানকে বুকে ধরেছি, সেই মুহূর্ত্তে আমি তার জন্যে দাবি করেছি পৃথিবীর সমস্ত আলো, বাতাস, ঐশ্বর্য্য এবং সম্পদ। মায়ের এই দাবি যে অগ্রাহ্য করবে, তাকে আমিও অস্বীকার করব, সংসারকে অস্বীকার করব, সমাজকে অস্বীকার করব, এমন কি, রাষ্ট্রকেও অস্বীকার করব। একটা প্রাণের বিনিময়ে যে সন্তানের জন্ম হয়, সেই সন্তান কখনও অপবিত্র হতে পারে না, সে পবিত্র। প্রত্যেক সন্তান দেবতার মূর্ত্তির মত পবিত্র, কিন্তু পদাঘাতে তাকে চূর্ণ করে সকলে।

ধর্ম্মদাস। যার যার অদৃষ্টগুণে জন্ম হয় মা, অদৃষ্টকে তো মানতেই হবে।

ধরিত্রী। কেন মানতে হবে অদৃষ্টকে ? চেষ্টা ক'রেও কি আমরা নিষ্ফল

হয়েছি? অথবা পৌরুষের অভাব হয়েছে সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে? যে সমাজে একটি মাত্র সন্তানও মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে বাধা পায়, সে সমাজে পুরুষ নেই। (অন্যমনস্কভাবে) অভাগিনী জানত না তার সন্তানের ভবিষ্যৎ লাঞ্ছনার কথা, নইলে নিজের হাতে তার সন্তানকে এই দুঃখের জ্বালা থেকে সে নিষ্কৃতি দিত।

চক্রধর। তুমি কার কথা ভাবছ মা?

ধরিত্রী। (প্রকৃতিস্থ হইয়া) আ—আমি কারুর কথা ভাবছি না। আমি ভাবছি যে কোন অনাশ্রিত সন্তানের কথা। আপনাদের সমাজ আশ্রয় নাই বা দিলে। আমি নিজেই তাদের আশ্রয় দেব।

চক্রধর। যাদের আশ্রয় দেবে, তারাই যে ভাল হবে, তার প্রমাণ কি?

ধরিত্রী। (উত্তেজিত হইয়া) তার একটি প্রমাণ—ললিতা।

সকলে অবাক। শুধু বামদেব হাসিল।

চক্রধর। ললিতা!

দুর্জ্জয়। আমাদের ললিতা?

ধরিত্রী। হ্যাঁ, আমার পালিতা কন্যা ললিতা। আপনারা বোধ হয় জানতেন না যে, তাকে আমি পতিতাশ্রম থেকে এনেছিলাম।

দুর্জ্জয়। পতিতাশ্রম! ললিতা পতিতাশ্রমে ছিল? তুমি কি বলছ ধরিত্রী?

ধরিত্রী। হ্যাঁ, আমি তাকে পতিতাশ্রম থেকে এনেছিলাম। তার মা (অতিশয় দুঃখের সহিত) অপবিত্র ছিল। তার পাপের শাস্তি সে পেয়েছে, সে মরেছে। কিন্তু আমি ললিতাকে গ্রহণ করেছি। দেবশিশুর মত ফুটফুটে সেই মেয়েটিকে পতিতাশ্রমে দেখে আমি সইতে পারি নি, তাই তাকে আমি গ্রহণ করেছি এবং আজ আমি

নিঃসংকোচে বলতে পারি যে, তাকে আমার নিজের মেয়ে ব'লে পরিচয় দিতে আমি এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করি না। (সকলের দিকে তাকাইয়া) কিন্তু আপনারা ভয়ে ম'রে যাচ্ছেন কেন? আপনারা সংকুচিত হচ্ছেন কেন? ফুলের মত সুকোমল যার হৃদয়, তাকে গ্রহণ করতে এই দ্বিধা হচ্ছে কেন? এতদিন তো হয় নি! এতদিন আপনারা তাকে স্নেহ করেছেন। তাকে পতিতাশ্রম থেকে এনেছিলাম শুনেই কি আপনাদের স্নেহ মমতা সব নিঃশেষ হয়ে গেল! (বামদেবকে) মামা, আমার স্বামীর দিকে চেয়ে দেখুন।

দুর্জ্জয়ের মুখ বিবর্ণ। যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না।

এতদিন যাকে নিজের মেয়ের মত ভালবেসে এসেছে, তাকেও আজ আর বিশ্বাস করতে পারছে না।

দুর্জ্জয়। আ—আ—আমি জানতাম না, ললিতা—ললিতা—

ধরিত্রী। (ঘৃণার সহিত) তুমি জানতে না যে, ললিতা ভদ্রঘরের মেয়ে নয়, তাই তাকে মেয়ের মত ভালবেসেছিলে। (ক্রুদ্ধভাবে) কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, তোমারই মত কোনও ভদ্রলোক হয়তো ওর পিতা। তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, তোমার নিজের সন্তানের মতই ললিতাও প্রথম চোখ মেলে দেখেছিল পৃথিবীর এই আকাশ, এই আলোক। তোমারই মতন প্রথম নিশ্বাসে টেনে নিয়েছিল এই বাতাস। তোমারই মতন পুলকিত হয়েছিল তার মন, তোমারই মতন হাত বাড়িয়ে সে তার জননী এই পৃথিবীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যকে তার ক্ষুদ্র বক্ষে ধরেছিল। ঘরে ঘরে আমারই মতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নারী তার সন্তানকে দিতে চেয়েছিল পৃথিবীর সকল সম্পদ। সে যতই ক্ষুদ্র হোক, নিকৃষ্ট হোক, অপবিত্র হোক, জীবনের বিনিময়ে যে

জীবন দান করেছে, সে দাবি করতে পারে পৃথিবীর সকল সম্পদ, জীবনের বিনিময়ে যাকে সে জন্ম দিয়েছে, তার জন্যে সে দাবি করবে পৃথিবীর আলোকে তার ন্যায্য অধিকার। কিন্তু তোমরা তা হতে দেবে না। ললিতাকেও তোমরা নরকে নিক্ষেপ করবে।

ধর্ম্মদাস। ললিতার চরিত্র এখনও প্রমাণ হয় নি ধরিত্রী।

ধরিত্রী। প্রমাণ কখনও হবে না কাকাবাবু। ললিতা মরলেও তার মায়ের কলঙ্ক ঘুচবে না। আপনারা ঘুচতে দেবেন না। আইনের তর্কজাল থেকে তাকে আমি উদ্ধার করতে পারব না। কিন্তু আমিও একবার শেষ চেষ্টা করব। আমি ভেবেছি, আমি জেল থেকে একটা কয়েদীকে এনে তাকে মানুষ করব। তারপর তার হাতে আমার ললিতাকে দেব। আমার সম্পত্তির অর্দ্ধেক আমি তাকে দেব।

চক্রধর। কি বলছ বউমা? সম্পত্তির আদ্ধেক দেবে একটা কয়েদীকে—মানে, সে—সে—সে তো একটা খুনেও হতে পারে?

ধরিত্রী। হোক খুনে, আমি একবার দেখব চেষ্টা ক'রে।

দুর্জ্জয়। কি বলছ তুমি? একটা খুনেকে বাড়ির ভেতর নিয়ে আসবে?

চক্রধর। ভেবে দেখ মা, সে চোর হতে পারে, জোচ্চোর হতে পারে, তার চরিত্রে আরও কত রকম দোষ থাকতে পারে।

ধরিত্রী। তাতে কিছু আসবে যাবে না। আপনারা থাকতে আমার কোনও ভয় নেই।

দুর্জ্জয়। কিন্তু ইচ্ছে ক'রে বিপদ ডেকে আনার কোনও মানে হয় না।

ধরিত্রী। (যাইতে যাইতে বিদ্রূপের সহিত) ভয় কি, তুমিই তো রয়েছ পাহারা দিতে। তার ওপর চক্রধর মামার হাতে টাকার

হিসেব। চোরের সাধ্যি কি? উকিল কাকা, একটু বস্থন। আমি এক্ষুনি আসছি।

প্রস্থান

বামদেব। ধর্ম্মদাস! আইনের হৃদয় নেই, তেমনই হৃদয়েরও আইন নেই। যার হৃদয়টা খুব বড়, তার কাছে আইনের তর্ক করা বৃথা। ধরিত্রীকেও আইন বোঝানো বৃথা। চুল দাড়ি পাকিয়ে আমিও তোমার তর্কাতর্কির বাইরে এক পা বাড়িয়ে রয়েছি ভাই, তাই ধরিত্রীর চোরের ইস্কুলে আমি মাস্টারি নিয়েছি।

চক্রধর। চোরের ইস্কুলে!

বামদেব। (হাসিয়া) এটাও বুঝলেন না বেয়াই মশাই! ধরিত্রী যে চোরের ইস্কুল খুলে বসেছে। প্রথমে এলেন আপনি—

চক্রধর। আমি!

বামদেব। না না না না না, আপনি তো আর শিখতে আসেন নি। আপনি এসেছেন শেখাতে। আপনি হলেন মাস্টার মশাই।

ধর্ম্মদাস। হো-হো-হো-হো, সত্যি দাদা, এক দিকে সব চোর, আর এক দিকে চক্রধরবাবু বেত হাতে নিয়ে পরকাল বোঝাচ্ছেন। হো-হো-হো-হো।

চক্রধর। (একবার দুর্জ্জয়ের দিকে বক্রদৃষ্টি করিয়া এবং পরে একগাল হাসিয়া) আপনারা ঠাট্টা করছেন, কিন্তু পরকাল যে আছে, এটা বুঝিয়ে দিতে পারলে চোরের বাবাও ভাল হয়ে যেত।

বামদেব। নিশ্চয়, নিশ্চয়। হ্যাঁ বাবা দুর্জ্জয়, তোমার সঙ্গে আমার দুটো কথা আছে। ব্যাঙ্কের হিসাবগুলো যেন কি রকম গোলমেলে লাগছে।

চক্রধর এবং দুর্জ্জয় চমকাইল।

দুর্জ্জয়। গোলমেলে !

বামদেব। আমার মাথায় ঠিক ঢুকছে না বোধ হয়। ছেলেবেলা অঙ্কশাস্ত্রটা বেশি পড়ি নি বাবা। দুশো-পাঁচশোর হিসেবকে আমি ভয় করি না, কিন্তু লাখ লাখ টাকার যোগবিয়োগ আমার মাথার মধ্যে ঢুকতে চায় না।

দুর্জ্জয়। আ—আ—আজকেই দেখতে চান ?

বামদেব। না, তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না। দুদিন পরে হ'লেও চলবে। আচ্ছা, আমি একটু আসছি ভেতর থেকে। ধরিত্রীর সঙ্গে দুটো কথা আছে। এতগুলো টাকার গোলমাল হয়ে গেল—

ললিতার প্রবেশ। ললিতা তরুণী এবং সুন্দরী। মুখে সরলতার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ললিতা। দাদু, মা কোথায় ?

বামদেব। আমিও তো তাকেই চাই। (হাসিয়া) কিন্তু তোমাকে যেন একটু কেমন কেমন দেখাচ্ছে ?

ললিতা। (লজ্জায় লাল হইয়া) কই ? না তো।

বামদেব। বটে, দাদুর সঙ্গে লুকোচুরি ?

ললিতা। না দাদু, সত্যি কেউ আসে নি।

বামদেব। বটে ! কেউ আসে নি ? (জোরে হাসিয়া) কে সেই পাষণ্ড, যে আসে নি ? তুমি বল তো আমি তাকে কান ধ'রে নিয়ে আসি।

অজয়ের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে খুকুর প্রবেশ। খুকুর বয়স সাত বৎসর। অজয় যুবক। বিশেষত্বহীন চেহারা।

খুকু। আসুন না, ভেতরে আসুন, ভয় কিসের ?

বামদেব। (ঠাট্টা করিয়া) ওঃ ললিতে, ইনিই বুঝি সেই তিনি, যিনি আসেন নি? (অজয়কে) তোমারই বা কি রকম আক্কেল হে ছোকরা, ছি ছি ছি ছি, তুমি দেখা দিলেও তোমাকে দেখতে পায় না, তুমি এলেও বলে, তুমি আস নি, তুমি ম্যাজিক দেখাচ্ছ না তো?

অজয় লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ললিতা। আমি মাকে ব'লে দেব এক্ষুনি।

বামদেব। শুধু শুধু বললেই হ'ল? তোমার এই ম্যাজিকওয়ালা যে আমার ওসমান, শুধু দাড়ি নেই, এই যা তফাৎ।

ললিতা। যান, আমি মাকে ব'লে দিচ্ছি এক্ষুনি।

যাইতে উদ্যত

বামদেব। আরে রোস, রোস।

ধরিত্রীর প্রবেশ। ললিতা ধরিত্রীর বুকে মাথা লুকাইল।

হো-হো-হো।

ধরিত্রী। কি হ'ল মা ললিতা?

খুকু। মা, দাদু দিদিকে ক্ষ্যাপাচ্ছে আর অজয়বাবুকে গালাগালি দিচ্ছে।

ধরিত্রী। (হাসিয়া) কি গালাগালি করেছে?

খুকু। মোসলমান বলেছে।

বামদেব এবং ধর্ম্মদাস উচ্চৈঃস্বরে হাসিল।

বামদেব। কখন মোসলমান বললাম?

খুকু। (চটিয়া) এক্ষুনি বলেছ। নিশ্চয় বলেছ। তুমি অজয়বাবুকে ওসমান বলেছ।

বামদেব। হো-হো-হো-হো।

খুকু। (কাঁদিয়া) তুমি দিদির সঙ্গে ঝগড়া করেছ। তোমার সঙ্গে আমার আড়ি। আমি তোমার সঙ্গে আর কক্ষনও কথা বলব না।

ধরিত্রী। (হাসিয়া) আচ্ছা, আমি দাদুকে ধমকে দিচ্ছি। তোমরা গিয়ে দুই বোনে খেলা কর তো।

ললিতা ও খুকুর প্রস্থান।

(অজয়কে) তুমিও যাও বাবা, ওদের সঙ্গে কথা বল।

অজয়। আ—আ—আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল।

ধরিত্রী। (চমকাইয়া) সে পরে হবে বাবা। তুমি কিন্তু খেয়ে যেও। এখন ওদের সঙ্গে কথা বল।

অজয়ের প্রস্থান।

চক্রধর। বউমা, কর্ত্তব্যের খাতিরে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, এই ছেলেটিকে এই বাড়িতে আর আসতে দেওয়া উচিত নয়।

ধরিত্রী। কেন মামা, সে যদি ইচ্ছে ক'রে আসে তো আমি তাকে কেন বাধা দেব?

চক্রধর। সে যদি জানত ললিতার উৎপত্তি কোত্থেকে, তা হ'লে তার ইচ্ছেটা থাকত না।

ধরিত্রী। (বিদ্রূপের সহিত) কিন্তু বলা যায় না তো। আমার লাখ লাখ টাকার সম্পত্তির অর্দ্ধেকের লোভে সে থেকেও যেতে পারে। টাকার লোভ তো কম লোভ নয় মামা।

ধর্ম্মদাস। কিন্তু তাকে বলা উচিত ধরিত্রী।

ধরিত্রী। (হাসিয়া) বলব কাকাবাবু। আমি জানি যে, বলামাত্রই তার সমস্ত উৎসাহ নিবে যাবে। টাকার লোভে সে থেকেও যেতে

পারে। কিন্তু যে টাকার জন্যে থাকবে, ললিতাকে আমি তার হাতে দেব না।

ধর্ম্মদাস। যদি তার উৎসাহ না কমে, তা হ'লে তার হাতে ললিতাকে দেবে?

ধরিত্রী। নিশ্চয় দেব। ছেলেটিকে আমার মন্দ লাগে না।

ধর্ম্মদাস। তা হ'লে তুমি যদি বল তো আমিই তাকে সব জানাই।

ধরিত্রী। বেশ তো।

দুর্জ্জয়। (অতিশয় উত্তেজিত হইয়া) না না না না। এখন নয়, এখন নয়। ওদের ভালবাসাটা আর একটু জ'মে উঠুক, মা—মা—মানে এমন সময় বলতে হবে, যখন অজয় আর নিষেধ করতে পারবে না। যদি নিষেধ করে, তা হ'লে ললিতা হয়তো জিজ্ঞেস করবে, কেন নিষেধ করল! তখন তো আর ললিতার কাছে গোপন করা চলবে না, তাকে কোত্থেকে আনা হয়েছিল। তার কি ফল হবে, তা ভেবে দেখেছ? লজ্জায় ঘৃণায় আমাদের ললিতা তখন ম'রে যাবে। আ—আ—আমি বলছি—অজয়কে বলারই বা কি দরকার? কেউ তো জানে না, ললিতাও জানে না। যে নিজেই জানে না, তাকে কেন মিছিমিছি কষ্ট দেব?

চক্রধর। (কঠোরভাবে) দুর্জ্জয়!

দুর্জ্জয়। মামা, ভেবে দেখুন, আমাদের ললিতা তো কোনও পাপ করে নি। অপরের পাপের শাস্তি কেন তাকে দিতে যাব?

চক্রধর। মূর্খ, তোমার দুর্ব্বলতার জন্যে তুমি সমাজের সর্ব্বনাশ করবে? তুমি কি বুঝতে পারছ না যে, যাকে তুমি স্নেহ ক'রে সমাজে চালাতে চাইছ, সে একটা চণ্ডালের মতই অপবিত্র।

ধরিত্রী। (চীৎকার করিয়া) মামা!

ধরিত্রী দুই হাত উঠাইয়া ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া মনে হইল, যেন সে চক্রধরকে আক্রমণ করিবে।

বামদেব। শান্ত হও মা।

ধরিত্রী। ললিতাকে অপবিত্র বলবে, এ অসহ্য।

চক্রধর। তুমি আমাকে মাপ ক'রো বউমা। কিন্তু আমি ব'লে যাচ্ছি যে, তোমার এই অনাচার সমাজ সহ্য করবে না।

প্রস্থান

ধরিত্রী। মামা, আমি কালই সকালে জেলখানায় যাব। আপনি আমার সঙ্গে যাবেন।

বামদেব। বেশ তো মা, আমি তো অনেক আগেই তোমার ইস্কুলে মাস্টারি নিয়েছি।

ধর্ম্মদাস। তুমি যদি বল ধরিত্রী, আমিও সঙ্গে আসি।

ধরিত্রী। (অবাক হইয়া) আপনি আসবেন!

ধর্ম্মদাস। হ্যাঁ, মানে, উকিলের চোখ তো, একটা কয়েদী যখন তোমার চাইই, তখন বেছে-টেছে একটা ভাল দেখেই আনা যাক, কি বল?

ধরিত্রী। বেশ, তা হ'লে এই কথাই রইল। কাল খুব ভোরে আমরা যাব।

প্রস্থান

ধর্ম্মদাস। তা হ'লে আমিও চলি দাদা। (হাসিয়া) চোরের আবার ইস্কুল! সেখানে আবার চক্রধর হ'ল হেড-মাস্টার। হো-হো-হো-হো।

যাইতে উদ্যত

বামদেব। কিন্তু ভায়া, এই বামদেবও বড় কম মাস্টার নয়।

ধর্ম্মদাস। তোমরা মাস্টারি কর দাদা, কিন্তু মনে থাকে যেন, এই ধর্ম্মদাসের কাছেই পরীক্ষা দিতে হবে।

বামদেব। চল, তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

য়ের প্রস্থান

দুর্জ্জয় বিমর্ষভাবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর অতিশয় সন্তর্পণে চক্রধরের প্রবেশ।

সে দরজা বন্ধ করিল।

চক্রধর। (নিম্নস্বরে) দুর্জ্জয়!

দুর্জ্জয়। (অবাক হইয়া) মামা!

চক্রধর। বুঝতে পারছ দুর্জ্জয়, কোন্ দিকে হাওয়া বইছে?

দুর্জ্জয়। কিসের হাওয়া মামা?

চক্রধর। উঃ, তোমার মত মূর্খ যে কেন আমার ভাগ্নে হয়ে জন্মেছিল! তুমি কি এটাও বোঝ নি যে, বামদেব সেই টাকার বিষয়ে সন্দেহ করছে? জুচ্চুরি ক'রে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়েছ, আর এখন বলছ—কিসের হাওয়া! এটা শুধু হাওয়া নয় দুর্জ্জয়, এটা ঝড়। এই ঝড়ে তোমাকে উপড়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে আমাকে একটা ব্যবস্থা করতে হবে, একটা ব্যবস্থা করতে হবে। (হিংসায় তাহার চোখ জ্বলিয়া উঠিল।)

দুর্জ্জয়। (ভীত হইয়া) মামা!

চক্রধর। চুপ কর দুর্জ্জয়। আমাকে তুমি বাধা দেবে তো তোমাকে এবং তোমার সংসারকে আমি পথে বসিয়ে ছাড়ব। যেমন ক'রে

হোক, বামদেবকে কয়েকদিন বুঝিয়ে রাখবে, কারণ আমি এখনও প্রস্তুত হই নি। প্রথমে এই ললিতার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

দুর্জ্জয়। না না না না মামা। ওকে আমি মেয়ের মত ভালবাসি।

চক্রধর। ভালবাস! তোমার ভালবাসার জ্বালায় আমি জর্জ্জরিত হয়ে গিয়েছি। যে সম্পত্তি আমার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে, তার অর্দ্ধেক নিয়ে যাবে একটা পথের কুকুর? আমি তা হতে দেব না। আমি একটা ব্যবস্থা করব। আমি কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলব দুর্জ্জয়। আমি কালই ললিতাকে জানিয়ে দেব যে, সে একটা বেশ্যার ঘরে জন্ম নিয়েছিল।

দুর্জ্জয়। না না না। এই কথা শুনলে ললিতা ম'রে যাবে।

চক্রধর। হা-হা-হা-হা, ঠিক ধরেছি তা হ'লে। আমি তাকে পথ দেখিয়ে দেব দুর্জ্জয়।

যাইতে উদ্যত

দুর্জ্জয়। মামা—মামা—মামা!

চক্রধর। (দরজার কাছে ফিরিয়া) তোমাকে ফের সাবধান ক'রে দিচ্ছি দুর্জ্জয়। মনে রেখো—সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা কোথায় গিয়েছে, তা ধরিত্রীর কানে গেলে তোমার এই তাসের ঘর হাওয়ায় উড়ে যাবে।

প্রস্থান

বেত্রাহতের মত দুর্জ্জয় চমকিয়া উঠিল এবং দুই হাতে মুখ চাপিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—জেলখানার ফটক।

সময়—পরদিন ভোরবেলা।

ফটকে কয়েকজন প্রহরী আছে। কয়েকজন কয়েদীকে হাতকড়া দিয়া ভিতরে লইয়া যাইতেছে। কেহ কেহ ভিতরে যাইতে অনিচ্ছা দেখাইলে সিপাহীরা 'চোর' 'জুয়াচোর' ইত্যাদি গালি দিয়া এক-আধটা গুঁতা মারিতেছে। কয়েকজন কয়েদীকে সাধারণ কাপড় পরাইয়া বাহিরে আনিয়া ছাড়িয়া দিতেছে। অধিকাংশই খালাস পাইয়া খুব খুশি হইতেছে। কেহ কেহ এদিক ওদিক চাহিয়া আত্মীয়-স্বজনকে খুঁজিতেছে। কাহারও আপনার জন আসিয়াছে, কাহারও আসে নাই। দুই-একজন বাহিরে আসিয়া নিরুপায়ভাবে এদিক ওদিক চাহিতেছে।

বামদেব, ধর্ম্মদাস এবং ধরিত্রী ফটকের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

ধর্ম্মদাস। দেখছ ধরিত্রী, কত রকম লোক! এদের কেউ চোর, কেউ বাটপাড়, কেউ জোচ্চোর, কেউ ডাকাত, কত রকম সব বদমায়েস। এদের পনরো আনাই ঘাগী, বাকি যে কটা ছিল, তারাও এই সব মহা-মহা-বদমায়েসের সঙ্গে থেকে ঘাগী হয়ে গিয়েছে।

ধরিত্রী। এই সব ঘাগীদের সঙ্গে ওদের রাখে কেন?

ধর্ম্মদাস। কার সঙ্গে রাখবে বল? সাধুরা তো আর জেলে আসে না যে, তাদের সঙ্গে রাখবে। তবু কংগ্রেসের দৌলতে ওরা তুটো একটা ভদ্রলোক দেখতে পায়। কিন্তু কংগ্রেস আবার ধর্ম্মের ধার ধারে না। যাঁরা ধর্ম্ম নিয়ে বেশি মারামারি করেন, তাঁরা আবার জেলের কাছে একটু কম যান। তা হ'লে বেচারা গবর্মেণ্ট কি ক'রে বল! ওই দেখ, ওই যে দেখছ ছুঁচোর মত চেহারা, ওটা একটা পাকা চোর, আমার মনে হয় পকেটমার। ওই লোকটা বড় রাস্তার মোড়ে গিয়েই কারুর না কারুর পকেট মারবে।

ফটকের ভিতরে গোলমাল শোনা গেল। একটু পরেই সুরজিৎ
এবং গফুরকে ঠেলিতে ঠেলিতে কয়েকজন সেপাই
এবং জেলারের প্রবেশ। বাহিরে আসিয়া
সেপাইয়েরা সুরজিৎ এবং গফুরকে
ধাক্কা মারিয়া দূরে ঠেলিল।

জেলার। আচ্ছা জ্বালাতনে পড়েছি তো! তোমাদের মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছে, তবু তোমরা জেলে থাকবে? জেলের ভাত কি মাগনা আসে?

সুরজিৎ। কিন্তু আপনি তো বলেছিলেন একটা চাকরি দেবেন।

জেলার। কিন্তু তখন আমি জানতাম না যে, তুমি একটা বৈরাগী। অনেক বৈরাগী দেখেছি বাবা, কিন্তু তোমার মতন এমন গোঁয়ার বৈরাগী খুব কম দেখেছি।

গফুর। (সুরজিতের প্রতি) বাবু, জেলখানার এই হুজুরেরে বইলা লাভ নাই। ভিতরেই যদি থাকতে চান তো বলেন—আমি হালারে গলা টিপ্পা ধরি, আর আপনি হালারে কয়েকটা গুতা মারেন।

ভয় পাইয়া জেলার সরিয়া দাঁড়াইল।

তা হইলেই ইংরাজের হাকিম আবার জেল দিয়া দিব। হাতেরও সুখ হইব, জেলের ভাতও পেটে যাইব। কথাটা ভাইবা দেখেন হুজুর। বাইরে থাকলে হয় আবার চুরি করবেন, নয়তো না খাইয়া মরবেন। জেলে থাকলে পেট ভইরা খাইতে পারবেন। জেলখানার খোরাকটাও মন্দ না হুজুর। ডাইলও দেয়, আবার তরকারিও দেয়, কিন্তু হালাগো চাউলগুলি বড় মোটা মোটা। আমার মনে কয় যে, হালারা ওগো দেশের চাউল এইখানে আইনা জেলখানায় বেচে। হালাগো দেশের সকল জিনিসই নাকি মোটা মোটা হয়।

জেলার। সেপাই, ফটক বন্ধ ক'রে দে। এই দুটোকে বিশ্বাস নেই। ফাঁক পেলেই হয়তো ঢুকে পড়বে।

ফটক বন্ধ হইল

গফুর। হুজুর, দ্যাখছেন হালাগো কাণ্ডকারখানা? রৌদ আছে, বিষ্টি আছে, বলেন তো এখন যাই কই? পয়সা তো দিল মোটে পাচ আনা, তার মধ্যে হালারা আবার বকশিশ নিল চার আনা। হালাগো কাণ্ডকারখানাই আলাদা। আপনি যাইবেন কই হুজুর?

সুরজিৎ। তাই তো ভাবছি। কোথায় গিয়ে দাঁড়াব?

গফুর। হুজুর লেখাপড়া জানেন, একটা চাকরি খোজেন। আইজ-কাইল তো নাকি সক্কলেই জজমাজিস্টর হয়। আপনি তো তাও হইলে পারেন।

সুরজিৎ। হো-হো-হো-হো। তুই যা কথা বলতে পারিস, তোর উচিত ছিল অ্যাসেম্বলির মেম্বার হওয়া।

গফুর। সেইটা আবার কি হুজুর? ও, মেম্বটের কথা কইলেন? ভোটের চাকরি? ওইটা আমার পছন্দ হয় না হুজুর।

স্বরজিৎ। (হাসিতে হাসিতে) কেন?

গফুর। ওইটা বড় ছোট কাজ হুজুর। যখন ভোট চায়, তখন হালারা সন্দেশ খাওয়ায়, লালমোহন খাওয়ায়, ক্ষীরমোহন খাওয়ায়। কিন্তু ভোটটা একবার দিয়া দিলেই হালাগো টিকিও দেখা যায় না। ওই সব ছোট কাজ আমার পছন্দ হয় না হুজুর। লোকে কয়, মেম্বট হইলে আবার লাট সাহেবের মন্ত্রীও হওয়া যায়। মন্ত্রী হইতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু সন্দেশ খাওয়াইয়া ভোট নেওয়াটা বড় ছোট কাজ হুজুর। তার থেইকা আমার পকেট কাটাই ভাল কাজ। ইজ্জৎ বাচে।

স্বরজিৎ। বেশ, তা হ'লে চল, তাই করি।

গফুর। (স্বরজিতের জামা টানিয়া নিম্নস্বরে) হুজুর, ওই তেনারা আপনার দিকে চাইতে আছে। (স্বরজিৎ বামদেব ইত্যাদির দিকে তাকাইল) হুজুর, আমার মনে কয়, আপনার একটা চাকরি হইল। মনে রাইখেন হুজুর, আমারে কিন্তু চাকর রাখতে হইব।

ধর্ম্মদাস। (অগ্রসর হইয়া স্বরজিৎকে) বাপু হে, চেহারা দেখে তো তোমাকে ভদ্রলোকের ছেলে ব'লেই মনে হয়। জেলে এসেছিলে কি ক'রে?

স্বরজিৎ। সে অ—অ—অনেক কথা। আপনার কি চাই বলুন তো?

ধর্ম্মদাস। হুঁ, অভিমান রয়েছে এখনও। কিছু লেখাপড়া জান?

স্বরজিৎ নিরুত্তর।

গফুর। হুজুর, আমাগো তিন নম্বর বাবু, লজ্জায় মইরা যাইতে আছে। ভদ্রলোকের ছেইলা হুজুর। বিদ্যাও আছে অনেক। কিন্তু আমাগো দেশের কপাল মন্দ হুজুর, তাই খাইতে না পাইয়া চুরি করে আর

জেল খাটে। বিলাতে জন্ম হইলে একটা জজ হইয়া আইত। আমার কইলজাটা ফাইটা যায় হুজুর, দেশে চাউলও হয়, ডাইলও হয়, তবে এই সব ভদ্রলোকের ছেইলারা না খাইয়া মরে ক্যান?

ধরিত্রী এবং বামদেব এতক্ষণে কাছে আসিয়াছে।

ধরিত্রী। (আস্তে) মামা, ওকে নিয়ে চলুন।

বামদেব (গলা পরিষ্কার করিয়া) হ্যাঁ, তোমার নামটি কি হে?

সুরজিৎ নিরুত্তর

গফুর। বলেন না বাবু, লজ্জা করেন ক্যান? বাপ দাদা নাম রাখছে। বুকটা ফুলাইয়া কন।

সুরজিৎ। (মাথা উঁচু করিয়া) আমার নাম সুরজিৎ।

ধরিত্রী। সুরজিৎ! বাঃ, বেশ নামটি তো! তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে?

সুরজিৎ। কোথায়?

ধরিত্রী। আমাদের বাড়িতে, আমাদের সঙ্গে তুমি থাকবে।

সুরজিৎ নিরুত্তর

গফুর। কথা কন না ক্যান হুজুর? (ধরিত্রীকে) যাইব হুজুর, নিশ্চয় যাইব—নিশ্চয় যাইব। আপনারা বাবুরে জোর কইরা লইয়া যান।

ধরিত্রী। মামা!

বামদেব। ধর্ম্মদাস, কি বল?

ধর্ম্মদাস। মন্দ নয়। দেখাই যাক না।

বামদেব। বেশ। (সুরজিতের হাত ধরিয়া) তা হ'লে চল।

সুরজিৎ যন্ত্রচালিতের মত চলিতে লাগিল।

গফুর। সেলাম হুজুর। এই গফুরকে কিন্তু ভুইলা যাইয়েন না।

সুরজিৎ দাঁড়াইল।

ধরিত্রী। (গফুরকে) তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে ?

গফুর। (ইতস্তত করিয়া) না, মাঠাইরান। বাবু আগে দেইখা লউক। দেখা তো আবার হইবই।

ধরিত্রী বামদেবকে ইঙ্গিত করিল। বামদেব পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিল।

বামদেব। এই টাকা দুটো তুমি নাও।

গফুর। (ইতস্তত করিয়া) না হুজুর, ভাল মাইনষের পোলা আমি, ভিক্ষা করুম না। আপনার টাকা আপনার পকেটেই থাউক। খোদায় মর্জ্জি করলে আপনার পকেট মাইরাই নিমু।

সুরজিৎ গফুরের দিকে তাকাইয়া একবার চোখ টিপিয়া চলিতে লাগিল। বামদেব এবং ধর্ম্মদাস হাসিয়া চলিয়া গেল। ধরিত্রী একবার গফুরের দিকে তাকাইয়া নীরবে চলিতে লাগিল। গফুরের চোখে জল আসিল।

গফুর। সেলাম হুজুর। খোদা আপনারে সুখে রাখুক। (সুরজিৎ স্টেজের বাহিরে গেলে পর উচ্চৈস্বরে) সেলাম হুজুর।

চোখ মুছিতে লাগিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—ধরিত্রীর বাড়ির বসিবার ঘর।

সময়—কয়েক মিনিট পর।

সিন উঠিলে দেখা গেল, চক্রধর এবং দুর্জ্জয় বসিয়া আছে। মনে হয় তাহাদের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে চুপ করিয়া আছে, কারণ সিন উঠার সঙ্গে সঙ্গে বিন্দের প্রবেশ। বিন্দে একটু-আধটু ঝাড়পোঁছ করিয়া চলিয়া গেল। সে বাহিরে যাওয়া মাত্রই উভয়ের ঝগড়া আবার আরম্ভ হইল।

দুর্জ্জয়। কিন্তু মামা, আমার এখন পঞ্চাশ হাজার টাকা চাই। সেই মেয়েটার কাছে আমার অনেকগুলো চিঠি আছে। সে এখন আমাকে ভয় দেখাচ্ছে যে, টাকা না দিলে সে ধরিত্রীকে চিঠিগুলো দেখাবে।

চক্রধর। ভাগ্নে, তোমার ওসব কুৎসিত অনাচারের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। আমি ভাবছি, তোমার সঙ্গেও সকল সম্পর্ক শেষ ক'রে আমি কাশী চ'লে যাব। তুমি একটা ক্লীব। হাতে ধ'রে আমি তোমাকে পথে তুলে দিলাম, দেখিয়ে দিলাম সেই পথ, যে পথে চললে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'ত। আমারও সারাজীবনের চেষ্টা সার্থক হ'ত। কিন্তু মূর্খ তুমি, আমার সমস্ত কল্পনাকে আজ ব্যর্থ করতে বসেছ। তার কারণ—(ব্যঙ্গ করিয়া) তুমি ভালবাস। বিবাহিত হয়েও স্ত্রীকে ভাল না বেসে, তুমি ভালবাসলে একটা গণিকাকে, যে আজ তিলে তিলে তোমার রক্ত শোষণ করছে।

আবার আজ বলছ, সেই গণিকাকে ভুলে তুমি ভালবেসেছ তোমার স্ত্রীকে, যে স্ত্রী তোমাকে কৃপা ক'রে মাসে মাসে ভিক্ষা দিচ্ছে দুশো টাকার মাসহারা। এদিকে ব্যাঙ্কে রয়েছে অফুরন্ত অর্থ। তার অর্দ্ধেক আবার নিয়ে যাচ্ছে একটা পতিতাশ্রমের কুকুর। কিন্তু তুমি বলছ, তাকে তুমি নিজের মেয়ের মত ভালবাস। ভালবাস! তুমি একটা ক্লীব, তুমি নির্জ্জীব। যে দুর্ব্বল, তার ভালবাসাও তুচ্ছ। নিজের অধিকার যে রক্ষা করতে পারে না, সে অপদার্থ। আমি তোমাকে পরিত্যাগ করব।

দুর্জ্জয়। কিন্তু মামা, আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা যে এক্ষুনি চাই।

চক্রধর। মূর্খ! শুধু পঞ্চাশ হাজার কেন, আমি তোমাকে পঞ্চাশ লাখ পাবার পথ দেখিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তুমি অন্ধ। তুমি বুঝতে পেরেছ কি যে, ধরিত্রী হয়তো আজই একটা কয়েদীকে ধ'রে নিয়ে আসবে? কালই হয়তো তার সঙ্গে সে ললিতার বিয়ে দিয়ে তোমার প্রাপ্য টাকার অর্দ্ধেক তাকে বিলিয়ে দেবে। একটা অসহায় স্ত্রীলোকের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য তুমি দেখবে, কারণ—(ব্যঙ্গ করিয়া) তুমি ভালবাস। নির্ব্বোধ, তুমি কি এটাও বোঝ নি যে, জীবনের পথে এগিয়ে যেতে হ'লে দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতাকে হৃদয় থেকে মুছে ফেলতে হবে? তোমাকে কঠোর হতে হবে; তোমাকে জানতে হবে যে, এই পৃথিবীতে শুধু দুটো মাত্র জাত আছে—একটা ভক্ষ্য আর একটা ভক্ষক, একটা দুর্ব্বল আর একটা প্রবল, একটা কাপুরুষ আর একটা বীর, একটা মরবে আর একটা তাকে মারবে, একটা কাঁদবে আর একটা তার হৃৎপিণ্ডকে খণ্ড খণ্ড ক'রে ছিঁড়ে ফেলবে। আমার পথেও যে মাথা তুলে দাঁড়াবে, তারও হৃৎপিণ্ডকে আমি নিজের হাতে ছিঁড়ে ফেলব।

দুর্জ্জয়। মামা, আপনি নিষ্ঠুর।

চক্রধর। (চীৎকার করিয়া) নাঃ, আমি শক্তিমান, আমি বলবান। যে বলহীন, তাকে হতে হবে আমার আজ্ঞাবহ ভৃত্য, আমার অনুচর, আমার ক্রীতদাস। যদি সে রাজি না হয়, তা হ'লে তাকে আমি নিশ্চিহ্ন করব।

দুর্জ্জয়। (উত্তেজিত হইয়া) আপনি আমার স্ত্রী এবং মেয়ের সর্ব্বনাশ করবেন ?

চক্রধর। নিশ্চয় করব। আমি চাই প্রতিষ্ঠা। যদি তা না পাই, তা হ'লে তোমাদের সকলকে আমি পথে টেনে আনব।

জানালা দিয়া দেখা গেল, ধরিত্রী সকলকে সঙ্গে লইয়া আসিতেছে।
চক্রধর চমকাইল। দুর্জ্জয়কে সে স্থির হইবার ইঙ্গিত করিল।
সঙ্গে সঙ্গে ধরিত্রী, বামদেব, ধর্ম্মদাস এবং সুরজিতের প্রবেশ।

চক্রধর। এই যে, তোমরা এসে পড়েছ ?

ধরিত্রী। হ্যাঁ মামা, মনের মতন একটি লোক পাওয়া গিয়েছে।

চক্রধর সুরজিতের দিকে বক্রদৃষ্টি করিল।

বামদেব। কি রকম মনে হয় বেয়াই মশাই ? ছাত্রটিকে পছন্দ হচ্ছে তো ?

চক্রধর। হুঁ। (সুরজিৎকে) তোমার পেশাটি কি হে ?

সুরজিৎ। (চটিয়া) আমি পকেটমার। একবার নয়, দুবার নয়, তিন-তিনবার পকেট মেরে আমি জেল খেটেছি। কিন্তু তা দিয়ে আপনাদের কি দরকার ? আমাকে এখানে আনলেনই বা কেন ? আমি কি একটা জানোয়ার যে, সকলে আমার মুখের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রয়েছেন ?

ধরিত্রী। আপনারা ওকে কোনও প্রশ্ন করবেন না। তুমি ব'স সুরজিৎ, এই চেয়ারটাতে ব'স।

সুরজিৎ। (চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া দামী জিনিসপত্র দেখিয়া) আমার এখানে ব'সে দরকার নেই। আপনারা বড়লোক, আপনাদের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। আপনারা হাজার হাজার টাকার শৌখিন জিনিস কিনতে পারেন, কিন্তু আমরা দুবেলা পেট ভ'রে খেতে পাই না।

ধর্ম্মদাস। কিন্তু বাবা, এই সব শৌখিন জিনিস যারা তৈরি করেছে, তারাও গরিব। আমরা না কিনলে, তারাও যে না খেয়ে মরবে।

সুরজিৎ। তাই ব'লে আমরা লেখাপড়া শিখেও খেতে পাব না, এটাই বা কি রকম ব্যবস্থা ?

বামদেব। এইটেই মস্ত প্রশ্ন বাবা। লেখাপড়া শিখেও খেতে পাচ্ছ না, সুতরাং লেখাপড়া শেখা উচিত হয়েছে কি না, এইটেও একটা প্রকাণ্ড প্রশ্ন। তুমি নীচে আছ, তাই চাইছ ওপরে উঠতে। কিন্তু উঠবে কোথায় ? ওঠবার জায়গা যে আর নেই ; শিল্প নেই, বাণিজ্য নেই, কিচ্ছু নেই তোমাদের। তা হ'লে বল তো বাবা, ভিড় করেছ কেন ?

সুরজিৎ। আপনি কি বলতে চান যে, আমাদের কিছু নেই ব'লে আমরা চিরকালই নিঃস্ব থেকে যাব ?

বামদেব। তোমাকে থাকতে হবে সুরজিৎ, নতুবা তোমাকে পকেট কাটতে হবে। তোমার বুদ্ধি কম ব'লে তুমি কাটবে লোহার কাঁচি দিয়ে, যার বুদ্ধি বেশি সে কাটবে বুদ্ধির প্যাঁচ দিয়ে। (হাসিয়া চক্রধরের প্রতি) কি বলেন বেয়াই মশাই, উদ্দেশ্য এক, শুধু ভিন্ন ভিন্ন পথ। লেখাপড়া ক'রে তুমি ভেল্কি দেখাতে শিখেছ,

তাই শহরে এসেছ সেই ভেল্কি দেখিয়ে ভেজাল চালাতে। তোমার সরল মনকে এই কুৎসিত বৃত্তি যে শিখিয়েছে, সেই চণ্ডালকে আমি অভিসম্পাত করি।

চক্রধর। এটা নতুন কিছু নয় বেয়াই মশাই। যাদের কিছু নেই, লেখাপড়া শিখে তাদের চোখ ফুটলে আপনাদের অসুবিধে হবে, সুতরাং অভিসম্পাত করা আপনার পক্ষে স্বাভাবিক।

বামদেব। তুমি মূর্খ চক্রধব। তোমার চক্রান্তের অবশ্যম্ভাবী ফল—হিংসা, মৃত্যু, ধ্বংস। চোখ মেলে শুধু দেখতে শিখেছ, অপরের কি আছে আর তোমার কি নেই, তাই তুমি হিংসুক। কিন্তু যদি দেখতে পারতে তোমার কি আছে আব অপরের কি নেই, তা হ'লে তুমি আর হিংসা করতে না চক্রধর, তখন তুমিও এগিয়ে আসতে তোমাব হাত দুটো দিয়ে সৃষ্টি করতে, নতুন সম্পদ সৃষ্টি করতে। কিন্তু তা তো হবে না চক্রধর, কারণ তোমার শিক্ষা হয়েছে চণ্ডালের গৃহে। ভিক্ষাজীবী তপশ্চারীর আসনে বসেছে হিংসাজীবী চণ্ডাল। কিন্তু ভুলে যেও না চক্রধর যে, তোমার পিতৃপিতামহের গুরু ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়েই দিগ্বিজয় করেছিলেন, নিঃস্ব হয়েও কারুর কাছে তিনি মাথা নোয়ান নি। যাক, বেলা হয়ে যাচ্ছে। আমাকে এখন যেতে হবে। (সুরজিতের প্রতি) সিল্কের জামা প'রেও যে মাথা নীচু করে, সে হিংসার পাত্র নয সুরজিৎ, সে কৃপার পাত্র, সে হতভাগ্য।

ধরিত্রী। মামা, আপনি যাবার আগে জামা-কাপড়ের দোকানে একটা টেলিফোন করুন। সুরজিতের গায়ের মাপটা ব'লে দিন। এক্ষুনি যেন কিছু জামা-কাপড় দিয়ে যায়।

বামদেব। আচ্ছা মা, আমি এক্ষুনি জামা-কাপড় আনাচ্ছি। (দরজার

কাছ হইতে ফিরিয়া হাসিমুখে) বেয়াই মশাই, সিল্কের জামা দেখে হিংসা করবেন না। যেদিন এখান থেকে বিদায় দেবে, সেদিন ওরা আপনাকে ন্যাংটো ক'রেই ছেড়ে দেবে। একখানা গামছাও সঙ্গে দিতে চাইবে না।

প্রস্থান

স্রবজিৎ হাসিযা উঠিল। বক্তচক্ষু চক্রধব তাহাব দিকে চাহিল। স্রবজিৎ অপ্রস্তুত হইয়া থামিল।

চক্রধব। বাড়ি নয তো, একটা চিড়িযাখানা। দুর্জ্জয়, আমি চললাম। তোমাব সঙ্গে আমাব কথা আছে।

দুর্জ্জয। আপনি একটু দাঁড়ান মামা, আমিও আসছি।

চক্রধব এবং দুর্জ্জয যাইতে উদ্যত

ধর্ম্মদাস। (গলা পরিষ্কার কবিযা) দুর্জ্জয়, একটু দাঁড়াও বাবা। স্রুরজিৎ, ইনি দুর্জ্জয়বাবু, ধরিত্রীব স্বামী এবং তোমাব মনিব।

দুর্জ্জয়। না না না না, আমি কারুব মনিব-টনিব নই। এ—এ—এ— আমি এ—এ—এ—আচ্ছা, পরে আলাপ হবে। পবে আলাপ হবে।

চক্রধব এবং দুর্জ্জয় পুনবায যাইতে উদ্যত। হঠাৎ চক্রধব ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

চক্রধর। ধর্ম্মদাসবাবু, ঘরজামাই কখনও মনিব হয না।

অপমানে ধবিত্রীব মুখ কালো হইয়া গেল। চক্রধব এবং দুর্জ্জযেব প্রস্থান।

ধর্ম্মদাস। আমিও এখন চলি মা। (সান্ত্বনা দিবার জন্য কাছে আসিয়া) ধরিত্রী, তুমি লেখাপড়া শিখেছ মা, চিন্তা করতে শিখেছ, আশা করি

সব দিক ভেবে-চিন্তেই এগোবে। তুমি যে পথে পা বাড়িয়েছ, সেই পথে ছোট বড় অনেক আঘাত তোমাকে সহ্য করতে হবে। তার জন্যে প্রস্তুত থাকাই উচিত।

ধর্ম্মদাসের প্রস্থান

ধরিত্রী এবং সুরজিৎ নীরব ; কিন্তু সুরজিৎ ছটফট করিতে লাগিল।

সুরজিৎ। আমাকে আপনি যেতে দিন।

ধরিত্রী। (ঈষৎ হাসিয়া) কেন?

সুরজিৎ। আমি এখানে কি করব? আমাকে দিয়ে আপনার কি দরকার?

ধরিত্রী। কিছুই দরকার নেই। কিন্তু আমার তো মনে হয়, তোমার মাথা গোঁজবারও জায়গা নেই।

সুরজিৎ। নাই বা থাকল। আমরা গরিব, আমাদের রাস্তাই ভাল।

ধরিত্রী। কিন্তু আমি যদি বলি যে, তুমি গরিব নও, আমারই সমান বড়লোক?

সুরজিৎ। আপনি বড়লোক, তাই দরিদ্রের দারিদ্র্যকে নিয়ে পরিহাস ক'রে আপনি—আপনি—

ধরিত্রী। (ঈষৎ হাসিয়া) চুপ ক'রে গেলে কেন? বল, তোমার দারিদ্র্যকে পরিহাস ক'রে আমি আনন্দ পাচ্ছি।

সুরজিৎ। যদি তাই না হবে, তা হ'লে একটা পকেটমারকে আপনি এই সব কথা বলছেন কেন?

ধরিত্রী। কিন্তু আমি বলছি, এটা ঠাট্টা নয়। আমার ইচ্ছা যে, আমার সঙ্গে সমান অধিকার নিয়েই তুমি এই বাড়িতে থাক।

সুরজিৎ। আমি চোর হ'লেও একটা মানুষ। আমিও ভদ্রঘরেই

জন্মেছিলাম। আমাকে নিয়ে এরকম নিষ্ঠুর পরিহাস করা আপনার অন্যায়।

ধরিত্রী। (হাসিয়া) বেশ। তোমার যখন বিশ্বাস হচ্ছে না, তখন আমার সমান নাই বা হ'লে। কিন্তু আমার বাড়িতে থাকতে তোমার এত আপত্তি কেন?

সুরজিৎ। আমি এখানে কি করব?

ধরিত্রী। যা খুশি করতে পার। লেখাপড়া জান, ইচ্ছে করলে আমার মেয়েকে পড়াতে পার, আমার জমিদারির হিসাব রাখতে পার, অথবা আরও পড়াশুনা যদি করতে চাও তো তাও করতে পার।

সুরজিৎ। কিন্তু আমি একটা চোর। আমি তিনবার জেল খেটে দাগী হয়েছি। আপনাদের মত সৎলোকের সঙ্গে আমার পোষাবে না।

ধরিত্রী। দেখই না চেষ্টা ক'রে। না পোষায়, পরে চ'লে যেও।

সুরজিৎ। কিন্তু আমার পক্ষে এখানে থাকা অসম্ভব। বাড়িতে একটা ঘটি-বাটি চুরি গেলেও সবাই ভাববে, আমিই চুরি করেছি।

ধরিত্রী। ভাবুক না। ওতে আমি ঘাবড়াই না।

সুরজিৎ। (উত্তেজিত হইয়া) আপনি ঘাবড়াবেন না, কিন্তু আমাকে ঘাবড়াতে হবে। আমার কপালে যে দাগী চোর লেখা রয়েছে।

ধরিত্রী। (উত্তেজিত হইয়া) আমি সেই দাগ মুছে দেব সুরজিৎ। (সাধারণভাবে) আচ্ছা, তুমি একটু ব'স। আমি আসছি। এখনও বাজার আনতে পাঠানো হয় নি।

প্রস্থান

সুরজিৎ পলায়ন করিবার জন্ত পা বাড়াইল, কিন্তু পারিল না। সে এদিক ওদিক চাহিয়া আসবাবপত্র দেখিতে লাগিল। রূপার ফুলদানি ইত্যাদি জিনিসপত্র ধরিয়া দেখিল এবং ইতস্তত করিতে লাগিল। পরে স্থির করিল যে, এইগুলি চুরি করিয়াই পলাইবে। ইতিমধ্যে ধরিত্রীর ঝি তারা কোনও কারণে ঘরে প্রবেশ করিয়া সুরজিৎকে দেখিয়াই আত্মগোপন করিল। অলক্ষ্যে থাকিয়া সে সুরজিতের কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল। যখন জিনিসপত্র গুছাইয়া সুরজিৎ পলাইবার জন্য পা বাড়াইল, তখন তারা চীৎকার করিয়া উঠিল।

তারা। চোর! চোর!- ও দিদিমণি! জামাইবাবু! ওরে বিন্দে!

তারা দরজা আগলাইয়া থাকায় সুরজিৎ পলাইতে পারিল না। সে একবার তারাকে মারিতে উদ্যত হইল, কিন্তু নিরস্ত হইল।

তারা। খুন ক'রে ফেললে গো! ও দিদিমণি!

ছুটিয়া বিন্দে, দুর্জ্জয় এবং চক্রধরের প্রবেশ।

সকলে। ব্যাপার কি? কোথায় চোর?

সুরজিৎ মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

চক্রধর। হুঁ, তোমার হাত তো পাকে নি মোটেই। দুদিন সবুর করলে যে অনেক কিছু পেতে। (ক্রূরভাবে হাসিয়া) তোমার বিয়ের জন্যে যে কনেও তৈরি রয়েছে।

স্বরজিৎ। (চটিয়া) চুরি ক'রে ধরা পড়েছি, পুলিসে দিন। রসিকতা কেন?

চক্রধর। চটো কেন হে ছোকরা? তোমাকে পুলিসে দেব না তো কি তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব?

ধরিত্রীর প্রবেশ, সঙ্গে ললিতা।

এই যে বউমা, এত যত্ন ক'রে যাকে নিয়ে এলে, তোমার সেই ভবিষ্যৎ জা—

ধরিত্রী। (চীৎকার করিয়া) মামা!

সকলে নীরব।

আপনারা এ ঘর থেকে বাইরে যান। আমি ওর সঙ্গে কথা বলব।

অতিশয় ক্রুদ্ধভাবে চক্রধরের প্রস্থান। দুর্জ্জয় একটা কিছু বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বলিতে না পারিয়া প্রস্থান করিল। সঙ্গে সঙ্গে বিন্দের প্রস্থান।

ধরিত্রী। তারা!

তারা। দিদিমণি, আমাকে মারতে এসেছিল, তাই আমি—

ধরিত্রী। থাক থাক, আমি শুনতে চাই না। তুই বাইরে যা।

তারার প্রস্থান

ললিতা। আমিও যাব মা?

ধরিত্রী। (ললিতাকে কিছুক্ষণ নীরবে দেখিয়া) না মা, তুমি আমার কাছেই থাক। স্বরজিতের হাত থেকে রূপোর ফুলদানিগুলো, নিয়ে আবার জায়গামত রেখে দাও তো।

ললিতা। (ভয়ে ভয়ে সুরজিতের কাছে আসিয়া) ফুলদানিগুলো দিন।

সুরজিৎ প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। অনেক চেষ্টা করিয়া হাত বাড়াইয়া জিনিসগুলি দিল। ললিতা সেইগুলিকে যথাস্থানে রাখিতে লাগিল, কিন্তু তাহার চোখ ধরিত্রীর দিকে—ভয়, পাছে সুরজিৎ তাহাকে আক্রমণ করে।

ধরিত্রী। সুরজিৎ!

সুরজিৎ। (কাঁদো-কাঁদোভাবে) আপনি আমাকে শাস্তি দিন। জেল-খাটা আমার স'য়ে গিয়েছে, কিন্তু আপনার এই দয়া আমি সইতে পারি না। আমাকে কেউ কখনও দয়া করে নি। (অভিমানের সহিত) দয়া আমি চাই না।

ধরিত্রী। যদি বলি, এটা দয়া নয়, এটা ভালবাসা, স্নেহ, মমতা?

সুরজিৎ। আপনি একটা চোরকে ভালবাসবেন, এটা কেউ বিশ্বাস করবে না।

ধরিত্রী। (হাসিয়া) কিন্তু আমি তো চোর নই। তবু তুমি আমাকে ভালবাসা তো দূরের কথা, বিশ্বাসও করতে পারছ না।

সুরজিৎ। (উত্তেজিত হইয়া) না না, আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। আজ মনে পড়ে সেদিনের কথা, যেদিন প্রথম চুরি করেছিলাম। দুদিন না খেয়ে ক্ষিদের জ্বালায় আমার হিতাহিতজ্ঞান চ'লে গিয়েছিল। আমি তো চোর ছিলাম না আগে। আমার বাপ-মা অতিশয় সজ্জন লোক ছিলেন। তাঁরা আমাকে কলেজে পড়িয়েছিলেন। পৈতৃক ভিটে বিক্রি ক'রে সেই অর্থে আমি উপাধি পেয়েছি। উপাধি! আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় উপাধি দিয়েছে! আমি অর্থনীতিতে পণ্ডিত!

ধরিত্রী এবং ললিতা অবাক। সুরজিৎ দুঃখের সহিত হাসিল।

কিন্তু তারা ভুল করেছিল। যার এক কপর্দ্দকও অর্থ নেই, তাকে তারা শিখিয়েছিল অর্থশাস্ত্র। ভাত নেই, কিন্তু কি ক'রে কাঁটা-চামচ দিয়ে তা খেতে হয়, ওরা আমাকে তাই শিখিয়েছিল। অনাহারে আমার বাবা মরেছে, মা মরেছে, আমারও মরাই উচিত ছিল। কিন্তু আমি মরতে অস্বীকার করেছি। আমার হাত দুটো যতদিন থাকবে, ততদিন আমি হাতের কাছে যা পাব, তাই দু হাতে তুলে নেব। সমাজের কারুর কাছে আমি দয়া ভিক্ষা করব না। কিন্তু সেদিন করেছিলাম। অনেক ক'রে বলেছিলাম যে, পেটের ক্ষিদেই আমাকে চুরি করতে বাধ্য করেছে। কিন্তু তারা আমাকে দয়া করে নি। আপনাদের সমাজ সেদিন বিশ্বাস করে নি যে, আমি দুদিন অনাহারে রয়েছি। অনাহারে দুর্ব্বল আমার দেহটাকে তারা পদাঘাতে লাঞ্ছিত করেছিল। তারপরও যদি এতটুকু দয়া করত! তারা তাও করে নি। আমাকে জেলে পাঠিয়ে চিরকালের মত তারা আমাকে অস্পৃশ্য ক'রে দিয়েছে। আজ আমি একটা দাগী চোর—সমাজের একটা কলঙ্ক। আমার ভবিষ্যৎ চিরকালের মত শ্মশান হয়ে গিয়েছে। কারুর দয়া অথবা ভালবাসা গ্রহণ করতে আমি অক্ষম। দয়া আমি চাই না, ভালবাসাও আমি চাই না। আমি চাই, আপনারা আমাকে আঘাত করুন, কঠিন আঘাত করুন, আমিও আমার এই হাত দুটো দিয়ে প্রত্যেকটি আঘাত ফিরিয়ে দেব, তারপর একদিন এই পৃথিবীকে পদাঘাত ক'রে চ'লে যাব।

বিন্দের প্রবেশ

বিন্দে। জামা-কাপড়ের দোকান থেকে লোক এসেছে হুজুর।

ধরিত্রী। নিয়ে আয় এখানে।

বিন্দের প্রস্থান এবং দোকানদারসহ পুনঃপ্রবেশ। উভয়ের হাতে অনেকগুলি জামা-কাপড়ের বাক্স।

দোকানদার। প্রণাম হুজুর। (সুরজিতের দিকে একবার তাকাইয়া) দু-একটা জামা একটু প'রে দেখলে হ'ত। কাকে পরাব হুজুর ?

ধরিত্রী। এখনই পরাবার দরকার নেই। (সুরজিৎকে দেখাইয়া) ওর গায়ে মেপে দেখুন। (উপবেশন)

দোকানদার একটি সিল্কের পাঞ্জাবি গায়ে মাপিয়া দেখিল।

দোকানদার। ঠিক হবে হুজুর।

ধরিত্রী তাহাকে বাহিরে যাইবার ইঙ্গিত করিল।

আচ্ছা, তা হ'লে আমি আসি। আবার হুকুম করলেই চ'লে আসব। প্রণাম।

প্রস্থান

ধরিত্রী। বিন্দে!

বিন্দে। হুজুর!

ধরিত্রী। ওপরে যে ঘরটা খালি আছে, সেই ঘরে এই দাদাবাবুর বিছানা ক'রে দরকারমত আলমারি দেরাজ লাগিয়ে দে। এই জামা-কাপড়গুলো সেই ঘরে গুছিয়ে রাখ। তারাকে ডেকে নিয়ে আয়। দুজনে মিলে তাড়াতাড়ি সব ঠিক ক'রে নে।

বিন্দে বাহিরে গিয়া তারাকে সঙ্গে লইয়া আসিবে।

ললিতা, (আলমারিটা দেখাইয়া) আমার আঁচল থেকে এই আলমারিটার চাবিটা খুলে সুরজিৎকে দাও তো।

ললিতা। (অবাক হইয়া) এই আলমারিটার চাবি! (সুরজিতের দিকে বক্রদৃষ্টি করিয়া) এতে যে-এ-এ-এ অনেক টাকা রয়েছে মা!

ধরিত্রী। সেইজন্যেই তো চাই। সুরজিৎ এখন থেকে এই টাকা পাহারা দেবে।

সুরজিৎ চমকাইল।

ললিতা। আ-আ-আচ্ছা মা, দিচ্ছি।

ললিতা ধরিত্রীর আঁচল হইতে চাবি খুলিতে লাগিল। এই সময়ে বিন্দে সব জিনিস লইয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত।

ধরিত্রী। বিন্দে!

বিন্দে। হুজুর!

ধরিত্রী। রূপোর ফুলদানিগুলো নিয়ে যাবি। (ঈষৎ হাসিয়া) দাদাবাবুর এগুলো খুব পছন্দ হয়েছে। ওর ঘরেই এগুলো সাজিয়ে রেখে দিবি।

বিন্দে। আচ্ছা হুজুর।

ধরিত্রী। শোন। সমস্ত চাকর-দারোয়ানকে ব'লে দিবি, যেন সকলে একে আমার ছেলের মত সম্মান করে।

সুরজিৎ বিস্মিত।

বিন্দে। হুজুর।

মুখ বিকৃত করিয়া বিন্দে এবং তারার প্রস্থান।

ললিতা। চাবিটা ওঁকে দেব?

ধরিত্রী। হ্যাঁ মা, ওকে চাবিটা দাও।

ললিতা ভয়ে ভয়ে সুরজিৎকে চাবি দিল। সুরজিৎ বিহ্বলের
মত চাবি লইল এবং ধরিত্রীর দিকে অশ্রুভারাক্রান্ত
চোখে চাহিয়া রহিল।

সুরজিৎ, এই চাবি তোমার কাছেই থাকবে। এতদিন আমার কাছে থাকত। নানা রকম প্রয়োজন হতে পারে, সেইজন্যে এই আলমারিতে নগদ হাজার পাঁচেক টাকা রাখা হয়।

সুরজিৎ চমকাইল।

আমি ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি এই টাকা ধরতে পারে না। তুমিও এক পয়সা খরচ করতে পারবে না, কিন্তু টাকাটা তোমার কাছে থাকবে। আমি যাকে যাকে দিতে বলব, তাকে তাকে দেবে এবং হিসেব রাখবে।

সুরজিৎ। (অবাক হইয়া) আপনি বলছেন—পাঁচ হাজার টাকা ওটাতে আছে!

ধরিত্রী। হ্যাঁ; তাতে ভয় পাবার কি হ'ল?

সুরজিৎ। ওর চাবিটা দিলেন আ-আ-আমাকে? এ-এ-একটা দাগী চোরকে?

ধরিত্রী। তুমি তো আর দাগী চোর নও সুরজিৎ। তোমার মা হওয়ার মত সৌভাগ্য আমার হয় নি। কিন্তু তুমি আমার মানসপুত্র।

সুরজিৎ হৃদয়ের আবেগে অভিভূত হইয়া ধরিত্রীর ক্রোড়ে মাথা
রাখিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ললিতা চোখ
মুছিতে লাগিল। ধরিত্রী সুরজিতের মাথায়
হাত বুলাইতে লাগিল।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—ধরিত্রীর বসিবার ঘর। পুরানো ফুলদানির স্থানে অন্য ফুলদানি। কয়েকদিন গত হইয়াছে ইহা বুঝাইবার জন্য অন্য রঙের পর্দা এবং একটু বিভিন্ন রকমের আসবাব।

সময়—কয়েকদিন পর প্রাতে। বিন্দে ঝাড়পোঁছ করিতেছে। সে বিরক্ত। সে মন্তব্য করিল—

বিন্দে। আচ্ছা পাগল মনিব বাবা, চোর হ'ল পোষ্যপুত্র।

সুরজিতের প্রবেশ। মুখ বিকৃত করিয়া বিন্দের প্রস্থান। সুরজিৎ একটা চেয়ারে বসিয়া বই পড়িতে লাগিল। তাহার চেহারা পরিপাটি। নূতন জামা-কাপড় পরিয়াছে। খুকু এক-আধবার চুপিচুপি দরজা খুলিয়া একটু দেখে এবং হাসিয়া দরজা বন্ধ করে। সুরজিৎ কিঞ্চিৎ আভাস পায়, কিন্তু ঠিক বুঝিতে পারে না।

খুকু। (দরজা ফাঁক করিয়া) কু—উ—উ।

সুরজিৎ খুকুকে দেখে এবং ছুটিয়া তাহাকে ধরিতে যায়। খুকু ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া এক দিক হইতে অপর দিকে ছুটিয়া গিয়া এক কোণে দাঁড়ায়।

সুরজিৎ। এইবার তোমাকে ধ'রে ফেলেছি।

খুকু। কিন্তু আমি তোমার কোলে উঠব না।

সুরজিৎ। কেন ?

খুকু। মা বললেন, তুমি আমাদের দাদা। দাদাই যদি হবে, তবে এতদিন ছিলে কোথায় ?

সুরজিৎ। বা রে! আমি যে বোর্ডিং-ইস্কুলে ছিলাম।

খুকু। তোমার ইস্কুল থেকে বুঝি বাড়িতে আসতে দেয় না ?

সুরজিৎ। না। আমাদের হেড-মাস্টারটা ভারী কড়া লোক।

খুকু। তুমি মাকে এতদিন বল নি কেন ?

সুরজিৎ। এবার মাকে বলেছি। মা বলেছেন, আমাকে আর ইস্কুলে যেতে হবে না।

খুকু। (হাততালি দিয়া) বেশ হবে তা হ'লে। আমার সঙ্গে তোমাকে খেলতে হবে।

সুরজিৎ। বটে ? আচ্ছা, এস, খেলা করি। কি খেলবে এখন ?

খুকু। আমরা চোর-চোর খেলব।

সুরজিৎ। (চমকাইয়া) চোর-চোর! (হাসিয়া) না, চোর-চোর আমি ঢের খেলেছি, আর নয়।

খুকু। তুমি ঘোড়া হতে জান ?

সুরজিৎ। (ধুতিকে মালকোঁচা করিয়া পরিতে পরিতে) নিশ্চয় জানি। এই দেখ হচ্ছি।

খুকু। তোমাকে কিন্তু চোখ বুজে চলতে হবে।

সুরজিৎ। আচ্ছা, আমি চোখ বুজছি।

ঘোড়া হইয়া চোখ বুজিল। খুকু চড়িয়া এদিক ওদিক চালাইতে লাগিল।
এমন সময় ললিতার প্রবেশ। তাহার কোমরে শাড়ির আঁচল
জড়ানো। বাম হাতে এক গোছা ফুল। ফুলদানি সাজাইতে
আসিয়াছে। সুরজিৎ এবং খুকুকে দেখিয়া সে হাসিল।
খুকু কিছু বলিতে চাহিল, কিন্তু ললিতার ইঙ্গিতে
নিরস্ত হইল। একটা কিছু হইয়াছে
ভাবিয়া সুরজিৎ প্রশ্ন করিল।

সুরজিৎ। কি হ'ল রে ?

খুকু। কিচ্ছু না, তুমি চল।

সুরজিৎকে ঘুরাইয়া ললিতার কাছে আনিয়া হাসিতে লাগিল।

সুরজিৎ। কি হ'ল রে আবার ?

খুকু। চেয়েই দেখ না, কে এসেছে ?

সুরজিৎ চোখ মেলিয়া ললিতাকে দেখিয়া দাঁড়াইতেই ললিতার সঙ্গে
মুখোমুখি হইয়া গেল। ললিতা মাথা নীচু করিল।

জান দিদি, দাদার স্কুলের হেড-মাস্টার ভারী কড়া লোক। তাই
এতদিন আসতে দেয় নি। দাদা বলেছে, মা ওই পচা ইস্কুলে ওকে
আর যেতে দেবে না। এখন থেকে আমরা দিনরাত একসঙ্গে
থাকব এবং খেলা করব। চল দাদা, বাগানে চল।

সুরজিতের হাত ধরিয়া টানিয়া বাহিরে লইয়া গেল। যাইবার
পূর্ব্বে সুরজিৎ এবং ললিতা পরস্পরকে আবার চাহিয়া
দেখিল। ললিতা পরক্ষণেই কোনও অজ্ঞাত
কারণে পুলকিত হইয়া গান ধরিল এবং
ফুলদানিতে ফুল সাজাইতে লাগিল।

—গান—

ধীরে চল সজনী।
কি জানি, কি জানি।

হ্তেও পারে ভুল,
ভাঙতে পারে কূল,
হৃদয়ের গোপন কোণে
ফুটতে পারে ফুল।

ও মল্লিকা-ফুল,
তুই বল্ বল্ বল্—
ভ্রমরের চপল চোখে
আছে কি গো ছল?

হৃদয়-কুসুম আমি
তাহারেই সঁপিব জানি।
ধীরে চল সজনী।

এল কি ফাগুন?
ভাঙিল যে ঘুম।
হাসিল নয়ন-চাঁদে,
রজনী নিঝুম।

ও মন-কুসুম,
তুই বল্ বল্ বল্—
ভ্রমরের নয়ন-চাঁদে
ঝরে কি গো জল?

নয়ন-কমল দুটি
তাহারেই সঁপিব জানি।
ধীরে চল সজনী।

অজয়ের প্রবেশ।

অজয়। (হাসির চোখে এবং অতিশয় আস্তে) ললিতা!

ললিতা। (অপ্রস্তুত হইয়া) আপনি!

অজয়। হ্যাঁ, আমি।

ললিতা। ভোরবেলা তো আপনি কখনও আসেন না।

অজয়। মানে, বিকেলবেলা আমার কেমন যেন ভয় করে।

ললিতা। (হাসিয়া) কাকে ভয়?

অজয়। ওই যে, তোমার বাবার মামাটি রয়েছেন। আজ কদিন থেকে উনি আমার দিকে এমন ক'রে তাকান যে, আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। তার ওপর তোমাদের এই চোরটিকেও যেন কেমন কেমন মনে হয়।

ললিতা। সে আবার কি করলে?

অজয়। কিচ্ছু করে নি এখনও। কিন্তু বলা যায় না তো।

ললিতা। (বাহিরে ইঙ্গিত করিয়া) উনি তো বাইরেই রয়েছেন।

অজয়। হ্যাঁ, মানে, দিনের বেলা আর রাতের বেলা ঢের তফাত, মানে রাতের বেলা অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাবে না তো কোন্ দিক দিয়ে এল।

ললিতা। দেখবেন, সাবধান থাকবেন।

অজয়। (অপ্রস্তুত হইয়া) হ্যাঁ, মানে, আমি বলছিলাম কি, একটা কিছু হওয়ার আগে আমরা দুজনে—মানে, একজনের চাইতে

দুজনের জোরও বেশি, বুদ্ধিও বেশি—মানে, দুজনে মিলে দুটো মাথা, চারটে হাত, চারটে পা—

ললিতা। হা-হা-হা, চারটে পাতে ভালই হবে, দৌড়তে সুবিধে হবে।

অজয় কোনও কথা খুঁজিয়া পাইল না। ললিতা হাসিতে লাগিল। উত্তেজিতভাবে কথা বলিতে বলিতে ধরিত্রী এবং বামদেবের প্রবেশ। তাহারা অজয় এবং ললিতাকে লক্ষ্য করিল না।

ধরিত্রী। এটা আমি কক্ষনও সহ্য করব না মামা। একটা সাধারণ লোক একটা ঘটি চুরি করলে, তাকে আপনারা ছ মাস জেল দিতেন। কিন্তু ইনি ভদ্রলোকের পোশাক পরেছেন ব'লেই পঞ্চাশ হাজার টাকা চুরি ক'রেও বেঁচে যাবেন, এটা অত্যন্ত অবিচার।

বামদেব। একটু স্থির হয়ে ভেবে দেখ মা। ইঁদুর খুঁজতে সাপ বেরিয়ে পড়তে পারে।

ধরিত্রী। (সন্দেহের সহিত) মামা, আপনি আমার কাছে আসল কথা গোপন করছেন।

বামদেব। (ব্যস্তভাবে) না না না না না, গোপন করব কেন?

ধরিত্রী। আপনি নিশ্চয় গোপন করছেন। আমি সব কথা শুনতে চাই।

বামদেব। কিন্তু—

এদিক ওদিক চাহিতেই ললিতা এবং অজয়কে দেখিয়া চমকাইল। ধরিত্রীও উহাদের দেখিয়া সংযত হইল। ধরিত্রীর ক্রুদ্ধ ভাব দেখিয়া ললিতা অতিশয় উদ্বিগ্ন।

এই যে ললিতে! (হাসিবার চেষ্টা করিয়া) তোমরা দুজনে তো

বেশ জমিয়েছ, হো-হো-হো। (ধরিত্রীর প্রতি) আচ্ছা মা, এই পর্য্যন্তই থাক। দুদিন ভেবে তারপর আলোচনা করব।

ধরিত্রী। বেশ। কিন্তু আর যাতে চুরি না হয়, তার ব্যবস্থা আমি করছি। ললিতা!

ললিতা। (ভয়ে ভয়ে) মা!

ধরিত্রী। সুরজিৎকে ডেকে দাও তো মা।

ললিতা। আচ্ছা মা।

প্রস্থান

অজয়। আ-আ-আমিও আসি তা হ'লে।

ধরিত্রী। (যেন এই প্রথম দেখিল) ওঃ, তুমি। না না না, তুমি ব'স বাবা। (হাসিবার চেষ্টা করিয়া) আজ এই সকালে এলে?

অজয়। মানে, সন্ধ্যেবেলা লোকের ভিড় থাকে, তাই—

বামদেব। হো-হো-হো-হো। তাই সকালবেলা ললিতাকে দুটো প্রাণের কথা বলতে এসেছ বুঝি?

অজয়। (অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া তোতলাইতে লাগিল) মা-মা-মানে, ঠিক তা নয়—এই, মা-মা-মানে, আমি মা-মা-মার কাছে দুটো গোপন কথা বলতে এসেছিলাম।

বামদেব। হো-হো-হো-হো।

ধরিত্রী। (হাসিয়া) আমার কাছে? বেশ তো। কথাটা মামার সামনে বলা চলবে?

অজয়। হ্যাঁ, এ-এ-এমন কিছু গোপন কথা নয়। মা-মা-মানে, আমি আর ললিতা—এই ইয়ে—মানে—

ধরিত্রী। (ঈষৎ হাসিয়া) আমি বুঝতে পেরেছি।

অজয়। (খুশি হইয়া) আপনি বুঝতে পেরেছেন ?

বামদেব এবং ধরিত্রীর মুখ গম্ভীর হইল।

ধরিত্রী। ললিতার সম্বন্ধে তোমাকে দুটো কথা বলব।

ধরিত্রী বামদেবের দিকে তাকাইল। বামদেব
ইশারায় নিষেধ করিল। ধরিত্রী
নিরস্ত হইল।

তুমি তোমার বাবা-মার মত নিয়েছ ?

অজয়। আজ্ঞে হ্যাঁ। সব ঠিক আছে।

বামদেব। তোমার নিজের মন ঠিক করেছ ?

অজয়। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার মন তো ঠিকই রয়েছে।

ধরিত্রী পুনরায় বামদেবের দিকে তাকাইল। বামদেব
পুনরায় ইশারায় নিষেধ করিল।

বামদেব। কথাটাকে একটু ভেবে দেখতে দাও অজয়, কেমন ?

অজয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভেবে তো দেখতেই হবে। (ছুটি পাইয়া) আচ্ছা, আমি তা.হ'লে আসি।

তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিতে যাইবে, এমন সময় সুরজিতের
প্রবেশ। সুরজিৎকে দেখিয়াই অজয় চমকাইয়া
দুই হাত পশ্চাতে সরিল। সুরজিৎ হাসিয়া
তাহাকে চোখ টিপিল। অজয়
আবার চমকাইয়া পাশ
কাটাইয়া প্রস্থান
করিল।

সুরজিৎ। মা, আমাকে ডেকেছিলেন ?

ধরিত্রী। হ্যাঁ, একটু দাঁড়াও।

স্থরজিৎ দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

মামা, আমি ঠিক করেছি যে, এখন থেকে স্থরজিৎ আমার এস্টেটের ম্যানেজার হবে। আপনি দুর্জ্জয়ের মামাকে বলবেন, সব কাগজপত্র একে বুঝিয়ে দিতে।

বামদেব। কাজটা বড্ড তাড়াতাড়ি ক'রে ফেলছ মা। দুর্জ্জয়ই বা কি ভাববে?

ধরিত্রী। কে কি ভাববে, না ভাববে, তার ধার আমি ধারি না। আপনি এক্ষুনি ওঁদের ডেকে সব ঠিক করুন। স্থরজিৎ!

বামদেব বাধা দিবার জন্য হাত তুলিল, কিন্তু ধরিত্রী মানিল না। স্থরজিৎ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়।

বামদেব নিরস্ত হইয়া বিমর্ষভাবে গালে হাত দিল।

স্থরজিৎ। (কাছে আসিয়া নত মস্তকে) মা!

ধরিত্রী। আজ থেকে এস্টেটের সকল ভার তোমার ওপর। মামা তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবেন। আমি দেখতে চাই যে, সাত দিনের মধ্যে তুমি সব বুঝে নিয়েছ।

স্থরজিৎ। তাই হবে মা, কিন্তু আমার মত একটা সামান্য লোককে এত বড় দায়িত্ব—

ধরিত্রী। (উত্তেজিতভাবে) হ্যাঁ, তোমাকে দায়িত্ব নিতেই হবে, তোমাকে পারতে হবে। দশজনের মধ্যে মাথা উঁচু ক'রে তোমাকে চলতে হবে স্থরজিৎ। যদি না পার, তা হ'লে—তা হ'লে, আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা সব ব্যর্থ হয়ে যাবে।

সুরজিৎ। (উত্তেজিতভাবে) আমি তা ব্যর্থ হতে দেব না।

ধরিত্রী। তুমি জান না সুরজিৎ, কত আশা ক'রে আমি তোমাকে এখানে এনেছি—

বামদেব। (বাধা দিয়া) ধরিত্রী! ধরিত্রী! এখনও সময় হয় নি।

সুরজিৎ অবাক হইয়া একবার ধরিত্রী এবং একবার বামদেবকে দেখিতে লাগিল।

সুরজিৎ, তুমি একটু বাইরে যাও।

সুরজিতের পিঠে হাত দিয়া দরজার দিকে পাঠাইয়া দিল।

আমি তোমার সঙ্গে পরে কথা বলব।

সুরজিতের প্রস্থান

তুমি অসম্ভব উত্তেজিত হয়েছ ধরিত্রী। যে গাছ তুমি নিজের হাতে লাগিয়েছ, তাকে আপনিই বাড়তে দাও, জোর ক'রে তাকে বাড়াতে যেও না।

ধরিত্রী। কিন্তু মামা, সুরজিতের মত ছেলে দু টাকা চার টাকা চুরি ক'রে মাসের পর মাস জেল খেটেছে, আর চক্রধরবাবু পঞ্চাশ হাজার টাকা চুরি ক'রেও বেঁচে যাবেন, যেহেতু উনি আমার স্বামীর মামা, এটা অত্যন্ত অবিচার।

বামদেব। কিন্তু মা, দুর্জ্জয়ের মামার জেল হ'লে দুর্জ্জয়েরও মাথা নীচু হবে, সঙ্গে সঙ্গে তোমার আমার এবং আমাদের অন্যান্য সকলেরই মাথা নীচু হবে।

ধরিত্রী। সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য বলতে হবে। কিন্তু তাই ব'লে যা অন্যায়, তাকে নিজের স্বার্থের জন্যে প্রশ্রয় দেওয়াটাকে আমি অবিচার

ব'লে মনে করি। বিচার করতে ব'সে আপনারা লোকের সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগের কথা একবার ভেবেও দেখেন না। সুরজিৎকে যেদিন প্রথম জেলে পাঠানো হয়েছিল, সেদিন কি কেউ ভেবেছিল যে, তাকে সারাজীবনের মত নরকে ঠেলে ফেলা হচ্ছে? তার বাপ-মার শুধু মাথা নীচু করানো হয় নি মামা, তাদের একমাত্র সন্তানের উপার্জ্জন করবার সমস্ত পথ বন্ধ ক'রে দিয়ে তাদের অনাহারে মরতে বাধ্য করা হয়েছিল। এটা নিষ্ঠুর, এটা অত্যাচার। হাকিম হয়ে আপনারা বিচার করেছেন মামা, কিন্তু মানুষ হয়ে ভালবাসেন নি। যে ভালবাসতে জানে না, তার বিচার করবার অধিকার নেই। সামান্য দু টাকার একটা বিচারের ফলে একটা সন্তানের অমূল্য জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল; একটা হতভাগ্য জননীর দুঃসহ গর্ভযন্ত্রণার পরিণাম হ'ল এক দিকে কারাগার, অন্য দিকে অন্নাভাবে মৃত্যু। এটা বিচার নয়, এটা অবিচার, অন্যায়, এটা পাপ। তা যদি না হয়, তা হ'লে এই বিচার সকলকে সমানভাবে মাথা পেতে নিতে হবে। আমার আত্মীয় ব'লেই তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না, এটাও অবিচার এবং অন্যায়।

দুর্জ্জয়ের প্রবেশ। তাহার মুখ বিষণ্ণ। তাহাকে দেখিয়া ধরিত্রী স্তব্ধ হইয়া গেল, বামদেব বিব্রত হইল।

দুর্জ্জয়। আ-আ-আমি একটা কথা বলতে এলাম ধরিত্রী। আমি ভাবছি, কিছুদিনের জন্যে বাইরে গেলে বেশ হয়। (আবেগের সহিত) শহরের হাওয়া আমার সহ্য হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, চতুর্দ্দিক একেবারে বন্ধ। আমি বাইরে গিয়ে একটু নিশ্বাস ফেলে বাঁচতে

চাই। এখন বাইরে গেলে আমাদের সকলেরই শরীর ভাল হ'ত

ধরিত্রী।

ধরিত্রী একবার কোমল হইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। সন্দেহে ছটফট করিতে লাগিল।

বামদেব। বেশ তো। তোমরা কিছুদিন বাইরে থাকলে সব দিক দিয়েই ভাল হয়, কি বল ধরিত্রী?

ধরিত্রী। না মামা, সে হয় না, এস্টেটের সব ব্যবস্থা ঠিক না ক'রে যাওয়া হতে পারে না।

দুর্জ্জয়। (কিছু বুঝিতে না পারিয়া) আমার মামাই তো রইলেন, উনিই এস্টেটের সব ব্যবস্থা করবেন।

ধরিত্রী। না, আজ থেকে উনি কোনও ব্যবস্থা করবেন না।

দুর্জ্জয়। (চমকাইয়া) তার মানে?

ধরিত্রী। (দাঁত চাপিয়া) তার মানে—ওঁকে আমি আর বিশ্বাস করি না।

দুর্জ্জয় ভয়ে বিবর্ণ হইল।

আজ থেকে সুরজিৎ আমাদের ম্যানেজার।

দুর্জ্জয়। সুরজিৎ ম্যানেজার! তুমি আমার মামাকে তাড়িয়ে দিয়ে একটা পকেটমারকে ম্যানেজার করবে?

ধরিত্রী। (তীব্রভাবে) হ্যাঁ, সুরজিৎ মেরেছে এক টাকা দু টাকা, কিন্তু তোমার মামা মেরেছেন—

বামদেব। (বাধা দিয়া) ধরিত্রী! ধরিত্রী!

ধরিত্রী নিরস্ত হইল, দুর্জ্জয় ভয়াবিষ্টের মত ধরিত্রীকে দেখিতে লাগিল।

ধরিত্রী। (প্রকৃতিস্থ হইয়া) বেশ মামা, আমি চুপ ক'রেই থাকব। কিন্তু আপনি আজকেই সব ব্যবস্থা করবেন।

ধরিত্রী চলিয়া গেল। হতভাগ্য দুর্জ্জয় তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। মুখ ফিরাইয়া সর্ব্বহারা ভিক্ষুকের মত সে চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিল। বামদেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে দুর্জ্জয়ের কাছে আসিয়া তাহার কাঁধে হাত দিল। দুর্জ্জয় বামদেবের করুণার্দ্র চোখ দেখিয়া আর সহ্য করিতে পারিল না। ষ্টেজ আস্তে আস্তে অন্ধকার হইল। আবার আলো জ্বলিলে দেখা গেল, সন্ধ্যা হইয়াছে। দূর হইতে মন্দিরের শঙ্খঘণ্টার শব্দ আসিতেছে। দেখা গেল, দুর্জ্জয় একটা বড় সোফায় বসিয়া আছে। তাহার সম্মুখে একটা ছোট টেবিলে একটা সিগারেটের ছাইদানিতে অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেট স্তূপাকার হইয়া আছে। দুর্জ্জয়ের মুখ কালিমাময়। সে অতিশয় ভীতিগ্রস্ত। সামান্য শব্দেই চমকাইয়া উঠে। বাহিরে একটা কিছু পড়িয়া যাইবার শব্দ হইতেই দুর্জ্জয় চমকাইল। পরে একটা সিগারেট ধরাইতে চেষ্টা করিল। ধরাইবার সময় তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল। এমন সময় খুকু দরজায় আসিয়া হঠাৎ ডাকিল, "বাবা!" দুর্জ্জয় চমকাইয়া উঠিল। হাত হইতে সিগারেট এবং দিয়াশলাই পড়িয়া গেল।

খুকু। বাবা!

দুর্জ্জয় খুকু!

হাত বাড়াইল। খুকু কাছে আসিলে দুর্জ্জয় তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।

খুকু। তুমি আমাকে দেখে ভয় পেয়েছিলে?

দুর্জ্জয়। (চমকাইয়া) ভয়! (আত্মসংবরণ করিয়া) তোমাকে দেখে আমি ভয় পেতে পারি? তুমি যে আমার মা।

খুকু। তা হ'লে চমকে উঠলে কেন?

দুর্জ্জয়। ও কিছু নয়। তুমি আমার কোলে ব'স।

খুকু। তোমার অসুখ করেছে নাকি বাবা?

দুর্জ্জয়। (পুনরায় চমকাইয়া) কই? না তো।

খুকু। হ্যাঁ, তোমার অসুখ করেছে, তোমার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে।

দুর্জ্জয়। দূর পাগলী। আমার অসুখ করবে কেন? হ্যাঁ, তুমি বুঝি শোন নি যে, আমরা বাইরে বেড়াতে যাচ্ছি?

খুকু। কোথায়?

দুর্জ্জয়। দার্জ্জিলিং।

খুকু। সত্যি?

দুর্জ্জয়। হ্যাঁ রে, হ্যাঁ। আমরা সব্বাই যাব। মা যাবে, দিদি যাবে, তুমি যাবে, আমি যাব, দাদু যাবে।

খুকু। দাদা যাবে না?

দুর্জ্জয়। দাদা!—হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যাবে বইকি, সব্বাই যাবে। দার্জ্জিলিং মেলে চ'ড়ে আমরা হুহু ক'রে চ'লে যাব। ঝমঝম ঝমঝম ক'রে রেলগাড়ি চলবে। ঝড়ের মতন গাড়ি ছুটবে। দেখতে দেখতে আমরা স্টেশনের পর স্টেশন ছাড়িয়ে চ'লে যাব, কিন্তু তুমি তো গাড়ি ছাড়লেই ঘুমিয়ে পড়বে।

খুকু। উঃ, আমার ঘুম পেয়েছে বাবা।

বেশ তো মা, ঘুমোও। আমার কোলেই ঘুমিয়ে পড়।

খুকু। মা বকবে যে।

কেন?

খুকু। আমি খাই নি এখনও।

দুর্জ্জয়। তাতে কি হয়েছে? আমি তোমাকে তুলে দেব। আমার কোলে একটু ঘুমিয়ে নাও।

খুকু দুর্জ্জয়ের কোলে আরাম করিয়া শুইল।

তারপর ঘুম ভাঙলেই দেখবে, আমরা শিলিগুড়ি পৌঁছে গেছি।

খুকু। (জড়িতকণ্ঠে) সেখানে আমরা মোটরে চড়ব।

দুর্জ্জয়। ঠিক মনে আছে তো। সেখানে আমরা মোটরে চড়ব। তারপর এঁকে বেঁকে পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে আমরা যাব দার্জ্জিলিং। পথে দেখব কত বন, কত পাহাড়, কত ঝরনা, কত নদী। কত নতুন নতুন লোক দেখব। পাহাড়ী ছেলেমেয়েগুলো কত রকম ফুল বেচতে আসবে। আমরা এক ঝুড়ি ফুল কিনে নেব। তারপর সেই ফুল দিয়ে আমি তোমার জন্যে কি সুন্দর একটা মালা গেঁথে দেব।

দুর্জ্জয় দেখিল খুকু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। খুকুর গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে দুর্জ্জয় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল এবং এই সব হারাইতে হইতে পারে এই আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইল। এই রকম সময়ে নিঃশব্দে ললিতার প্রবেশ। ললিতা উঁকি মারিয়া দেখিল, দুর্জ্জয় কি করিতেছে। কাছে আসিয়া চেয়ারের উপর ঝুঁকিয়া দুর্জ্জয়ের তন্ময় অবস্থা দেখিয়া আস্তে ডাকিল।

ললিতা। বাবা!

দুর্জ্জয়। (জোরে চমকাইয়া) কে?

খুকু জাগিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ওঃ, ললিতা! এস, এস মা, আমার কাছে ব'স। আমার পাশে তুমি ব'স।

ললিতা দুর্জ্জয়ের পাশে বসিল।

আমাকে কিছু বলছিলে মা?

দুর্জ্জয় ললিতাকে আদর করিতে লাগিল।

ললিতা। না বাবা। যে ঘরেই যাই, দেখি, সব চুপচাপ। মার কাছে গেলাম। দেখলাম, মা মুখভার ক'রে ব'সে আছেন।

দুর্জ্জয়। কেন রে?

ললিতা। কি জানি! মনে হ'ল, কাঁদছেন।

দুর্জ্জয়। কাঁদছেন?

খুকু। হ্যাঁ বাবা, আমিও দেখেছি কাঁদতে।

ললিতা। তুমিও তো সারাদিন মুখভার ক'রেই রয়েছ।

দুর্জ্জয়। না না, কই? আমি তো হাসছি। (হাসিবার চেষ্টা করিয়া) দেখছ না?—হা-হা-হা-হা। আমি তো হাসছি।

ললিতা কিছুক্ষণ দুর্জ্জয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, পরে তাহার কাঁধে মাথা রাখিল। দুর্জ্জয় অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করিল। চক্রধরের প্রবেশ। খুকু তাহাকে দেখিল এবং একটু ভয়ে ভয়ে ললিতাকে আঙুল দিয়া খোঁচাইল। দুর্জ্জয় তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে, তাহার মামা আসিয়াছে। ললিতাকে দৃঢ়ভাবে ধরিবার চেষ্টা করিয়া সে ঘুরিয়া দেখিল।

মামা!

চক্রধরের চোখে নিষ্ঠুর হাসি। সে ললিত র দিকে তাকাইতেই
দুর্জ্জয় তাহাকে আরও দৃঢ়ভা । ধরিল।

চক্রধর। (হাত দিয়া ললিতা এবং খুকুকে সরাইয়া দিবার ইঙ্গিত করিয়া) তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

খুকু এবং ললিতা অতিশয় বিরক্তভাবেই চলিয়া যাইতে লাগিল,
কিন্তু ললিতা ফিরিয়া দাঁড়াইল।

ললিতা। (চক্রধরের কাছে আসিয়া) আপনি এলেই বাবা ও মা দুজনেরই মন-খারাপ হয়। আপনি একটু কম এলেই তো পারেন।

চক্রধর। কি বললে?

অপরিমিত ক্রোধে চক্রধরের মুখ লাল হইল।

দুর্জ্জয়। মামা!

চক্রধর কিছু সংযত হইল।

খুকু। (প্রায় কাঁদিয়া) দিদি, চ'লে এস।

ললিতা মাটিতে পদাঘাত করিয়া খুকুকে লইয়া চলিয়া গেল।

চক্রধর। ম্যানেজারি গিয়েছে, তাও সহ্য করেছি। তোমারই দুর্ব্বলতার জন্যে আমাকে আজ এই অপমানও সহ্য করতে হ'ল। কিন্তু আর নয়—আর নয় দুর্জ্জয়, আমাকে এবার কঠোর হতে হবে।

চঞ্চলভাবে ঘুরিতে লাগিল।

দুর্জ্জয়। কিন্তু মামা, আমি বলছি, আর গোলমালে দরকার নেই। আমি অপরাধ করেছি। ধরিত্রীর কাছে আমি অপরাধ স্বীকার করব।

চক্রধর। স্বীকার করবে! সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা কাকে দিয়েছ, সেই কথাও বলবে?

দুর্জ্জয়। হ্যাঁ, আমি সব দোষ স্বীকার করব, আমি ক্ষমা চাইব।

চক্রধর। ক্ষমা চাইবে! বেশ। কিন্তু আমার কি করবে?

দুর্জ্জয়। আপনি তো অনেকবার কাশী যেতে চেয়েছেন মামা। আপনি সেইখানেই যান। আমি আপনার খরচ দেব।

চক্রধর। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ। তুমি আমার খরচ দেবে! উপযুক্ত ভাগ্নে হয়েছ বটে! ঘরজামাই ভাগ্নে আমায় টাকা দেবে, সেই টাকা নিয়ে আমি যাব কাশী আর পেছনে রেখে যাব আমার ব্যর্থতার কলঙ্ক—তোমাকে! আজ দুঃখ হচ্ছে দুর্জ্জয়, তুমি যখন ছোট ছিলে, তখন তোমাকে গলা টিপে মেরে ফেলি নি কেন! যদি জানতাম, তুমি এমন একটা অপদার্থ হবে, তা হ'লে বুকে ক'রে তোমাকে মানুষ করতাম না। তোমাকে একটা মানুষ করতে চেয়েছিলাম দুর্জ্জয়, নিজের জীবনের বিনিময়ে তৈরি করতে চেয়েছিলাম একটা ধনকুবের, কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে, আমি পেলাম ঘরজামাইরূপী দুশো টাকার একটা ক্রীতদাস। উঃ, একদিন নয়, দুদিন নয়, আমার বিশ বছরের সকল চেষ্টা আজ ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি তা হতে দেব না। আমি একটা শেষ চেষ্টা করব।

দুর্জ্জয়। কিন্তু মামা, এই যন্ত্রণা অসহ্য। দিনরাত আমি খালি ধরা পড়বার ভয়ে মরছি। আমার স্ত্রীর কাছ থেকে এবং মেয়ের কাছ থেকে আমি চোরের মতন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি, এটা অসহ্য, অসহ্য। এর চাইতে ম'রে যাওয়া ভাল।

দুর্জ্জয় দুঃখে অভিভূত হইল। চক্রধরও তাহা দেখিয়া বিচলিত হইল এবং কাছে আসিয়া দুর্জ্জয়ের কাঁধে হাত রাখিল।

চক্রধর। বেশ বাবা। আমিই হার মানলাম, আমার আকাঙ্ক্ষা সব নিঃশেষ হয়ে যাক। তুমি যাতে সুখী হও, তাই কর।

দুর্জ্জয়। (হাসিবার চেষ্টা করিয়া) আপনিও তা হ'লে বলছেন ক্ষমা চাইতে? আচ্ছা, আমি ক্ষমাই চাইব। হ্যাঁ, আমি ক্ষমাই চাইব।

দুর্জ্জয় যাইতে উদ্যত। চক্রধর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। দরজার কাছে যাইয়া দুর্জ্জয় ফিরিল।

কিন্তু—আপনি কি করবেন?

চক্রধর। আমার জন্যে ভেবো না দুর্জ্জয়। (দুঃখের সহিত হাসিয়া) অগত্যা আমাকে কাশীই যেতে হবে। মন্দ হবে না ভাগ্নে। সেখানে তোমাতে আমাতে এবার সত্যি সত্যি পরকাল সম্বন্ধে আলোচনা হতে পারবে। গঙ্গা রয়েছে—স্নান করবে, ঠাকুরবাড়ি রয়েছে—পেট ভ'রে ভাত খেতে পারবে। মন্দ হবে না, আমার সারাজীবনের চেষ্টায় তৈরি হবে (দুর্জ্জয়ের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া) একটা অন্নসত্রের ভিক্ষুক।

দুর্জ্জয়। আপনি এসব কি বলছেন মামা?

চক্রধর। সত্যি কথা বলছি। গাধাকে পিটিয়ে যে ঘোড়া করা যায় না, সেটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম, তাই চক্রধরের চক্রান্ত সব উবে গেল। যার নর্দ্দমাতেই থাকা উচিত ছিল, তাকে এনে বসিয়েছিলাম রাজার সিংহাসনে, সইবে কেন? তাই, যাকে খুশি করলে এই অতুল সম্পত্তি আজ তোমার হাতে এসে পড়ত, সেই স্ত্রীকে খুশি না ক'রে তুমি খুশি করতে ছুটলে একটা গণিকাকে। তার মুখ বন্ধ করবার জন্যে জাল ক'রে তোমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলাম। তবু শেষ রক্ষা হ'ল না। নির্ব্বোধ তুমি আজ

ছুটে চলেছ ক্ষমা চাইতে। ক্ষমা! ধরিত্রী তোমাকে পদাঘাত ক'রে তাড়িয়ে দেবে।

দুর্জ্জয়। না না, ধরিত্রী আমাকে ক্ষমা করবে।

চক্রধর। বেশ। তুমি নিজে যা ভাল বোঝ, তাই কর।

দুর্জ্জয়। (ইতস্তত করিয়া) আপনি বুঝতে পারছেন না। আ-আ-আমি তার স্বামী। আ-আ-আমি জানি, ধরিত্রী আমাকে ক্ষমা করবে।

চক্রধর। কিন্তু যদি না করে ?

দুর্জ্জয়। (অতিশয় উত্তেজিতভাবে) করতেই হবে, নিশ্চয় ক্ষমা করবে। ললিতাকে পতিতাশ্রম থেকে নিয়ে এসেও ধরিত্রী তাকে মেয়ের মত ভালবেসেছে, স্বরজিৎকে জেল থেকে নিয়ে এসেও ছেলের মত ভালবেসেছে, আমাকেও নিশ্চয় ভালবাসবে।

চক্রধর। নাঃ, সে তোমাকে ভালবাসবে না, ভালবাসতে পারে না। ধরিত্রী মা হয়ে ক্ষমা করেছে সন্তানকে, কিন্তু স্ত্রী হয়ে স্বামীকে সে ক্ষমা করবে না।

দুর্জ্জয়। (চীৎকার করিয়া) আমি বিশ্বাস করি না।

চক্রধর। (চটিয়া) তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে।

দুর্জ্জয়। নাঃ, আমি বিশ্বাস করব না। আমি কেন বিশ্বাস করব ? ধরিত্রী আমাকে ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে বিবাহ করেছে।

চক্রধর। কিন্তু তুমি নিজের হাতে সেই ধর্ম্মের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলেছ।

দুর্জ্জয়। কিন্তু মামা, আমি অনুতপ্ত, আমি অনুতপ্ত। আমি তার পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইব।

চক্রধর। কিন্তু ক্ষমা তুমি পাবে না। এটাও কি বুঝতে পারছ না যে, ধরিত্রী যাকে ক্ষমা করেছে, তাকে সন্তান ভেবেই ক্ষমা করেছে ?

সন্তান—দুর্জ্জয়, মায়ের কাছে সন্তান তার বুকের রক্ত, কিন্তু তুমি ?

দুর্জ্জয়। আমি তার স্বামী। আমি কি কেউ নই ?

চক্রধর। না, তুমি কেউ নও দুর্জ্জয়, স্বামীত্বের মর্য্যাদা তুমি হারিয়েছ, এখন তুমি শুধু তার সন্তানের পিতা।

দুর্জ্জয়। উঃ, এ অসহ্য।

চক্রধর। কিন্তু এটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। ধরিত্রী তোমাকে ক্ষমা করবে না দুর্জ্জয়, কিন্তু তার সন্তানের পিতা ব'লে তোমাকে দয়া করতে পারে।

দরজার বাহিরেই বামদেব এবং ধরিত্রীর কথা শুনা গেল। দুর্জ্জয় চমকাইল।

বামদেব। (নেপথ্যে) ধরিত্রী, আমি বলছি, এটা তোমার অত্যন্ত অন্যায় হচ্ছে।

ধরিত্রী। (নেপথ্যে) মামা, আপনার নিজের কথাতেই প্রমাণ হচ্ছে যে, এতে দুর্জ্জয়ের হাত আছে।

বামদেব। (নেপথ্যে) আমি কক্ষনও বলি নি তোমাকে এ রকম কথা।

ধরিত্রী। (নেপথ্যে) কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি যে, দুর্জ্জয়ই এর মূলে রয়েছে।

দুর্জ্জয়ের মুখ শুকাইয়া গেল। চক্রধর তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া ঘরের অপর দরজার আড়ালে লুকাইল। ধরিত্রী এবং বামদেবের প্রবেশ। ধরিত্রী চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিল।

বামদেব। ধরিত্রী! আমি তোমাকে ফের নিষেধ করছি, রাগের মাথায় নিজের সর্ব্বনাশ ক'রো না।

ধরিত্রী। এ ঘরেই তো গলার আওয়াজ শুনলাম।

বামদেব। (দুর্জ্জয়কে না দেখিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া) ভালই হয়েছে, তুমি চুপ ক'রে একটু ব'স।

ধরিত্রী। কিন্তু মামা, এই সংশয়ের মধ্যে থাকা অসম্ভব। আমি ওকে জিজ্ঞেস করব। আমাকে জিজ্ঞেস করতেই হবে। ছি ছি ছি, আমি কি একটা চোরকে বিবাহ করেছি? আমার সন্তানের পিতা একটা জালিয়াৎ জোচ্চোর—এটা ভাবতেও বুক জ্ব'লে যায় মামা। পবিত্রতার বিনিময়ে, আমি ঘরে এনেছি একটা অস্পৃশ্য চণ্ডাল!

বামদেব। ধরিত্রী, তুমি উত্তেজিত হয়েছ মা। একটু ভাবলেই তুমি বুঝতে পারবে যে, দুর্জ্জয়ের সম্বন্ধে তোমার সন্দেহটা নিতান্ত অমূলক। হিসাবের বই থাকত চক্রধরের কাছে। দুর্জ্জয়ের হাতে সে বই আসবেই বা কি ক'রে এবং দুর্জ্জয় সেটাতে জালই বা করবে কি ক'রে?

ধরিত্রী। কিন্তু চক্রধর মামা অত টাকা দিয়ে কি করবেন? আমি জানি, তাঁর কোনও অপব্যয় নেই।

বামদেব। কিন্তু মা, দুর্জ্জয়েরই বা কি অপব্যয় আছে?

ধরিত্রী। (ইতস্তত করিয়া) মামা, আপনি জানেন না। আপনি বুঝতে পারছেন না। আমার মন বলছে, দুর্জ্জয়ই চুরি করেছে।

বামদেব। তুমি ভুল করছ। তোমার মন কখনও বলে নি যে, দুর্জ্জয় চুরি করেছে। তোমার মন শুধু সন্দেহ করেছে যে, দুর্জ্জয় বোধ হয় চুরি করেছে। তাই তুমি তোমার সন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবে ভয় পেয়েছ।

বামদেব এবং ধরিত্রীর অলক্ষ্যে খুকুর প্রবেশ। খুকু দরজার কাছে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

ধরিত্রী। কিন্তু আমার এই সন্দেহ যদি সত্যি হয়! উঃ, যদি সত্যি হয়, তা হ'লে আমার মনকে কেমন ক'রে বোঝাব মামা? একটা চোরকে আমি বুকে ধরেছিলাম, এটা অসহ্য, অসহ্য।

খুকু। (সভয়ে) চোর? চোর এসেছে নাকি মা?

ধরিত্রী চমকাইয়া খুকুকে দেখিল এবং ভয় পাইয়া নিজের মুখ চাপা দিল।

খুকু। কোথায় চোর মা?

বামদেব। চোরটা পালিয়েছে দিদি, তুমি খেলা করগে।

খুকু। আবার আসবে না তো?

বামদেব। (হাসিয়া) আর কখনও আসে? আমার লাঠি দিয়ে এমন মার মেরেছি যে, তাকে সাতটি দিন শুয়ে থাকতে হবে। যাও, তুমি গিয়ে খেলা কর।

খুকুর প্রস্থান

ধরিত্রী, এখন বুঝতে পারছ? ভুল ক'রে তোমার সন্তানের ভবিষ্যৎ নষ্ট ক'রো না। যাও মা, তুমি বরং একটু বিশ্রাম কর। আমি ভার নিলাম। সঠিক খবর নিয়ে আমি তোমাকে সব জানাব। চল মা, তুমি একটু শুয়ে থাকবে, এস।

উভয়ের প্রস্থান

চক্রধর ও দুর্জ্জয়ের পুনঃপ্রবেশ। দুর্জ্জয় বিবর্ণ।

দুর্জ্জয়। মামা, আমার কি উপায় হবে?

চক্রধর। উপায় একটা করতেই হবে দুর্জ্জয়। কিন্তু তোমাকে কঠিন হতে হবে। আমার কথামত তোমাকে চলতে হবে। দয়া মায়া মমতাকে হৃদয় থেকে মুছে ফেলতে হবে।

দুর্জ্জয়। কিন্তু আমি ওদের চাই।

চক্রধর। (স্নেহের সহিত) আমিও তাই চাই দুর্জ্জয়। আমি শুধু জঞ্জালগুলোকে সরিয়ে দেব। তোমাকে আমি সুখী করব—আমি সুখী করব। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তোমার মার কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। অনাহারে মরেছে সে। (উত্তেজিত হইয়া) আমার একটি মাত্র বোন অনাহারে মরেছে। সেই দিন থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, সেই দিন থেকে দয়া মায়া মমতাকে আমি হৃদয় থেকে নির্ব্বাসিত করেছি। আমার পথে যে দাঁড়াবে, তাকে আমি ঝড়ের মত উড়িয়ে নিয়ে যাব। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর। আমি তোমাকে সুখী করব। তোমার মা অনাহারে মরেছে। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—তোমাকে টাকার পাহাড় এনে দেব, লক্ষ লক্ষ টাকা আমি তোমাকে দেব দুর্জ্জয়, আমাকে বিশ্বাস কর। তুমি যাও, আমাকে একটু ভাবতে দাও।

দুর্জ্জয় যাইতে উদ্যত।

হ্যাঁ, শোন, ধরিত্রীর মামা তোমার এই স্ত্রীলোকটির বিষয় জানেন?

দুর্জ্জয়। (মাথা নীচু করিয়া) হ্যাঁ, জানেন।

চক্রধর। তুমি সেইজন্যেই তাঁকে ভয় কর?

দুর্জ্জয়। হ্যাঁ।

চক্রধর। কিন্তু এতকাল উনি ধরিত্রীকে কিছু বলেন নি কেন?

দুর্জ্জয়। উনি বোধ হয় আমাকে ভালবাসেন।

চক্রধর। ভালবাসেন! বলিহারি ভালবাসা! তুমি অন্ধ, তুমি অন্ধ। বামদেব, তোমার ভালবাসা আমি পরীক্ষা করব। দুর্জ্জয়, তুমি এবার যেতে পার।

দুর্জ্জয় যাইতে উদ্যত, এমন সময় একখানি চিঠি লইয়া বিন্দের প্রবেশ।

বিন্দে। (দুর্জ্জয়কে) একটা লোক এই চিঠিটা নিয়ে এসেছে। ওকে দাঁড়াতে বলব?

দুর্জ্জয়। দাঁড়া, দেখে নিই।

চিঠি খুলিয়া পড়িতেই দুর্জ্জয়ের মুখ শুকাইয়া গেল।

চক্রধর। কার চিঠি? কে লিখেছে?

দুর্জ্জয় কথা বলিতে পারিল না। কাঁপিতে কাঁপিতে চিঠিটা চক্রধরকে দিল। চক্রধর চিঠি পড়িয়া গম্ভীর হইল।

চক্রধর। (বিন্দেকে) ওকে বাইরে দাঁড়াতে বল। জবাব লিখে দিচ্ছি।

বিন্দের প্রস্থান। চক্রধর একটু চিন্তা করিয়া হাসিল।

দুর্জ্জয়, আমি এক ঢিলে তিন পাখি মারব। এই স্ত্রীলোকটা ভয় দেখিয়েছে যে, টাকা না পেলে সে নিজেই এখানে এসে হাজির হবে। তুমি তাকে এখানেই আসতে লিখে দাও।

দুর্জ্জয়। (বিশ্বাস করিতে না পারিয়া) এখানে আসতে লিখব?

চক্রধর। হ্যাঁ, এখানেই তাকে আসতে হবে। খিড়কির দরজা দিয়ে তাকে ভেতরে আনবার ব্যবস্থা করব আমি। কিন্তু অনেক রাত্রে। তাকে লিখে দাও কাল রাত্রি বারোটার সময় আসতে। বেশ

মোলায়েম ক'রে লিখে দাও এবং ব'লে দাও যেন সব চিঠিগুলো সঙ্গে নিয়ে আসে। চিঠিগুলো ফিরিয়ে দিলে তাকে এক লক্ষ টাকা দেওয়া হবে।

দুর্জ্জয়। আপনি বলছেন মামা—

চক্রধর। তুমি লিখে দাও দুর্জ্জয়। অর্ব্বাচীনের সঙ্গে তর্ক করার সময় আমার নেই।

দুর্জ্জয়। কিন্তু এক লাখ টাকা পাবেন কোত্থেকে ?

চক্রধর। আঃ দুর্জ্জয়! কোত্থেকে পাব সেটা আমি জানি। তুমি এক্ষুনি চিঠি লিখে দাও।

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে দুর্জ্জয়ের প্রস্থান এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুরজিতের প্রবেশ। সুরজিৎকে দেখিয়াই চক্রধর একগাল হাসিয়া ফেলিল। সুরজিৎ অবাক হইল।

চক্রধর। এই যে বাবা সুরজিৎ, আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম।

সুরজিৎ। (সভয়ে) আপনি আমার কথা ভাবছিলেন? কেন, কিছু অন্যায় করেছি কি ?

চক্রধর। না না বাবা, অন্যায় করবে কেন? তোমার মত সদাচারী ছেলে আমি খুব কমই দেখেছি। আগে যা করেছ, ওসব তো ছেলেমানুষি, ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়।

সুরজিৎ। আপনার মুখে এসব কথা যে নতুন নতুন শোনাচ্ছে! প্রথমটাতে তো আমার ভয় হয়েছিল যে, আপনি আমাকে ঘাড় ধ'রেই বের ক'রে দেবেন।

চক্রধর। (হাসিয়া) কিন্তু বাবা, তুমি লেখাপড়া শিখেছ। তুমি জান

যে, বাইরেটা কঠিন হ'লেই ভেতরটা নরম হবে না, তার কোনও মানে নেই।

সুরজিৎ। (সন্দেহের সহিত) তা নেই, কিন্তু—

চক্রধর। যাক বাবা। আশা করি এখানে তোমার ভালই লাগছে। আমি এবার চলি। বউমাকে দুটো কাজের কথা বলতে হবে। এই দেখ, বউমা বললেন—মামা, আপনার বয়স হয়েছে, আর কেন বিষয়-আশয় নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন, তার চাইতে বরং কিছুদিন তীর্থ ক'রে আসুন। এক রকম জোর ক'রেই আমার হাত থেকে কাজের ভার কেড়ে নিলেন।

উভয়ে উভয়কে আড়চোখে দেখিল। চক্রধর ঈষৎ হাসিল।

কিন্তু কাজ আমাকে ছাড়ে নি। জোর ক'রে ছাড়ালে কি হবে বাবা? আমি চক্রধর, এখনও দিনরাত আমার কর্ম্মচক্রে ঘুরছি, দিনরাত শুধু ঘুরছি। (সশব্দে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) যাই বাবা, বউমার সঙ্গে দুটো কাজের কথা রয়েছে।

যাইতে উদ্যত।

সুরজিৎ। এই যে বলছিলেন, আপনি আমার কথাই ভাবছিলেন?

চক্রধর। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) ওঃ, হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল। (কপটতার সহিত) ভাবছি, তুমি ছেলেমানুষ, তুমি কি পারবে করতে?

সুরজিৎ। আপনি বলুন না। আমি বয়সে ছোট হ'লেও আমার অনেক অভিজ্ঞতা আছে।

চক্রধর। (হাসিয়া) তা তোমার আছে বইকি। হ্যাঁ, আমি তোমার

ওই অভিজ্ঞতাটার কথাই ভাবছিলাম। বউমার একটা মহা উপকার হ'ত, তুমি যদি একটা কাজ করতে।

সুরজিৎ। নিশ্চয় করব চক্রধরবাবু। এমন কোনও শক্ত কাজ নেই, যা আমি মার জন্যে করতে পারি না।

চক্রধর। আমি তা জানতাম বাবা। তোমাকে আমি বলব। কিন্তু এখন নয়।

সুরজিৎ। এখনই বলুন না।

চক্রধর। না না না না। তোমাকে আমি কাল সকালবেলা সব কথা বলব। তুমি ঠিক পারবে, আমি জানি।

সুরজিৎ। তা হ'লে দেরি কেন করছেন? বলুন না কি কাজ?

চক্রধর। কাজটা একটু কঠিন বাবা।

সুরজিৎ। তাতে কিছু আসে-যায় না চক্রধরবাবু। মার জন্যে আমি আমার এই তুচ্ছ প্রাণটাকেও বিলিয়ে দিতে পারি।

চক্রধর। (ঈষৎ হাসিয়া) অতটা দরকার হবে না বাবা। কাজটা কঠিন, কিন্তু হাতের সাফাই থাকলে কিছুই নয়।

সুরজিৎ চমকাইল।

ভয় পাবার মত কিছু নয় বাবা, কিন্তু কাজটার ওপর তোমার আশ্রয়দাত্রীর ভবিষ্যৎ সুখ-শান্তি নির্ভর করছে।

সুরজিৎ লজ্জিত হইল।

সুরজিৎ। আপনি বলুন। এমন কোন কাজই নেই, যা মার জন্যে আমি করতে না পারি।

চক্রধর। বেশ বেশ। এখন নয়। আমি তোমাকে কাল সকালেই বলব।

সুরজিৎ। আচ্ছা।

বক্রদৃষ্টি করিয়া চক্রধরের প্রস্থান। সুরজিৎ চিন্তামগ্নভাবে বসিয়া পড়িল।
কিছুক্ষণ পর নেপথ্যে "চোর, চোর" বলিয়া চীৎকার। সুরজিৎ
উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইল। কয়েকজন পশ্চিমা চাকর দারোয়ান
গফুরকে ঠেলিতে ঠেলিতে ঘরের মধ্যে লইয়া আসিল।
গফুর তাহাদের সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে। পশ্চাৎ
ফিরিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া
সুরজিৎকে সে দেখে নাই। সে
লুঙ্গি পরিয়াছে, গায়ে গেঞ্জি
এবং মাথায় একটা ফেজ-
টুপি আছে। দাড়ি
ছাঁটিয়াছে।

গফুর। হালারা একবার শোনই না আমার কথাটা।

জনৈক ভৃত্য। চুপ রও উল্লুক। চুরি করনেকো আয়া হ্যায়। যাস্তি বাত করনেসে মার ডালেগা।

গফুর। মাইর দিবা? ঘরের মধ্যে আইনা সক্কলেই মারতে পারে। হালা বাইরে চল না, দেখি কে কারে মাইর ডালে।

জনৈক ভৃত্য। চুপ রও। যো বোলনেকা হ্যায় দাদাবাবুকো বোলো।

গফুর। দাদাবাবু!

আস্তে ঘুরিয়া সুরজিতের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া গফুর
অবাক হইল এবং একগাল হাসিল।

হুজুর, মনে আছে তো—আমাকে চাকর রাখবেন বলছিলেন?

সুরজিৎ। হো-হো-হো-হো। তুই সত্যি এসেছিস তা হ'লে?

গফুর। আসছি হুজুর। ভালই আছি। মনে হয়, আপনিও তো ভালই আছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে হইব, তাই (চোখ টিপিয়া) এক বাবুর পকেটটারে মারতে হইল। সেই টাকা দিয়া একটা লুঙ্গি, একটা গেঞ্জি আর এই টুপিটা কিনলাম। আপনার পছন্দ হইছে তো ?

স্বরজিৎ। হো-হো-হো-হো। খুব পছন্দ হয়েছে।

গফুর। দেখতে মন্দ হয় নাই, কি বলেন হুজুর ?

ঘুরিয়া দেখাইল। স্বরজিৎ হাসিতে লাগিল।

জনৈক ভৃত্য। হুজুর, আপ ইসকো পছান্তে হেঁ ?

স্বরজিৎ। হ্যাঁ, এ-এ-এ—তোমরা যাও। গফুর, আমার এ-এ-এ বেয়ারা, আমার পুরনো বেয়ারা।

গফুর। খানসামা কথাটা শুনতে ভাল হুজুর।

স্বরজিৎ। হ্যাঁ, গফুর আমার খানসামা। আজ থেকে গফুর এখানেই থাকবে।

গফুর। (চাকরদের প্রতি) নিজের কানে শুনলা তো স্মুন্দির পো। আজ থেইকা আমি এইখানেই থাকমু। এইবার চইলা যাও।

চাকরদের প্রস্থান

দেশটাই মাটি হইছে হুজুর। যেইখানে যাই, সেইখানেই খালি মাউড়াই দেখি। হালারা আমাগো দেশে কত কিছু আমদানি করে। আইজকাইল আবার মাউড়া চোরও আমদানি করতে আরম্ভ করছে।

স্বরজিৎ হাসিল।

এইটা হাসার কথা না হুজুর। একবার ভাইবা দেখেন। সিপাই

তো আগেই আমদানি করছে। আগে আমরা চুরি কইরা পয়সা পাইতাম, ওরা চোর ধইরা পয়সা পাইত। কিন্তু আইজকাইল হালারা চুরিও করে, আবার চোরও ধরে। তা হইলে আমরা পাইলাম কি? আমি কই—হয় আমরা চুরি করি, ওরা আমাগো ধরুক, নয় ওরা চুরি করুক, আমরা হালাগো ধরি। তা হইলে সমান সমান হয়।

ধরিত্রী, বামদেব এবং ধর্ম্মদাসের প্রবেশ।

ধরিত্রী। কে এ?

গফুর। হুজুর, আমি গফুর। সেলাম হুজুর।

সকলেই গফুরের বেশ দেখিয়া হাসিল।

বামদেব। আরে, এ যে খোলস বদলেছে।

গফুর। (হাসিয়া) হুজুর। সেলাম হুজুর। (ধর্ম্মদাসকে) সেলাম হুজুর।

ধরিত্রী। তুমি থাকবে এখানে?

গফুর। এই তিন নম্বর বাবু—(বলিয়াই জিভ কাটিল) ভুল হইয়া গেছে হুজুর। আমি এই হুজুরের খানসামা।

সকলে হাসিল। ললিতা এবং খুকুর প্রবেশ।

ললিতা। এ কে মা?

সুরজিৎ। আমার খানসামা—গফুর।

ললিতা। খানসামা!

গফুর। হুজুর। সেলাম হুজুর।

ললিতা। তোমার পোশাক কোথায় ?

গফুর। পোশাক ? (বিমর্ষ হইয়া একবার সুরজিতের দিকে তাকাইয়া ললিতাকে) আমারে বুঝি পছন্দ হয় না হুজুর ?

ললিতা। (হাসিয়া) খুব পছন্দ হয়। কিন্তু লুঙ্গি তোমাকে মানায় না। তোমাকে ভাল জামা-কাপড় পরতে হবে। মা, গফুরের জন্যে জামা-কাপড়ের অর্ডার দিই ?

ধরিত্রী। বেশ তো। টেলিফোন ক'রে দাও।

গফুর কৃতজ্ঞতায় বিহ্বল হইল।

ললিতা। (দরজার কাছ হইতে ফিরিয়া আসিয়া) গফুর, তুমি কাবুলীদের মত চুড়িদার পায়জামা পছন্দ কর, না ঢোলা পায়জামা পছন্দ কর ?

গফুর। হুজুর, আমারে কইলেন ?

ললিতা। হ্যাঁ, কোন্‌টা তোমার বেশি পছন্দ ?

গফুর। (আর্দ্রচোখে) আমার আবার পছন্দ ? আমার মার কথা মনে পড়ল হুজুর। ছোট্টবেলায় মা জিজ্ঞাসা করত, আমার কি পছন্দ। মা মইরা গেছে। আমারে আর কেউ জিজ্ঞাসা করে নাই, আইজ কত বছর পর আপনার মুখে শুনলাম। খোদা আপনারে সুখে রাখব হুজুর।

গফুর কাঁদিতে লাগিল। প্রত্যেকেই বিচলিত হইল। খুকু কাছে আসিয়া আঙুল দিয়া গফুরকে খোঁচাইল। গফুর চোখ মুছিতে মুছিতে তাহাকে সেলাম করিল।

সেলাম হুজুর।

খুকু। আমি খুকু। তুমি কেঁদো না। তুমি আমার সঙ্গে খেলবে এস।

খুকু গফুরের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বাহিরে গেল। সুরজিৎ বিচলিত হইল। ধরিত্রী কিছুক্ষণ দরজার দিকে তাকাইয়া রহিল। পরে সুরজিৎকে দেখিয়া কাছে আসিয়া তাহার হাত বাহুসংলগ্ন করিয়া বাহিরে লইয়া গেল। বামদেব ঈষৎ হাসিতে লাগিল। ধর্ম্মদাস বামদেবের দিকে একবার তাকাইয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। চক্রধরের প্রবেশ।

ধর্ম্মদাস। এই যে হেডমাস্টার, এস এস, তোমার যে আরও একটি ছাত্র জুটে গেল।

চক্রধর। এই ডাকাতটাও এখানে থাকবে নাকি?

ধর্ম্মদাস। ডাকাত ব'লো না দাদা। মৌলভী বল। তোমার যা হাতযশ, তাতে দুদিনের বেশি লাগা উচিত নয়।

চক্রধর। ওর পেশাটা কি?

বামদেব। সেদিক দিয়ে আপনার পছন্দ হবে বেয়াই মশাই। উনি একটু উঁচুদরের পকেটমার। চল হে ধর্ম্মদাস।

ধর্ম্মদাস এবং বামদেব হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল। চক্রধরও মতলব পাকাইতে পাকাইতে হাসিতে লাগিল।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—ধরিত্রীর বসিবার ঘর।

সময়—পরদিন প্রাতে।

গফুর চুড়িদার পায়জামা এবং পাঞ্জাবি পরিয়াছে। কোমরে সিল্কের বেল্ট, তাহা হইতে কয়েকটি বড় বড় চাবি ঝুলিতেছে। মাথায় ফেজ-টুপি। হাতে ঝাড়ন। সে আসবাবপত্র হইতে ধূলা ঝাড়িতেছে। মুখে হাসি। এক-একবার ঘুরিয়া ফিরিয়া নিজের জামা-কাপড় দেখিতেছে। একটু পরেই জানালা দিয়া ললিতার গান শুনা গেল। গফুর জানালার কাছে আসিয়া কানের পিছনে হাত দিয়া গান শুনিয়া মনে মনে তারিফ করিতে লাগিল।

—গান—

আঁধার ছিল যে বনে,
ভাবি নি কখনো মনে
গোপনে আমার বনে গন্ধ ছিল।

নয়নে ছিল না আলো
আঁধারে দেখি নি ভালো।
গোপনে দুয়ার মম বন্ধ ছিল।

গান শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ললিতা এবং খুকুর হাসির শব্দ শুনা
গেল। গফুর পুনরায় কাজে মন দিল। সুরজিতের
প্রবেশ। গফুর চটপট করিয়া একটি
চেয়ার ঝাড়িয়া সুরজিৎকে বসিবার
ইঙ্গিত করিল।

গফুর। সেলাম হুজুর। এইটাতে বসেন।

সুরজিৎ বসিল

আমার পোশাকটা হুজুরের পছন্দ হয় তো? (ঘুরিয়া দেখাইল) দিদিমণির পছন্দ হুজুর। কাপড়টা একবার ধইরা দেখেন। মাখ্খমের মত নরম। (আবেগের সহিত) এই গফুর এত ভাল পাঞ্জাবি গায় দিব, আবার পায়জামাও পরব, এই কথা স্বপ্নেও ভাবি নাই হুজুর।

সুরজিৎ। আমিও ভাবি নি গফুর যে, গিন্নীমার মত মানুষ এখনও পৃথিবীতে আছেন।

গফুর। আমি ছোটলোক হুজুর। ভদ্রলোক বেশি দেখি নাই। এখন দেখলাম, খোদার মনের মত মানুষও আছে। এমন মানুষ যদি দুই-চাইরটা থাকত হুজুর, তা হইলে আমাগো এত দুঃখু থাকত না। (চাবি দেখাইয়া) এই দেখেন চাবি হুজুর। ছিলাম চোর, হইলাম কোটাল। গিন্নীমা আমার হাতে ধইরা বললেন—ভাবতেও চক্ষে জল আসে, গফুরের হাত ধরে এমন মানুষও আছে!—আমার হাত দুইটা ধইরা গিন্নীমা বললেন, গফুর, ঘরের চাবিগুলি তুই রাখ। আমি একটা চোর, আমার হাতে ঘরের চাবি! স্বপ্ন বইলা মনে হয় হুজুর। এমন লোকের লেইগা জান দিতেও সুখ। যদি

খোদা দিন দেয় হুজুর, তবে দেখবেন, এই গফুর নিমকের দাম দিতে জানে।

নেপথ্যে পুনরায় ললিতার গান শুনা গেল। গফুর আবার হাসিল।

হুজুর। দিদিমণির গান শোনেন।

—গান—

আজিকে প্রভাত এল,
নয়নে লাগিল ভাল।
কে জানে আলোতে এত ছন্দ ছিল ?

আলোকে ঝলিছে আঁখি,
বুঝিতে রহে না বাকি।
ভাঙিল মনে যা কিছু সন্দ ছিল।

গফুর। (হাসিয়া) হুজুর, আমার মনে কয়, দিদিমণি হুজুরের কথাই ভাবতে আছে।

সুরজিৎ। (রক্তিম হইয়া) যাঃ, বামন হয়ে চাঁদে হাত !

গফুর। কপালের কথা বলা যায় না হুজুর। এই কথাটাও একবার ভাইবা দেইখেন।

সুরজিৎ। যা যাঃ। কাজ করগে।

গফুর হাসিয়া চলিয়া যাইবার জন্য ঘুরিতেই জানালা দিয়া দূরে চক্রধরকে দেখিতে পাইল। দেখিয়াই তাহার মুখ বিষন্ন হইল।

গফুর। হুজুর, সেই বুড়াটা আসতে আছে।

সুরজিৎ। কোন্ বুড়ো ?

গফুর। শনিঠাকুর হুজুর। (আবার তাকাইয়া সভয়ে) এই দিকেই যে আসতে আছে।

সুরজিৎ। বেশ তো, আসুক না। তুই ভয় পাচ্ছিস কেন?

গফুর। ভয় পামু না! আপনি কন কি? ওর চোখ দুইটা ঠিক দুশমনের মত।

সুরজিৎ। তা হ'লে তুই যা এখান থেকে। ওর সঙ্গে আমার কথা আছে।

জানালা দিয়া চক্রধরকে দেখা গেল।

গফুর। সাবধানে কথা কইবেন হুজুর।

সুরজিৎ। আচ্ছা, তুই যা।

চক্রধরের প্রবেশ। তাহার মুখে ক্রূর হাসি।

চক্রধর। এই যে গফুর। (আপাদমস্তক দেখিয়া) তুমিও বেশ জমিয়েছ দেখছি, উঁ!

গফুর। (সঙ্কুচিত হইয়া দরজার দিকে যাইতে যাইতে) হুজুর।

সুরজিতকে সাবধান হইবার ইঙ্গিত করিয়া প্রস্থান।

চক্রধর। সুরজিৎ!

সুরজিৎ। আজ্ঞে!

চক্রধর। তোমাকে কাল রাত্রে যা বলেছিলাম, তাতে তুমি রাজি আছ তো?

সুরজিৎ। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি প্রস্তুতই রয়েছি। আমি এতক্ষণ আপনারই অপেক্ষা করছিলাম।

চক্রধর। তা হ'লে শোন। হ্যাঁ, একটা কথা আছে। তোমাকে আমি যা বলতে যাচ্ছি, সেটা (চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া) এত গোপনীয় কথা যে, আমার মুখ থেকে কথাটা বেরুলেই ধরিত্রীর জীবন বিষময় হয়ে যেতে পারে। সুতরাং তোমাকে শপথ করতে হবে। যদি ভয় পাও, তা হ'লে এখনও সময় থাকতে বল সুরজিৎ, আমি অন্য চেষ্টা দেখি। কিন্তু কথাটা একবার শুনলে আমার নির্দ্দেশ অনুসারে তোমাকে একটা কাজ কিন্তু করতেই হবে।

সুরজিৎ। কি করতে হবে আমাকে খুলে বলুন।

চক্রধর। বলেছি তো, কাজটা অতিশয় তুচ্ছ।

সুরজিৎ। কিন্তু কাজটা কি, তা না জেনে কি ক'রে শপথ করি ?

চক্রধর। (চটিয়া) আমি বলছি—কাজটা ধরিত্রীর জন্যে, যে ধরিত্রী তোমাকে পাঁক থেকে তুলে এনে মায়ের মত যত্নে তোমাকে মানুষ ক'রে তুলেছে। তোমার মধ্যে যদি এতটুকু কৃতজ্ঞতা থাকত—

সুরজিৎ। (বাধা দিয়া উত্তেজিতভাবে) আমি অকৃতজ্ঞ নই চক্রধর-বাবু। (ধীরভাবে) আপনি বলুন, আমাকে কি করতে হবে। কেন করতে হবে, সেই প্রশ্নও আমি করতে চাই না।

চক্রধর। (কথার সুর বদলাইয়া) আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল বাবা। আমি তোমাকে অন্যায় সন্দেহ করেছিলাম। আমাকে তুমি—তুমি—তুমি আমাকে ক্ষমা কর সুরজিৎ। আমি তোমাকে সব খুলে বলছি। কাজটা এমন কিছু নয়—মানে—তোমার কাছে ওটা কিছুই নয়, তোমার যে হাতযশ রয়েছে—এ—এ—এ—

সুরজিৎ। (ভীত হইয়া) আপনি কি আমাকে চুরি করতে বলছেন ?

চক্রধর। না না না না সুরজিৎ, চুরি নয়, এটা চুরি নয়। একটা জোচ্চোরের কাছে কয়েকখানা চিঠি আছে। তার কাছে সেগুলো

থাকা উচিত ছিল না। কিন্তু আছে, তাই সেই চিঠিগুলো তার কাছ থেকে নিয়ে এসে যার চিঠি তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। এটা যে অতিশয় মহৎ কাজ। একটা জোচ্চোর এই চিঠিগুলোর সাহায্যে ভয় দেখিয়ে হাজার হাজার টাকা আদায় ক'রে নিচ্ছে। তুমি তার কাছ থেকে সেগুলোকে উদ্ধার করবে, যার জিনিস তাকেই ফিরিয়ে দেবে, এটাকে চুরি কি ক'রে বলি ?

স্বরজিৎ। কিন্তু আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি, এই হাত দুটোকে আর অপবিত্র করব না।

চক্রধর। বেশ। তোমার গোঁড়ামিই বজায় থাক। আজ তুমি সাধু সেজে বসেছ, কিন্তু যার দয়ায় তুমি সাধু সাজতে পেরেছ, তোমার চোখের সামনেই তার সর্ব্বনাশ হয়ে যাক।

স্বরজিৎ। উঃ ভগবান, আমাকে শক্তি দাও, শক্তি দাও।

চক্রধর। হ্যাঁ, শক্তিরই তোমার প্রয়োজন স্বরজিৎ। তোমাকে যে প্রাণ-ভিক্ষা দিয়েছে, তার সেই উপকারকে ভুলে না যাওয়ার মত স্মরণশক্তি যেন ভগবান তোমাকে দেন।

স্বরজিৎ। চক্রধরবাবু, আমি আবার বলছি, আমি অকৃতজ্ঞ নই।

চক্রধর। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ। তোমার মুখ বলছে তুমি অকৃতজ্ঞ নও, কিন্তু তোমার মুখের সঙ্গে তোমার হাত দুটোর কোনও সামঞ্জস্য নেই।

স্বরজিৎ। (একবার হাতের দিকে তাকাইয়া) বেশ, আপনি বলুন আমাকে কি করতে হবে।

চক্রধর। তুমি শপথ করছ ?

স্বরজিৎ। হ্যাঁ, আমি শপথ করছি।

চক্রধর। তা হ'লে তুমি প্রস্তুত থেকো। আজ রাত্রি বারোটার সময় সেই লোকটা চিঠিগুলো নিয়ে এখানে আসবে।

সুরজিৎ। (অবাক হইয়া) এখানে আসবে! রাত দুপুরে! কে সে?

চক্রধর। (সুরজিৎকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া) অধীর হ'য়ো না সুরজিৎ। সে একটা স্ত্রীলোক।

সুরজিৎ। (চমকাইয়া) স্ত্রীলোক! তার কাছে মার চিঠি?

চক্রধর। (গম্ভীরভাবে) না, দুর্জ্জয়ের চিঠি।

সুরজিৎ। উঃ।

গভীর বেদনায় সুরজিৎ হাত দিয়া মুখ ঢাকিল।

চক্রধর। কিন্তু সুরজিৎ, ভেবে দেখ, দুর্জ্জয়ের এই উচ্ছৃঙ্খলতা বর্ত্তমানের কথা নয়, এটা অতীতের কথা। উচ্ছৃঙ্খলতার শাস্তি সে পেয়েছে, সে আজ অনুতপ্ত সুরজিৎ। কিন্তু যা নেই, যা মরেছে, তার প্রেতাত্মাকে একটা শয়তান স্ত্রীলোক তার নিজের স্বার্থের জন্যে আবার জাগিয়ে তুলছে। তার সেই চক্রান্ত আমি ব্যর্থ ক'রে দিতে পারতাম, কিন্তু তার হাতে প্রমাণ রয়েছে। দুর্জ্জয়ের চিঠি রয়েছে তার কাছে। সেই চিঠি দিয়ে ভয় দেখিয়ে সে একবার দুর্জ্জয়ের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা আদায় করেছে। কিন্তু তার পিপাসার অন্ত নেই, তাই এবার সে ভয় দেখিয়েছে যে, আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা না দিলে সে চিঠিগুলি ধরিত্রীকে দেখিয়ে দেবে।

সুরজিৎ মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিতে লাগিল।

ভেবে দেখ সুরজিৎ, তাতে যে সন্দেহের আগুন লাগবে, তাতে ধরিত্রীর দাম্পত্য জীবন দাউদাউ ক'রে জ্ব'লে যাবে—শুধু তুচ্ছ দুটো চিঠির জন্যে।

সুরজিৎ। কিন্তু আ—আ—আমি সেই চিঠি কেমন ক'রে পাব ?

চক্রধর। (ঈষৎ হাসিয়া) তার ব্যবস্থা আমি করেছি। তাকে লোভ দেখিয়ে আজ রাত্রে এখানে আনাচ্ছি। চিঠি তার সঙ্গেই থাকবে। তোমাকে সেই চিঠি তার কাছ থেকে চুরি করতে হবে।

সুরজিৎ ছটফট করিতে লাগিল।

মনে রেখো সুরজিৎ, তোমার হাতেই ধরিত্রীর ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করছে।

সুরজিৎ। কিন্তু দুর্জ্জয়বাবু সব কথা খুলে মার কাছে বললেই তো সব হ্যাঙ্গাম চুকে যায়।

চক্রধর। না। তা যায় না। তুমি বালক, তাই এখনও বুঝতে পার নি যে, স্ত্রীলোকের উদারতা বাইরের জন্যে, অন্দরে তা ব্যবহার্য্য নয়। যাক, তর্ক আমি করতে চাই না। তুমি শপথ করেছ। এই কাজ তোমাকে করতেই হবে।

সুরজিৎ নিরুত্তর।

চুপ ক'রে রইলে যে ? (ব্যঙ্গ করিয়া) ওঃ, কাজটা বুঝি তোমার পছন্দ হ'ল না ?

সুরজিৎ। (ক্রুদ্ধভাবে কিছুক্ষণ চক্রধরের দিকে তাকাইয়া) আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন চক্রধরবাবু। আমি চোর হ'লেও শপথ রাখতে জানি।

চক্রধর। বেশ কথা। তা হ'লে মনে থাকে যেন—আজ রাত বারোটায় —এই ঘরে।

প্রস্থান

সুরজিৎ। (কিছুক্ষণ মাথায় হাত দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল) গফুর! গফুর!

গফুর। (নেপথ্যে) আমি ফুলবাগিচায় আছি হুজুর।

সুরজিতের প্রস্থান

কিয়ৎকাল পর কতকগুলি ফুল হাতে লইয়া গান করিতে করিতে ললিতার প্রবেশ। ললিতা ফুলদানিতে ফুল সাজাইতে লাগিল।

—গান—

গোপনে মনে যে ছিল
তাহারে বেসেছি ভাল।
টুটিল মনে যা কিছু দ্বন্দ্ব ছিল।

কুসুম ফুটিল বনে
পরশ লাগিল মনে।
কে জানে আমার মনে গন্ধ ছিল।

(গান প্রথম হইতে পুনরাবৃত্তি করা যাইতে পারে)

অজয়ের প্রবেশ।

অজয়। ললিতা।

ললিতা। আসুন, আসুন অজয়বাবু। আজ আমার উড়তে ইচ্ছে করছে।

অজয়। উড়তে ইচ্ছে করছে! বেশ তো ললিতা, আমিও উড়তে প্রস্তুত আছি।

ললিতা। আপনি আমার সঙ্গে ছুটতে পারবেন না।

অজয়। আলবৎ পারব।

ললিতা। কক্ষনও পারবেন না অজয়বাবু, আপনি ঘাবড়ে যাবেন। আমি শুধু নীল আকাশেই উড়তে চাই না অজয়বাবু, আকাশের যেখানে ঘন কালো মেঘের কোলে চোখ-ঝলসানো বিদ্যুৎ চমকায়, আমি সেখানেও যেতে চাই। যেখানে দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ হয়, যেখানে বজ্রের শব্দ শুনে দিগ্বিদিক স্তম্ভিত হয়ে যায়, জীবন-মরণের বাইরে রুদ্রের সেই নৃত্য-মন্দিরেও আমার যাওয়ার ইচ্ছে আছে।

অজয়। (অবাক হইয়া) তুমি কি বলছ ললিতা ?

ললিতা। (হাসিয়া) আপনি তা বুঝবেন না অজয়বাবু। তার চাইতে চলুন বাগানে। ফুল দেখবেন চলুন।

উভয়ের প্রস্থান

স্বরজিৎ এবং গফুরের প্রবেশ।

স্বরজিৎ। তুই বুঝতে পেরেছিস গফুর, তোকে কি করতে হবে ?

গফুর। বুঝছি তো হুজুর। কিন্তু মাইয়া মানুষের গায়ে হাত— হুজুর—

স্বরজিৎ। তোকে কোনও জুলুম করতে হবে না। তুই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবি। বাতি নিবিয়ে দেওয়া হবে। চীৎকার করলে তুই শুধু তার মুখটা চেপে ধরবি। আমি এক মিনিটে চিঠিগুলো সরিয়ে ফেলব। অন্ধকারে আমাদের দেখতেও পাবে না। এই কাজটা করতেই হবে গফুর। মার যাতে সুখশান্তি নষ্ট না হয়, তা আমাদের করতেই হবে।

গফুর। গিন্নীমার জন্তে এই গফুর তার কইলজাটারেও কাইটা দিতে পারে।

সুরজিৎ। (গফুরের পিঠে হাত চাপড়াইয়া) বেশ। এই কথাই ঠিক। তুই এখন যা।

গফুরের প্রস্থান

সুরজিৎ চিন্তামগ্ন। নেপথ্যে ললিতা এবং অজয়ের কথা শুনিয়া সুরজিৎ উৎকর্ণ হইল।

অজয়। (নেপথ্যে) ললিতা!

ললিতা। (নেপথ্যে) বাড়ির ভেতরে আসুন।

সুরজিৎ তাড়াতাড়ি অপর দরজার বাহিরে লুকাইল।
অজয় এবং ললিতার প্রবেশ।

অজয়। তোমাকে বুঝে ওঠাই শক্ত।

ললিতা। সুতরাং চেষ্টা করবেন না। বরং একটা গান শুনুন।

—গান—

দেখেছিলাম চকিতে
একটি ছোট নদীতে
ভাসিতে ভাসিতে এল
একটি বনফুল।

ঢেউ লাগি সে দুলিতে
সবাই এল বলিতে
পারে এস, পারে এস,
পরব কানে দুল।

চাইল সে কি শুনিতে?
রইল শুধু চলিতে,
কাঁদিয়া মরিল হায়,
কাঁদিল দুকূল।

নীল সাগরে মিলিতে
ঢেউ-দোলাতে দুলিতে
চলল দুলি ফুলের কুঁড়ি
পরাণ আকুল॥

ললিতা। কেন চ'লে গেল বলুন তো?

অজয়। এ-এ-এ কি যে বলব, কিছুই বুঝতে পারছি না।

ললিতা। হো-হো-হো-হো। আপনি জানেন না। তবে শুনুন!

—গান—

শুনেছে আঁধার রাতে
দূরে যে মাদল বাজে!
স্বপনে বাদল হেরি
হৃদয়-ময়ূর নাচে।

বাদল-তালে নাচিতে
মেঘের সাথে হাসিতে
ঢেউ-দোলাতে দুলবে কুঁড়ি
মরণ-দোলায় দোল।

পারবে না সে বলিতে
রইবে শুধু চলিতে।
হৃদয় মাঝে শুনেছে সে
দূরের কলরোল॥

ললিতা। কি বুঝলেন অজয়বাবু?

অজয়। এসব কি বলছ তুমি?

ললিতা। হো-হো-হো-হো। আপনি বুঝবেন না দেখছি।

চক্রধরের প্রবেশ। চক্রধরকে দেখিয়াই ললিতা নির্ব্বাক হইল।

অজয়। চ-চ-চল, আমরা বাইরে যাই।

চক্রধর। কেন, আমার সামনে বুঝি সুবিধে হচ্ছে না?

ললিতা রাগে লাল হইল। অজয় মুষ্টি দৃঢ় করিয়া চক্রধরের কাছে আসিল।

অজয়। চক্রধরবাবু, আপনি ললিতা দেবীকে অপমান করছেন। যার বাড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন, তাকেই আপনি অপমান করছেন—

চক্রধর। হো-হো-হো। হাসালে তুমি।

অজয়। (চটিয়া) চক্রধরবাবু!

চক্রধর। চুপ কর অর্ব্বাচীন। চটবার আগে তোমার জানা উচিত ছিল যে, ললিতা এই বাড়ির কেউ নয়।

চমকিত হইয়া ললিতা চীৎকার করিয়া উঠিয়াই নিজের হাত কামড়াইল। অজয় নির্ব্বাক হইয়া একবার ললিতার দিকে তাকাইল।

অজয়। তার মানে?

চক্রধর। তার মানে, ললিতা এই বাড়ির মেয়ে নয়। তুমি ভেবেছিলে, ললিতা ধরিত্রীর মেয়ে, কিন্তু সে তা নয়। ধরিত্রী একে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে মানুষ করেছিল।

অজয়। ললিতা, এসব সত্যি?

ললিতা। (সঙ্কুচিত হইয়া) হ্যাঁ অজয়বাবু, সব সত্যি। কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছিলাম। বহুদিন পরে আজ উনি মনে করিয়ে দিলেন। আপনি এখন যান অজয়বাবু। আমার আর কথা বলার শক্তি নেই। আমাকে—আমাকে আপনি ক্ষমা করুন।

অজয়। না, তা হতে পারে না। আজকেই সব ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি এই বাড়ির মেয়ে নও, তাতে কিছু আসে-যায় না ললিতা। বরং ভালই হয়েছে, আমার ভয়-ডর সব ভেঙেছে আজ। তুমি বড়লোকের মেয়ে—এইটেই আমার দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছিল। তুমি অনুমতি কর তো আমি দুর্জ্জয়বাবু এবং তাঁর স্ত্রীকে বলি।

চক্রধর। কিন্তু একবার খবরও নিলে না, এ কোত্থেকে এসেছিল?

অজয়। তাতে প্রয়োজন নেই চক্রধরবাবু। চল ললিতা।

চক্রধর। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ। কিন্তু যদি জানতে যে, ললিতা একটা পতিতাশ্রম থেকে এখানে এসেছিল, তা হ'লে?

অজয় এবং ললিতা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া নির্ব্বাক
হইয়া রহিল। ললিতা ভীত।

ললিতা। পতিতাশ্রম! আমি পতিতাশ্রম থেকে এসেছিলাম! (উত্তেজিত হইয়া) সেখানে আমি কি করছিলাম? সেখানে আমি কি ক'রে গিয়েছিলাম? (চক্রধরের কাছে আসিয়া) আমি কি

সেখানেই জন্মেছিলাম? বলুন আমার বাবা কে? আমার মা কে?

চক্রধর। (ক্ষণিকের জন্য বিচলিত হইয়া) তোমার মা—

মুখে বলিতে পারিল না। একবার ললিতার দিকে তাকাইবার চেষ্টা করিয়া হাত দিয়া মাটির দিকে ইঙ্গিত করিল—সে পতিতা।

ললিতা। (চীৎকার করিয়া) মিছে কথা, মিছে কথা।

অবলম্বনহীন লতিকার মত ললিতা কাঁপিতে লাগিল। অজয়ের দিকে তাকাইতে সে হাত তুলিল, যেন ললিতাকে ঠেলিয়া দূরে সরাইতেছে। পরক্ষণেই অজয় পাগলের মত ছুটিয়া চলিয়া গেল। ললিতা অসহ্য বেদনায় কাঁদিয়া ফেলিল। দুর্জ্জয়ের প্রবেশ। ললিতার অবস্থা দেখিয়া সে ছুটিয়া কাছে আসিয়া ললিতাকে ধরিল। ললিতা সঙ্কুচিত হইল।

দুর্জ্জয়। (সভয়ে চক্রধরের দিকে তাকাইয়া) কি হয়েছে মা?

ললিতা। আমি অপবিত্র। তোমরা আমাকে কেন এখানে এনেছিলে?

ক্ষণিকের জন্য দুর্জ্জয়ের সকল দুর্ব্বলতা দূর হইয়া গেল। মনে হইল, চক্রধরের এই নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিশোধ সে লইবে।

দুর্জ্জয়। (চক্রধরের কাছে আসিয়া) মামা!

চক্রধর। সাবধান দুর্জ্জয়!

দুর্জ্জয়। সারাজীবনটাই সাবধান হয়ে হয়ে আমি অনেক নীচে নেমে গিয়েছি মামা। কিন্তু একটা অসহায় শিশুর জীবনকে ধ্বংস ক'রে সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে আমি অস্বীকার করি।

চক্রধর। ভেবে দেখ দুর্জ্জয়, নিজে ধ্বংস হওয়ার চাইতে—

দুর্জ্জয়। (বাধা দিয়া) নাঃ নাঃ। এর চাইতে নিজেই ধ্বংস হওয়া উচিত ছিল।

চক্রধর। সাবধান দুর্জ্জয়! শুধু তুমি নিজে নয়। আমাকে বাধা দিলে তোমার স্ত্রী-পুত্রকেও আমি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেব।

দুর্জ্জয়। আপনি শয়তান।

চক্রধর। (অপরিমিত ক্রোধে) স্তব্ধ হও বর্ব্বর, নইলে আমি খুন করব।

দুর্জ্জয় ভীত হইল এবং নিরুপায় হইয়া ললিতার
দিকে তাকাইল।

দুর্জ্জয়। মা!

ললিতা। বাবা!

দুর্জ্জয়। না না, আমি তোর কেউ নই, কেউ নই।

দুর্জ্জয় আর সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া
প্রস্থান করিল। ললিতা রহস্য বুঝিতে না
পারিয়া বিস্মিত হইল।

ললিতা। কি হ'ল? বাবা অমন করলেন কেন?

চক্রধর। তা তুমি বুঝবে না। তোমার মত একটা অপবিত্র জঞ্জালকে ঘরে এনে একটা সংসার আজ ছারখার হয়ে যাচ্ছে।

ললিতা। আমার জন্যে ছারখার হয়ে যাচ্ছে!

চক্রধর। হ্যাঁ, তোমার জন্যে। তোমার প্রত্যেক নিশ্বাসে যে মারাত্মক বিষ ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে দুর্জ্জয় আর ধরিত্রীর জীবন উচ্ছন্ন যেতে বসেছে। তুমি অপবিত্র, অশুচি, অস্পৃশ্য, তুমি চণ্ডাল। তোমাকে যে গর্ভে ধরেছিল, সে সমাজদেহের একটা গলিত কুষ্ঠ। তোমাকে বাঁচিয়ে রাখা অন্যায় হয়েছে। গলা টিপে তোমার প্রথম নিশ্বাস বন্ধ করা উচিত ছিল, কারণ তোমার জন্ম হওয়া উচিত ছিল না।

ললিতা। কেন দেয় নি তারা গলা টিপে? আমাকে তারা মেরে ফেলে নি কেন?

চক্রধর। কিন্তু সেই ভুল এখনও শোধরানো যায়।

ললিতা। (উত্তেজিত হইয়া) ব'লে দিন আমাকে। আপনি ব'লে দিন।

চক্রধর। (চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া) তুমি পারবে করতে?

ললিতা। নিশ্চয় পারব। আপনি বলুন। এই সংসারের কণ্টক হয়ে বাঁচতে আমি চাই না।

চক্রধর। তুমি ভয় পাবে না?

ললিতা। না না, এই মুখ আমি কাউকে আর দেখাব না।

চক্রধর। (চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া) তোমাকে বেশি দূরে যেতে হবে না ললিতা। (দ্বিতীয় দরজার দিকে ইঙ্গিত করিয়া) খিড়কির দীঘিটাতে জলের অভাব নেই।

ললিতা চমকাইল।

কিন্তু দুষ্ট গর্ভে যার জন্ম হয়, তার সাহসের অভাব হতে পারে।

ক্রূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঘরের বাহিরে গিয়া দরজার আড়াল
হইতে চক্রধর দেখিতে লাগিল। ললিতা দুঃখে
অভিভূত হইল, কিন্তু অচিরেই মনস্থির
করিয়া ভগবানের উদ্দেশে
প্রণাম করিল।

ললিতা। আমার দেহটা অপবিত্র। কিন্তু আমার মন তো অপবিত্র নয়। এই পৃথিবী আমি ছেড়ে আসছি। তুমি আমাকে পায়ে রেখো।

এদিক ওদিক চাহিয়া ললিতা দ্বিতীয় দরজার কাছে যাইতেই
সুরজিৎ দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে আটকাইল।

ললিতা। (অবাক হইয়া) আপনি!

সুরজিৎ শুধু মাথা নাড়িল।

আমাকে যেতে দিন।

চক্রধর মুখ বাড়াইয়া সুরজিৎকে দেখিয়া চিন্তিত হইল।

সুরজিৎ। কোথায় যাবে ললিতা?

ললিতা। আপনি আমাকে যেতে দিন—আমাকে যেতেই হবে।

সুরজিৎ। না, তোমাকে যেতে হবে না।

ললিতা। আপনি জানেন না। আমি এখন না গেলে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।

সুরজিৎ। কারুর সর্ব্বনাশ হবে না ললিতা। তুমি এদিকে যাবে না।

ললিতা। (কাঁদিয়া) আপনি সত্যি বুঝতে পারছেন না। আমাকে যেতেই হবে। আমি না গেলে আমার বাবা-মার সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।

সুরজিৎ। (ইতস্তত করিয়া) আমি সব বুঝতে পেরেছি ললিতা। এই পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি সব শুনেছি।

ললিতা মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

হ্যাঁ, বেশ ক'রে কেঁদে নাও, মনটা হাল্কা হয়ে যাবে। যেদিন প্রথম জেলে গিয়েছিলাম, সেদিন আমিও কেঁদেছিলাম ললিতা। দরজায় মাথা ঠুকে ঠুকে আমার মাথা ফেটে রক্ত বেরিয়েছিল। কিন্তু তার পর আর কাঁদি নি কোন দিন। এখন মনে হয়, সত্যিকার সৈনিকের মতই জীবন-যুদ্ধে আমিও একজন সৈনিক। হারি কিংবা জিতি, সেটা আমার ভাগ্য—অদৃষ্ট। শুধু জানি যে, আর একবার পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারলেই শত্রুকে আরও একবার আঘাত করব।

ললিতা। কিন্তু আমি যে অপবিত্র!

সুরজিৎ। নাঃ, তুমি পবিত্র। যত্নে সাজানো বাগানের ফুল তুমি নও, কিন্তু তুমি বনফুল। বনফুলও দেবপূজার অধিকারী ললিতা।

ললিতা। কিন্তু আমি নিঃসহায়, আজ আমার কেউ নেই।

সুরজিৎ। তোমার সহায় হব, এই কথা বলবার মত স্পর্দ্ধা আমার নেই। কিন্তু ললিতা, আমি একটা দাগী চোর, আমারও আর কোন আশ্রয় নেই। তুমি ইচ্ছে করলে আমার সহায় হতে পার।

ললিতা অবাক হইয়া সুরজিতের দিকে তাকাইল।

ললিতা। তু-তু-তুমি আমাকে গ্রহণ করবে?

সুরজিৎ। (দুঃখের সহিত হাসিয়া) আমি গ্রহণ করব! ললিতা, আমি একটা চোর, একটা দাগী চোর। আবর্জ্জনার মধ্যে জন্মেও তুমি পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক। কিন্তু পবিত্রতার মধ্যে জন্মেও আমি নিজের হাতে আমার দেহটাতে পাপের কালিমা লেপে দিয়েছি। আজ

আমি সমাজের একটা আবর্জ্জনা। কিন্তু ভগবান সাক্ষী ক'রে আমি শপথ ক'রে বলছি যে, যদি তুমি আমাকে গ্রহণ কর, তা হ'লে তোমার গ্রহণের যোগ্য আমি এখনও হতে পারি।

ললিতা। (ইতস্তত করিয়া) বেশ, আমি যাব তোমার সঙ্গে। আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল।

সুরজিৎ। (আনন্দের সহিত) তুমি যাবে আমার সঙ্গে ?

ললিতা। এই মুহূর্ত্তে যাব। চল, আর দেরি করা চলবে না।

সুরজিৎ। মাকে প্রণাম ক'রে যাবে না ?

ললিতা। না না, সে হয় না। মার সঙ্গে দেখা হ'লে আমি আর যেতে পারব না। ওঁকে একবার দেখলে আমার যাওয়া হবে না। তুমি জান না, আমার মনের কতখানি উনি জুড়ে রয়েছেন। কিন্তু আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে, ওঁর সুখের জন্যেই আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে।

সুরজিৎ। অস্থির হ'য়ো না ললিতা, ঠিক সেই কারণেই আজ রাত্রিটা আমাকে এখানে থাকতে হবে।

ললিতা। কি করবে তুমি রাত্রে ?

সুরজিৎ। পরে বলব ললিতা। আমি শপথ করেছি। আজ রাত্রে আমাকে একটা কাজ করতে হবে, তাতে এই সংসারের একটা উপকার হবে।

ললিতা। (ভয় এবং সন্দেহের সহিত) কি কাজ সেটা ?

সুরজিৎ। আমি শপথ করেছি ললিতা। তুমি ভেবো না। কাল সকালেই আমাদের মুক্তি।

চক্রধর সন্তুষ্ট হইয়া দরজার আড়াল হইতে প্রস্থান করিল।

ললিতা। তুমি কার কাছে শপথ করেছ? কেন শপথ করেছ?

সুরজিৎ। আমাকে মাপ কর ললিতা। আমি তা বলতে পারব না।

ললিতা। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, তুমি কি করবে।

সুরজিৎ। (ললিতার হাত ধরিয়া) বলেছি তো ললিতা, আমি শপথ করেছি, আমাকে কোন প্রশ্ন ক'রো না।

চিন্তিতভাবে ধরিত্রী এবং পশ্চাতে দুর্জ্জয়ের প্রবেশ। সুরজিৎ এবং ললিতার ভাব দেখিয়া ধরিত্রী বিস্মিত হইল।

ধরিত্রী। ললিতা!

ললিতা। (চমকাইয়া) মা!

ললিতা পুনরায় দুঃখে অভিভূত হইল। ধরিত্রী তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।

ললিতা। তুমি আমাকে কেন এনেছিলে?

ধরিত্রী। ভালবেসে এনেছিলাম মা।

ললিতা। কেন ভালবাসতে গেলে একটা পথের কুকুরকে?

ধরিত্রী। ছিঃ ললিতা, নিজেকে অত ছোট ক'রে ভেবো না। আমার কাছে তুমি তো ছোট নও। সন্তানের কাছে মা যেমন কখনও অপবিত্র হয় না, তেমনই মার কাছেও সন্তান কখনও অপবিত্র হতে পারে না।

ললিতা। কিন্তু আমি তো তোমার সন্তান নই।

ধরিত্রী। নিশ্চয় তুমি আমার সন্তান। তোমাকে আমি গর্ভে ধরি নি ললিতা, কিন্তু তোমার জীবনের প্রত্যেকটি দিন তুমি আমারই বুকে মানুষ হয়েছ। গর্ভে না ধ'রেও তোমাকে সন্তান ভেবেই আমি

হৃদয়ে ধরেছি। তাই তোমাকে সন্তান বলার অধিকার আমার আছে।

ললিতা পুনরায় ধরিত্রীর বুকে মাথা রাখিল।

এস মা, তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে।

(দরজার কাছে যাইয়া দুর্জ্জয়কে) তোমার মামাকে বলবে, উনি এ বাড়িতে আর না এলেই আমি খুশি হব।

ধরিত্রী এবং ললিতার প্রস্থান। সুরজিৎও যাইতে উদ্যত।

দুর্জ্জয়। সুরজিৎ!

সুরজিৎ। (কাছে আসিয়া) আজ্ঞে।

দুর্জ্জয়। আ-আ-আমার মনে হচ্ছে, তুমি ললিতাকে সব জেনেশুনেও ভালবেসেছ। আ-আ-আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছি বাবা, তুমি মহৎ।

আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু না পারিয়া তোতলাইতে তোতলাইতে দ্রুত প্রস্থান করিল। সুরজিৎ অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—ধরিত্রীর বসিবার ঘর।

সময়—রাত্রি দুপুর।

ষ্টেজ অন্ধকার। বাহিরে দুর্য্যোগ। ঘণ্টায় বারোটা বাজার শব্দ। ঘণ্টার শব্দ শেষ হইতেই চক্রধরের প্রবেশ। আলোকরশ্মিতে শুধু তাহার হাত দেখা গেল। হাতে একটি বড় কাঠের হাতুড়ি বিশেষ দ্রষ্টব্য। চক্রধর বাতি জ্বালিল। ঘরের সব জিনিসই পূর্ব্ববৎ, কিন্তু জানালাটি পর্দ্দা দিয়া ঢাকা হইয়াছে। চক্রধর হাতুড়িটাতে হাত বুলাইতে বুলাইতে নিষ্ঠুর আনন্দে উল্লসিত হইল। এমন সময় জানালার পর্দ্দা ঈষৎ ফাঁক করিয়া অজয় মুখ বাড়াইল। তাহার চোখ-মুখ পাগলের মত। চক্রধর তাহাকে দেখিতে পাইল না, কিন্তু তাহার মনে সন্দেহ হওয়াতে সে আস্তে আস্তে চারিদিকে মুখ ঘুরাইল। অজয়ও পর্দ্দার আড়ালে মুখ ঢাকিল। নিঃসংশয় হইয়া চক্রধর একটি সোফার কুশনের নীচে হাতুড়ি লুকাইল। অজয় তাহা দেখিল। চক্রধর পুনরায় তাকাইতেই অজয় লুকাইল।

দুর্জ্জয়ের প্রবেশ।

চক্রধর। (চমকাইয়া) কে? (দুর্জ্জয়কে দেখিয়া রুষ্ট হইয়া) তুমি এখানে কেন?

দুর্জ্জয়। আমার ভয় হচ্ছে মামা। এই রাত-দুপুরে বাড়িতে একটা গণ্ডগোল হ'লে সর্ব্বনাশ হবে।

চক্রধর। আমি সেইজন্যেই আজকের রাত্রিটা তোমাকে অন্যত্র থাকতে

বলেছিলাম। কিন্তু তুমি আমার কথা শোন নি। এই সময়ে এই ঘরে এসেও তুমি নির্ব্বোধের মত কাজ করেছ। তুমি যাও; আজ এখানে যা ঘটবে, তার সঙ্গে তোমার কোনও সংস্রব থাকাই উচিত নয়।

দুর্জ্জয়। আপনার চোখ-মুখ দেখে আমার ভয় হচ্ছে মামা। আপনি কি করবেন আজকে?

চক্রধর। (মৃদু হাসিয়া) কি করব, তা তোমার মত বালকের কাছে প্রকাশ করা যায় না।

দুর্জ্জয়। কিন্তু মামা—

চক্রধর। (বাধা দিয়া) আঃ, দুর্জ্জয়! তুমি ভয় পেও না। মনে রেখো, এই চক্রধরই তোমাকে সৃষ্টি করেছে। কিন্তু চক্রধর সামান্য হাতুড়ে মিস্ত্রী নয় দুর্জ্জয়, সে একজন শিল্পী। তার জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্রীভূত ক'রে একটু একটু ক'রে সে গ'ড়ে তুলেছে তোমাকে। শিল্পী প্রয়োজন হ'লে তার নিজের প্রাণ দিয়েও তার সৃষ্টিকে রক্ষা করে। প্রয়োজন হ'লে আমিও তাই করব দুর্জ্জয়। কিন্তু তার প্রয়োজন হবে না। (তাহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল) প্রয়োজন হবে না দুর্জ্জয়, আমি এক ঢিলেই তিনটি পাখি মারব। তুমি যাও। তুমি এক্ষুনি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়।

দুর্জ্জয় যাইতে উদ্যত।

দুর্জ্জয়!

দুর্জ্জয় কাছে আসিল। তাহার কাঁধে হাত দিয়া উত্তেজিতভাবে।

যদি কিছু হয়, তা হ'লে—তা হ'লে মনে রেখো, আমি তোমাকে পুত্রের চেয়েও অধিক স্নেহ করি।

দুর্জ্জয়। আপনি কেন এ রকম বলছেন? কি করবেন আপনি?

চক্রধর। (প্রকৃতিস্থ হইয়া) কিছু নয়, কিছু নয়। তুমি যাও।

ভয়ে ভয়ে দুর্জ্জয়ের প্রস্থান। চক্রধর উল্লাসে হাত কচলাইতে লাগিল। বাহিরে পায়ের শব্দ শুনিতেই চক্রধর কান পাতিল। পরক্ষণে দরজার কাছে গেল। সুরজিৎ এবং গফুরের প্রবেশ।

চক্রধর। এস এস সুরজিৎ। তোমরা প্রস্তুত?

সুরজিৎ শুধু মাথা নাড়িল।

গফুর। হুজুর, আমরা প্রস্তুত হইয়াই আছি। কিন্তু মনটা ভাল লাগে না হুজুর। মাইয়া মান্‌ষের গায়ে হাত দেওয়াটা যেন কেমন কেমন লাগে।

চক্রধর। গায়ে হাত দেবে কেন? গায়ে হাত দিও না তোমরা। যদি সে চীৎকার করে, তবেই শুধু ওর মুখটাকে একটু চেপে ধরবে, নইলে যে বাড়িসুদ্ধু লোক জেগে যাবে। (রুমাল দিল) এই রুমালটা দিয়ে মুখ চেপো।

গফুর। এই কথাটা আপনি ঠিকই কইছেন হুজুর।

চক্রধর। (রসিকতার সুরে) ঠিক কথাই কইছি! তোমার বুদ্ধি আছে দেখছি। সুরজিৎ, কি কি করতে হবে, তা তোমার মনে আছে?

সুরজিৎ মাথা নাড়িল।

চক্রধর। চিঠিগুলি নিয়েই তোমরা দুজনে সোজা তোমার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে ওগুলোকে পুড়িয়ে ফেলবে। সব প্রস্তুত রয়েছে আশা করি।

সুরজিৎ। (উষ্মার সহিত) হ্যাঁ, আমার যা করবার, আমি তা ঠিক-মতই করব। তার জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না।

সুরজিতের কথা শুনিয়া চক্রধর তাহার দিকে বক্রদৃষ্টি করিল।

চক্রধর। (ঈষৎ হাসিয়া) আমার সম্বন্ধে তোমার কিছু ভুল ধারণা রয়েছে বাবা। আশা করি, কাল সকালেই তোমার সকল ভুল ভেঙে যাবে।

উভয়ে উভয়ের প্রতি সন্দেহের চোখে তাকাইল।

যাক, আমাদের সময় হয়ে এল। তোমরা বাইরেই অপেক্ষা কর। (দ্বিতীয় দরজা দেখাইয়া) আমি ওকে খিড়কির দরজা দিয়ে নিয়ে এসে ঠিক সময়মত তোমাকে সঙ্কেত করব। আচ্ছা, তোমরা এখন বাইরে যাও। হ্যাঁ, সুরজিৎ, এই রুমালটাতে একটু ক্লোরো-ফর্ম আছে। গফুরকে একটু সাবধানে রাখতে বলবে। একটু ক্লোরোফর্ম দিয়েছি, কারণ সাবধানের মার নেই। অজ্ঞান অবস্থাতেই আমি তাকে বা-বা-বাইরে রেখে আসব।

সুরজিৎ এবং গফুরের প্রস্থান। চক্রধর চতুর্দ্দিক একবার দেখিয়া লইয়া বাতি নিবাইয়া দিল এবং দ্বিতীয় দরজা দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ অজয় জানালা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং ঘরের এক কোণে একটি চেয়ারের পশ্চাতে লুকাইল। খিড়কির দরজা দিয়া চক্রধর একটি সুসজ্জিতা স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিল। এই স্ত্রীলোকটি পূর্ব্বে দুর্জ্জয়ের রক্ষিতা ছিল। তাহার নাম বিদ্যুৎ। ঘর অন্ধকার। আলোকরশ্মিতে তাহাদিগকে দেখা যাইতেছে। বিদ্যুৎ ভীত।

বিদ্যুৎ। আপনি কে?

চক্রধর। চুপ। আমি দুর্জ্জয়ের মামা। তুমি চিঠিগুলো এনেছ তো?

বিদ্যুৎ। (বুকের কাছে হাত দিয়া) হ্যাঁ, এনেছি

চক্রধর। বেশ, তুমি দাঁড়াও—তুমি দাঁড়াও।

বিদ্যুৎ। অন্ধকার কেন? আমার ভয় করছে। আপনি বাতি জ্বালুন।

চক্রধর। না, তোমাকে অন্ধকারেই থাকতে হবে।

বিদ্যুৎ। কেন? আপনি বাতি জ্বালুন। আমার ভয় করছে।

চক্রধর। ভয়! (ক্রূরভাবে হাসিয়া) কিসের ভয়? বাড়ির ভেতরে রয়েছ; এখানে কোনও ভয় নেই। বাতি জ্বাললে কেউ আবার দেখে ফেলতে পারে। তুমি একটু দাঁড়াও। আমি এক্ষুনি দুর্জ্জয়কে পাঠিয়ে দিচ্ছি। (খিড়কির দরজার কাছে গিয়া) কোনও ভয় নেই। তুমি দাঁড়াও।

প্রস্থান

একটু পরেই ইলেক্ট্রিক ঘণ্টা বাজিবার শব্দ হইল।
সঙ্গে সঙ্গে সুরজিৎ এবং গফুরের প্রবেশ।

বিদ্যুৎ। (চমকাইয়া) কে? কে আপনারা?

সুরজিত। চুপ।

গফুর বিদ্যুতের মুখে রুমাল চাপিয়া ধরিল। সুরজিৎ চিঠি চুরি করিল। বিদ্যুৎ একটা চেয়ারের উপর এলাইয়া পড়িল। সুরজিৎ এবং গফুর পলায়ন করিল। চক্রধরের পুনঃ প্রবেশ। সে একবার অচেতন বিদ্যুৎকে দেখিয়া লইয়া কুশনের তলা হইতে হাতুড়ি তুলিয়া বিদ্যুতের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করিল। একটা অস্ফুট বিকট আওয়াজ করিয়া বিদ্যুৎ মরিয়া গেল। চক্রধর বাতি জ্বালাইয়া দেখিল, বিদ্যুৎ মরিয়া গিয়াছে। সে হাতুড়িটা ছুঁড়িয়া এক দিকে ফেলিল এবং সব ভাল করিয়া দেখিয়া দরজার ঠিক বাহিরেই টেলিফোন করিতে গেল। তাহাকে দেখা গেল না, কিন্তু টেলিফোনের কথাবার্ত্তা শুনা যাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে অজয় বিদ্যুতের কাছে আসিয়া দেখিল, সে মরিয়া গিয়াছে। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সে খিড়কির দরজা দিয়া বাহিরে গেল।

চক্রধর। (টেলিফোনে) হ্যালো, হ্যালো···পুলিস-স্টেশন, শিগগির দিন, খুন হয়ে গিয়েছে এখানে।·· হ্যালো, হ্যালো···দারোগাবাবুকে চাই।···হ্যালো, দারোগাবাবু?···আমি দুর্জ্জয়বাবুর বাড়ি থেকে বলছি।···আমি তার মামা চক্রধর।···হ্যাঁ, আপনি শিগগির আস্থন। এখানে একটা খুন হয়ে গিয়েছে।···হ্যাঁ, এক্ষুনি আস্থন।

চক্রধরের প্রবেশ।

চক্রধর। (দরজার কাছে গিয়া) বিন্দে! বিন্দে!

চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বিন্দের প্রবেশ।

বিন্দে। এত রাত্তিরে ডাকাডাকি করছেন কেন বাবু? আপনার ঘুম হচ্ছে না?

চক্রধর। শুয়েই তো ছিলাম। কিন্তু একটা শব্দ শুনে উঠতে হ'ল। ভয়ানক একটা ব্যাপার হয়ে গিয়েছে।

বিন্দে। ব্যাপার! কি ব্যাপার এত রাত্রে?

চক্রধর। (বিদ্যুৎকে দেখাইয়া) ওই চেয়ে দেখ।

স্ত্রীলোক দেখিয়া বিন্দের চোখ মাথায় উঠিল।

দেখছিস কি? খুন হয়ে গিয়েছে।

বিন্দে। (চীৎকার করিয়া) অ্যাঁ!

চক্রধর। চুপ। চীৎকার ক'রে বাড়িসুদ্ধ লোক জাগাবি নাকি? পুলিস আসছে এক্ষুনি।

বিন্দে। কে করলে খুন?

চক্রধর। কে করলে, সেটা পুলিস বের করবে। আমি আগেই জানতাম,

একটা কিছু অনর্থ ঘটবে। দু-দুটো দাগী চোর বাড়ির ভেতরে রাখা হয়েছে। যা, তুই গিয়ে ফটক খুলে দে। পুলিস আসবার সময় হ'ল।

বিন্দের প্রস্থান

একটু পরেই মোটরের হর্নের শব্দ হইল এবং কিয়ৎকাল পরেই দারোগা এবং দুইজন সেপাই সহ বিন্দের প্রবেশ।

চক্রধর। আসুন দারোগাবাবু। এই দেখুন।

দারোগা। (একজন সেপাইয়ের প্রতি) রামসিং, বাড়ির সামনে একজন, পেছনে একজন সেপাই রেখেছ?

রামসিং। হুজুর।

দারোগা। (বিদ্যুতের কাছে আসিয়া তাহাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া) কে এই স্ত্রীলোকটি?

চক্রধর শুধু কাঁধ নাড়িয়া না-জানার ইঙ্গিত করিল।

দারোগা। আপনারা চেনেন না একে?

চক্রধর। না।

দারোগা। এখানে এল কি ক'রে?

চক্রধর। তাও আমরা জানি না। কিন্তু এ-এ-একটা কথা আপনাকে জানানো দরকার।

দারোগা। (উৎকর্ণ হইয়া) কি কথা?

চক্রধর। আপনি শুনে হাসবেন। কিন্তু আমাদের বাড়িতে দুটি দাগী চোর আছে।

দারোগা। (অবাক হইয়া) দাগী চোর!

চক্রধর। হ্যাঁ। আমার বউমার মনটা অতিশয় উদার। তাই তিনি দুটো দাগী চোরকে ঘরে রেখে মানুষ করবার চেষ্টায় আছেন।

দারোগা। কোথায় তারা?

চক্রধর। একজন থাকে নীচে, আর একজন থাকে ওপরে—দোতলায়। বিন্দে, ডাক তো গফুরকে।

বিন্দের প্রস্থান এবং ঊর্দ্ধশ্বাসে পুনঃপ্রবেশ।

বিন্দে। বাবু, গফুর তার ঘরে নেই।

দারোগা। ঘরে নেই? আর একজন কোথায়?

চক্রধর। সে ওপরে আছে। সেটি আবার ভদ্রলোকের ছেলে কিনা, তাই বউমা ওপরেই তার শোবার ব্যবস্থা করেছেন। আমি কত বললুম—মা, এসব লোককে বেশি বিশ্বাস ক'রো না। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা।

দারোগা। রামসিং, তুমি এখানে থাক। (অপর সেপাইকে) দয়ারাম!

দয়ারাম। হুজুর!

দারোগা। তুমি আমার সঙ্গে এস। চলুন চক্রধরবাবু। ওর ঘরটা দেখিয়ে দেবেন।

পিস্তল হাতে লইল।

চক্রধর। কিন্তু যাবার আগে একটা কথা বলি দারোগাবাবু। আমি সচরাচর এ বাড়িতে থাকি না। কিন্তু যখন থাকি, নীচের তলাতেই থাকি। আমার শোবার ঘর এই দরজা থেকে দুখানা ঘর পরেই। আমি শুয়ে পড়েছিলাম। বুড়ো হয়ে পড়েছি, তাই ভাল ঘুম হয় না। হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনেই আমার কেমন সন্দেহ হ'ল।

তাই উঠে পড়লাম। (আলমারি দেখাইয়া) এই যে আলমারিটা দেখছেন, এটাতে অনেক টাকা থাকে। তাই একবার দেখতে এলাম। সিঁড়ির কাছে মনে হ'ল, যেন দুজন লোক ওপরে উঠে গেল।

দারোগা। তাদের চিনতে পারলেন ?

চক্রধর। না, মানে, একে অন্ধকার, তার ওপর চোখেও ভাল দেখতে পাই না।

দারোগা। বলুন, তারপর কি হ'ল ?

চক্রধর। এই ঘরের কাছে এসে বাইরের বাতি জ্বালতেই দেখলাম, দরজা খোলা রয়েছে। কিন্তু দরজা তো খোলা থাকবার কথা নয়। তখন ঘরে ঢুকলাম। ঢুকেই দেখি এই দৃশ্য। তৎক্ষণাৎ আপনাকে টেলিফোন করলাম।

এই রকম সময়ে হাতুড়িটার উপর নজর পড়াতেই দারোগা সেটাকে তুলিয়া ধরিল।

চক্রধর। (অবাক ভাব দেখাইয়া) হাতুড়ি !

দারোগা। এইটে দিয়েই মাথায় মেরেছে।

বিন্দে। (চীৎকার করিয়া সভয়ে) ওটা যে দাদাবাবুর হাতুড়ি।

দারোগা। (তীক্ষ্ণভাবে) দাদাবাবু কে ?

চক্রধর। দাদাবাবু আমাদের সেই ভদ্রলোক চোর।

দারোগা। চলুন তাড়াতাড়ি।

রামসিং বাদে অন্যান্য সকলের হুড়মুড় করিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—সুরজিতের শোবার ঘর। ঘরে একটি খাট, একটি আলমারি
এবং খান দুই চেয়ার। মাঝখানে একটি ছোট টেবিল।
টেবিলের উপর একটি ছোট মাঝারি রকমের
কলাই-করা লোহার বাটি। পার্শ্বে
দিয়াশলাই রহিয়াছে।

সময়—রাত্রি দুপুর।

ষ্টেজ অন্ধকার। সুরজিৎ এবং গফুর ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিল।
সুরজিৎ বাতি জ্বালাইল। তাহার এক হাতে একটি
চিঠির বাণ্ডিল।

সুরজিৎ। (চিঠির বাণ্ডিল ভাল করিয়া দেখিয়া) দরজাটা বন্ধ কর তাড়াতাড়ি।

গফুর দরজায় খিল দিল।

গফুর। হুজুর, আমার বুকটা কাঁপতে আছে। একটা শব্দ শুনলাম হুজুর। মনে হইল—

সুরজিৎ। (চঞ্চল হইয়া) কি মনে হ'ল ?

গফুর। (কপালের ঘাম মুছিয়া) মনে হইল, কে যেন কার মাথায় বাড়ি মারল !

সুরজিৎ। (বুঝিতে না পারিয়া) বাড়ি মারল ?

গফুর। ফাটাইয়া দিল হুজুর।

সুরজিৎ চমকাইল।

সুরজিৎ। তু-তু-তুই ভুল শুনেছিস। (টেবিলের কাছে আসিয়া) এদিকে আয়। দেশলাই জ্বালা।

সুরজিৎ চিঠির বাণ্ডিল খুলিল। গফুর কাঁপিতে কাঁপিতে অতিশয় কষ্টে দিয়াশলাই জ্বালাইল। সুরজিৎও কাঁপিতে কাঁপিতে কয়েকখানা চিঠি পোড়াইল।

মোটরের হর্নের শব্দ শুনা গেল।

উভয়েই কান পাতিল।

গফুর। হাওয়া-গাড়ির শব্দ হইল হুজুর।

সুরজিৎ। (কথাটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া) যাঃ, ওটা আমাদের বাড়িতে নয়, পাশের বাড়িতে।

আরও কয়েকখানা চিঠি পোড়াইল।

গফুর। কিন্তু হুজুর! ওই বুড়াটারে আমার বিশ্বাস হয় না।

সুরজিৎ। (অতিশয় চঞ্চল হইয়া) কেন বিশ্বাস হয় না? কি করবে সে?

গফুর। যদি সত্য সত্যই খুন কইরা থাকে?

সুরজিৎ। (চমকাইয়া) খুন! কাকে খুন?

গফুর। ওই মাইয়া মানুষটারে।

সুরজিৎ অবাক হইয়া গফুরের দিকে তাকাইয়া রহিল। একটা কাগজ পুড়িতে পুড়িতে তাহার হাতে আগুনের শিখা লাগিল। সুরজিতের চৈতন্য হইল।

সুরজিৎ। খুন! যদি সত্যিই খুন ক'রে থাকে, তা হ'লে?

গফুর। (প্রায় কাঁদিয়া) তা হইলে ভালই হইব হুজুর। আমরা তুই-জনই দাগী চোর। পুলিস হালাগো তো মগজে বুদ্ধি নাই যে, তলাইয়া দেখব। হালারা আমাগোই চালান দিব হুজুর।

সুরজিৎ। (কপালের ঘাম মুছিয়া) খুনের দায়ে চালান! তাতে যে ফাঁসি হবে।

গফুর। (কাঁদিয়া) তা তো হইবই হুজুর। হালারা আবার কাক-ভোরে ঘুমের থেইকা উঠতে না উঠতেই ফাঁসিতে ঝুলায়। শুনছি ভাল কইরা নাকি খাইতে দেয়। কিন্তু হালাগো বুদ্ধি নাই। এত ভোরে কেউ ভাল কইরা খাইতে পারে হুজুর?

সুরজিৎ গফুরের পিঠে হাত দিল।

আপনারে আগেই কইছিলাম সাবধান হইতে। হালারে দেখতেই তুশমনের মত।

সুরজিৎ। তুই ভাবিস না গফুর। যদি সত্যি কিছু হয়ে থাকে, তা হ'লে আমিই সব দোষ স্বীকার করব। অস্বীকার ক'রে লাভ নেই, কারণ আমরা দাগী। আমাদের কথা ওরা বিশ্বাস করবে না। যদি সব কথা খুলে বলি, তা হ'লে হয়তো একটু বিশ্বাস করতে পারে। কিন্তু যার জন্যে এতটা করলাম, তার সবই পণ্ড হয়ে যাবে। তার চাইতে বরং আমিই সব দোষ স্বীকার করব।

গফুর। এইটা কি কইলেন হুজুর! (চোখ মুছিয়া) আমি থাকতে আপনারে ফাঁসিতে ঝুলতে দিমু না।

সুরজিৎ। কিন্তু তোর তো কোনও দোষ নেই।

গফুর। না থাকল হুজুর। আমার কথা ভাইবেন না। আমি তো

একটা কুত্তা-মেকুরের মত। আপনি বাঁইচা থাকলে দেশের মুখ রাখতে পারবেন।

দরজায় জোরে ধাক্কা মারার শব্দ। গফুর চমকাইল।

সুরজিৎ। (গলা পরিষ্কার করিয়া) কে ?

নেপথ্যে। পুলিস। দরজা খোল শিগগির।

সুরজিৎ। এখানে পুলিসের কি দরকার ?

নেপথ্যে। নীচে একটা খুন হয়ে গিয়েছে। শিগগির দরজা খোল, নইলে দরজা ভেঙে ফেলব।

সুরজিৎ এবং গফুর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিল।

গফুর। হুজুর, বলেন তো কয়েকটারে মাইরা মরি।

সুরজিৎ। (স্থির হইয়া) না, তুই দরজা খুলে দে।

গফুর। কিন্তু মনে রাইখেন হুজুর, আমিই কিন্তু খুন করছি।

সুরজিৎ। তুই সত্যি কথাই বলবি। বলবি, আমার সঙ্গে ছিলি।

গফুর। কিন্তু সত্য কথা হালারা বিশ্বাস করে না।

পুনরায় দরজায় আঘাত।

আমি দরজা খুলতে আছি। খুন কিন্তু আমিই করছি। মনে রাইখেন হুজুর।

গফুর দরজা খুলিল। দারোগা, চক্রধর, সেপাই এবং বিন্দে ঘরে ঢুকিল।

চক্রধর। (সুরজিৎকে দেখাইয়া) এইটিই সেই ভদ্রলোক চোর। ওর নাম সুরজিৎ, আর ওইটির নাম গফুর।

দারোগা। (পিস্তল বাগাইয়া কাছে আসিয়া পোড়া কাগজ পরীক্ষা করিয়া) কি পোড়াচ্ছিলে এখানে ?

সুরজিৎ। (ঈষৎ হাসিয়া) বলব না।

দারোগা। সুরজিৎ, গফুর, আমি তোমাদের দুজনকে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করছি। যদি কিছু বলতে চাও, বলতে পার, কিন্তু সাবধান ক'রে দিচ্ছি যে, যা বলবে তা তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করা হতে পারে। (সেপাইকে) দয়ারাম! এদের দুজনকে হাতকড়ি লাগাও।

দয়ারাম হাতকড়ি লাগাইতে উদ্যত।

গফুর। সবুর কর মাউড়া ভাই। (দারোগার প্রতি) খুনের দায়ে তো ধরলেন হুজুর, কিন্তু যেনারে খুন করলাম, তেনারে তো দেখতে আছি না।

চক্রধর। (হাসিয়া) দেখছেন, লোকটার একটু ভয়-ডর নেই।

দারোগা। লাস নীচেই রয়েছে।

গফুর। তা তো বুঝলাম। কিন্তু যিনি লাস হইছেন, তেনার নামটা কি হুজুর ?

দারোগা। নাম-ধাম সব বেরুবে আস্তে আস্তে। দয়ারাম, এদের নিয়ে চল।

দ্রুতবেগে ধরিত্রী, দুর্জ্জয় এবং ললিতার প্রবেশ।

ধরিত্রী। কি ব্যাপার ? (চক্রধরের প্রতি) এখানে পুলিস কেন ?

চক্রধর। আমি তোমাকে আগেই সাবধান করেছিলাম বউমা। দাগী চোরকে বাড়িতে আশ্রয় দিলে একদিন না একদিন অনর্থ ঘটবেই

ধরিত্রী। (চটিয়া) কি হয়েছে সংক্ষেপে বলুন।

চক্রধর। (ব্যঙ্গ করিয়া) সংক্ষেপে একটি ছোট্ট খুন হয়েছে।

দুর্জ্জয়। (ভীত হইয়া) খুন? কে-কে-কে খুন?

চক্রধর তাহাকে চোখ রাঙাইল। ধরিত্রী চক্ষু বুজিল। ললিতা ধরিত্রীর বুকে কাঁদিয়া ফেলিল।

দারোগা। নীচে একটি স্ত্রীলোক খুন হয়েছে। চক্রধরবাবু বলছেন, সে এ বাড়ির কেউ নয়। লাস নীচেই রয়েছে।

দুর্জ্জয়। (অতিশয় ভীত হইয়া চক্রধরের প্রতি) মামা!

চক্রধর। আঃ, দুর্জ্জয়! যে খুন হয়েছে, সে আমাদের কেউ নয়। আমরা তাকে চিনি না, দেখিও নি কোন দিন। তুমি কেন বিচলিত হচ্ছ? এ রকম খুন তো হামেশাই হয়ে থাকে।

ধরিত্রী। সুরজিৎ!

সুরজিৎ মাথা নীচু করিল।

গফুর!

গফুর মাথা নীচু করিয়া চোখ মুছিল।

ধরিত্রী। দারোগাবাবু, আপনারা একটু বাইরে যান। আমি ওদের সঙ্গে একলা দুটো কথা বলতে চাই।

চক্রধর। কি বলছ বউমা? দুটো খুনীর সঙ্গে তুমি একলা থাকবে? আমার কর্ত্তব্য তোমাকে বাধা দেওয়া।

ধরিত্রী। (চক্রধরের কথায় কর্ণপাত না করিয়া) দারোগাবাবু!

দারোগা। তা হয় না ধরিত্রী দেবী। ওরা এখন আসামী।

সুরজিৎ। আমাকে নিয়ে চলুন দারোগাবাবু। আমার কিছু বলবার নেই।

দারোগা যাইতে উদ্যত।

ধরিত্রী। (কঠোরভাবে) দাঁড়ান দারোগাবাবু। আমার মামা এবং ধর্ম্মদাসবাবুকে আমি এক্ষুনি খবর দিচ্ছি। তাঁরাই আমাদের অভিভাবক। তাঁরা না আসা পর্য্যন্ত আপনারা অনুগ্রহ ক'রে নীচে অপেক্ষা করুন।

দারোগা। যে আজ্ঞে, আমরা সকলেই নীচের ঘরে থাকব।

দারোগা লোহার বাটি হাতে লইল এবং সেপাই, সুরজিৎ ও গফুরকে সঙ্গে লইয়া নীচে গেল। দুর্জ্জয় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু চক্রধর তাহাকে চোখ রাঙাইয়া জোর করিয়া নীচে লইয়া গেল। ললিতা পুনরায় কাঁদিতে লাগিল। ধরিত্রী তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—ধরিত্রীর বসিবার ঘর। পূর্ব্ববৎ। মৃতদেহটি কাপড়
দিয়া ঢাকা।

সময়—কয়েক মিনিট পরে।

দুইজন সেপাই দুই দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। সুরজিৎ এবং গফুর জানালার কাছে
দেওয়ালের গায়ে দাঁড়াইয়া আছে। দারোগা বিদ্যুতের হাত-পা নাড়িয়া
দেখিতেছে। ধর্ম্মদাস হাতুড়িটা পরীক্ষা করিতেছে এবং বিদ্যুতের
মাথার দিকে তাকাইতেছে। বামদেব দুর্জ্জয়ের হাত নিজের
বাহু দ্বারা শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া তাহার হাতে
হাত বুলাইতেছে। চক্রধর একটি চেয়ারে
বসিয়া চিন্তিতভাবে এক-একবার দুর্জ্জয়ের
দিকে তাকাইতেছে।

ধর্ম্মদাস। এই হাতুড়িটা সব্বাই মিলে ঘাঁটাঘাঁটি না করলে এটা থেকে অনেক কিছু জানা যেত।

চক্রধর। হাতুড়িটা এখানে কি ক'রে এল, তা জানতে পারলেও অনেক কিছু জানা যেত।

দারোগা। আপনাদের চাকর বিন্দে বলছে যে, এটা সুরজিতের সম্পত্তি।

ধর্ম্মদাস। কিন্তু তাতেই প্রমাণ হয় না যে, সুরজিৎই এটাকে এখানে এনেছিল।

ধরিত্রী এবং পশ্চাতে ললিতার প্রবেশ।

বামদেব। ধরিত্রী, তুমি এখানে ব'স।

তাহাকে এমন জায়গায় বসাইল, যেখান হইতে বিদ্যুতের
লাস দেখা যায় না।

ধরিত্রী। (ললিতাকে) তুমি এখানে নাই বা থাকলে।

ললিতা। না মা, আমি তোমার কাছেই থাকব।

বামদেব। তোমরা ব'স।

ধরিত্রী এবং ললিতা পাশাপাশি বসিল।

দারোগা। (গলা পরিষ্কার করিয়া) ধর্ম্মদাসবাবু, এই দুজন আসামী যে একটু আগেই এই ঘরে এসেছিল, তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। এখান থেকে গিয়েই ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে এরা কতকগুলি কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলেছে, তারও প্রমাণ রয়েছে।

বাটি দেখাইল।

ধর্ম্মদাস। সুরজিৎ, তুমি এই কথা স্বীকার কর ?

সুরজিৎ নিরুত্তর। চক্রধর হাসিল।

গফুর, তুমি স্বীকার কর ?

গফুর সুরজিতের দিকে একবার তাকাইয়া নিরুত্তর রহিল।

চক্রধর আবার হাসিল।

দারোগাবাবু, দেখতে পাচ্ছেন, এরা একটা কিছু গোপন করছে। আমার মনে হয়, ধরিত্রী একবার গোপনে জিজ্ঞেস করলে একটা কিছু জবাব পাওয়া যেত।

চক্রধর উদ্বিগ্ন।

সুরজিৎ। (উত্তেজিতভাবে) আমার কিছুই বলবার নেই।

চক্রধর হাসিল।

ধর্ম্মদাস। তোমার একলা কথা বলতে আপত্তি কেন?

সুরজিৎ। (চটিয়া) আমার কিছুই বলবার নেই। আমাকে থানায় নিয়ে চলুন।

ধর্ম্মদাস। (চটিয়া) নিয়েই যাবে তোমাকে। কিন্তু যাবার আগে তোমাকে বলতে হবে, এই স্ত্রীলোকটি কে?

সুরজিৎ। আ-আ-আ—

জবাব দিতে পারিল না। চক্রধর উদ্বিগ্ন। দুর্জ্জয় অতিশয় উত্তেজিত। বামদেব তাহাকে শান্ত করিতে লাগিল।

ধরিত্রী। (সকলের দিকে তাকাইয়া) মামা, আমি একবার এই স্ত্রীলোকটিকে দেখব।

দুর্জ্জয়। (উত্তেজিতভাবে) না না না না।

বামদেব। (দুর্জ্জয়কে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া সান্ত্বনা দিয়া) মা, এই বীভৎস দৃশ্যটা তুমি নাই বা দেখলে!

ধরিত্রী। না মামা, আমাকে দেখতেই হবে।

দারোগা। এ যে ভদ্রঘরের মেয়ে নয়, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

ধরিত্রী। দারোগাবাবু, আপনি ঢাকাটা একটু সরিয়ে নিন, আমি দেখব।

বামদেবের দিকে একবার তাকাইয়া দারোগা ঢাকা সরাইল। দেখিয়া ধরিত্রী চমকাইল।

এ যে দামী কাপড়চোপড় এবং গয়নাগাঁটি পরেছে। একে সুরজিৎ কিংবা গফুর জানবে কি ক'রে?

সন্দেহের সহিত দুর্জ্জয়ের দিকে তাকাইল। দুর্জ্জয়ের মুখ শুকাইয়া গেল। চক্রধর উদ্বিগ্ন।

বামদেব। ধরিত্রী, তোমার এই প্রশ্নের কোনও অর্থ হয় না। ভেবে দেখ, সুরজিৎ কাকে চিনত বা জানত, তা আমাদের জানা নেই।

ধরিত্রী। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না যে, সুরজিৎ এই স্ত্রীলোকটিকে এখানে এনেছিল।

বামদেব। বেশ তো মা, যথাস্থানে তার বিচার হবে। আমরা সব চাইতে বড় ব্যারিস্টার লাগাব। সুরজিৎকে বাঁচাবার জন্যে কোনও চেষ্টারই ত্রুটি করব না। নির্দ্দোষ হ'লে সে নিশ্চয়ই মুক্তি পাবে।

ধর্ম্মদাস। সুরজিৎ, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি এই স্ত্রীলোকটিকে চেন না।

সুরজিৎ। না না না। আ-আ-আমি ওকে চিনি।

গফুর। মিথ্যা কথা কইবেন না বাবু। (দারোগার প্রতি) হুজুর, এই বাবু মিথ্যা কথা কইতে আছে। এই মাইয়া মানুষটারে বাবু চক্ষেও দেখে নাই। ওরে আমি আনছিলাম।

দারোগা। (সন্দেহের সহিত) তুমি?

গফুর। আইজ্ঞা। আপনার বুঝি পছন্দ হইল না কথাটা?

দারোগা। কেন এনেছিলে ওকে?

গফুর। (ইতস্তত করিয়া) আ-আ-আইজ্ঞা সাদি করতে আনছিলাম।

দারোগা, বামদেব এবং ধর্ম্মদাস হাসিল।

চক্রধর। আমার মনে হয়, এই স্ত্রীলোকটাও ওদের দলেরই একজন। গফুরের কাছে ঘরের চাবি ছিল এবং সুরজিতের কাছে ছিল এই আলমারির চাবি। আমি যতদূর জানি, এই আলমারিতে অনেক টাকা থাকে।

দারোগা। ধরিত্রী দেবী, এই আলমারিতে কত টাকা থাকত ?

ধরিত্রী ইতস্তত করিতে লাগিল।

ধরিত্রী দেবী, আপনার উচিত যথার্থ জবাব দেওয়া।

ধরিত্রী। এটাতে পাঁ-পাঁ-পাঁচ হাজার টাকা ছিল।

দারোগা। (অবাক হইয়া) পাঁচ হাজার ! সুরজিৎ তা জানত ?

ধরিত্রী মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল।

ধর্ম্মদাসবাবু, আমার মনে হয়, আর প্রশ্ন করা নিষ্প্রয়োজন।

ধর্ম্মদাস মাথা চুলকাইতে লাগিল।

দয়ারাম, আসামীদের নিয়ে চল।

এমন সময় খিড়কির দরজার বাহিরে একটা কিছু ভারী জিনিস পড়িয়া যাইবার আওয়াজ হইল। দারোগা এবং অন্যান্য সকলেই চমকাইল।

কে ও ঘরে ?

দারোগা রিভল্‌ভার বাগাইয়া ছুটিয়া দরজা খুলিল।

যে আছ, দাঁড়াও। নইলে আমি গুলি করব।

দারোগার প্রস্থান এবং পরমুহূর্ত্তেই অজয়কে ঘাড়ে ধরিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে পুনঃপ্রবেশ। অজয়ের পাগলের মত চেহারা। সকলে অবাক। চক্রধর সন্ত্রস্ত।

ধরিত্রী। (অবাক হইয়া) অজয় ! তুমি এখানে এত রাত্রে ?

অজয়। আ-আ-আমি অনেক আগেই এসেছিলাম।

ধরিত্রী। কোথায় ছিলে তুমি ?

অজয়। আ-আ-আমি কাছেই ছিলাম। আমি ঘুমুতে পারছিলাম না, আমি ভাবলাম, ললিতা আমাকে ক্ষমা না করলে আমি পাগল হয়ে যাব। আ-আ-আমি ওকে ভালবাসি।

দারোগা। (ধমক দিয়া) এখানে কি করছিলেন, তাই বলুন।

অজয়। আ-আ-আমি এই জানলার কাছে এসে দাঁড়ালাম। তারপর এক ফাঁকে ঘরের মধ্যে এসে ওই চেয়ারটার পেছনে লুকোলাম। (ভয়ের সহিত চক্ষু ঘুরাইয়া) তারপর—তারপর—তারপর—

দারোগা। কি তারপর ?

অজয়। তারপর যা দেখলাম। উঃ !

দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

দারোগা। (তীব্রভাবে) কি দেখলেন ?

অজয় নির্ব্বাক।

এই স্ত্রীলোকটাকে কে খুন করেছে, তা দেখেছেন ?

চক্রধর ছটফট করিতে লাগিল।

অজয়। হ্যাঁ, দেখেছি। আমি দেখেছি। (চীৎকার করিয়া) আমি দেখেছি। (ঘুরিয়া চক্রধরকে দেখিয়া তাহার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিল) ওই যে—ওই যে—

চক্রধর এক লাফে পলাইবার চেষ্টা করিল। দারোগা "খবরদার" বলিয়া চীৎকার করিল। চক্রধর কর্ণপাত করিল না। দরজায় যাইতেই সেপাই ধরিতে আসিল। নিরুপায় হইয়া চক্রধর ঘুরিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতে রিভল্‌ভার। সে ধরিত্রীকে গুলি করিতে উদ্যত হইল। দুর্জ্জয় চীৎকার করিয়া ধরিত্রীকে বাঁচাইবার জন্য তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। চক্রধর বিচলিত হইল। এই সময় দারোগা রিভল্‌ভার উঠাইয়া তাহাকে গুলি করিল। চক্রধর পাক খাইয়া পড়িয়া যাইবার সময় বামদেব এবং দুর্জ্জয় তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। গুলির শব্দ শুনিয়া চীৎকার করিয়া অজয় ছুটিয়া প্রস্থান করিল।

দুর্জ্জয়। (চীৎকার করিয়া) মামা! মামা!

চক্রধর। (কিছুক্ষণ দুর্জ্জয়কে স্থিরভাবে দেখিয়া হাসিল) দুর্জ্জয়! তুমি আমাকে এতদিন চিনতে পার নি বাবা। আজ যাবার আগে তোমাকে এবং তোমাদের সকলকে ব'লে যাচ্ছি। আমি বিবাহ করি নি, কিন্তু চরিত্রবান নই। তবু তোমাকে স্নেহ করতাম, এই ভেবে আমাকে ক্ষমা ক'রো। আমিই এই স্ত্রীলোকটিকে খুন করেছি। খুন করার যথেষ্ট কারণ ছিল বামদেব। আমার সারা জীবনের সাধনাকে সে ব্যর্থ করতে চেয়েছিল। তাই আমি ওকে নিজের হাতে খুন করেছি। এই স্ত্রীলোকটা এককালে আমার (ইতস্তত করিয়া) রক্ষিতা ছিল—

দুর্জ্জয়। (উত্তেজিতভাবে বাধা দিয়া) মিছে কথা, মিছে কথা। (বামদেবের প্রতি) আপনারা জানেন, আমার মামার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। এই স্ত্রীলোকটা ওঁর রক্ষিতা নয়, আমি জানি—

বামদেব। (বাধা দিয়া) দুর্জ্জয়! (কঠোরভাবে) তোমার মামা যা বলতে চাইছেন, তা ওঁকে বলতে দাও।

দুর্জ্জয় নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল।

চক্রধর, তুমি এবার বল।

চক্রধর। ওর কাছে আমার কতকগুলি চিঠি ছিল। দারোগাবাবু, আপনি লিখছেন তো?

বামদেব এবং দুর্জ্জয় চক্রধরকে শোয়াইল।

দারোগা। (লিখিতে লিখিতে) হ্যাঁ, লিখছি। আপনি বলুন।

চক্রধর। বেটী আমাকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করছিল। একবার জাল ক'রে পঞ্চাশ হাজার টাকা চুরি ক'রে ওকে দিয়েছি।

দুর্জ্জয়। (চীৎকার করিয়া) মিছে কথা। আপনি টাকা চুরি করেন নি।

বামদেব। (কঠোরভাবে) আঃ, দুর্জ্জয়, তোমার মামার শেষ আকাঙ্ক্ষাতে বাধা দিও না।

চক্রধর। (ঈষৎ হাসিয়া) বেয়াই মশাই!

বামদেব চক্রধরের হাত ধরিয়া তাহাতে হাত বুলাইতে লাগিল।

এবার চোরের ইস্কুল তোমার হাতেই ছেড়ে দিলাম। হো-হো-হো-হো। (কষ্টে নিশ্বাস লইয়া) দারোগাবাবু! এই স্ত্রীলোকটা আমাকে আবার ভয় দেখিয়েছিল। তাই আমি ওকে খুন করেছি। আমার সঙ্গে ছিল—

সুরজিতের দিকে তাকাইবার চেষ্টা করিল।

বামদেব। (বাধা দিয়া) চক্রধর, চক্রধর!

চক্রধর। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) তুমিই জিতলে বেয়াই মশাই। দারোগাবাবু, ওদের দিয়ে আমি আগে চিঠিগুলি চুরি করিয়েছিলাম। কিন্তু ওদের দোষ নেই। আমি ওদের ভুল বুঝিয়েছিলাম। হো-হো-হো—আমি চক্রধর, আমার চক্রান্ত কেউ বুঝতে পারে নি—বুঝতে পারে নি। উঃ—

চক্রধর মরিয়া গেল।

দুর্জ্জয়। (দুঃখে অভিভূত হইয়া) মামা! মামা!

ধরিত্রী চোখে আঁচল দিল। ললিতা তাহাকে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। দারোগার ইঙ্গিতে সেপাই সুরজিৎ এবং গফুরের হাতকড়ি খুলিয়া দিল। দারোগা এবং সেপাইরা নিঃশব্দে বাহিরে গেল।

বামদেব। (চক্রধরের মাথায় হাত বুলাইয়া) যাও চক্রধর, যেখানে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়, তুমি সেখানে যাও। তোমার আত্মা তৃপ্ত হোক।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। দুর্জ্জয় ছুটিয়া পলাইতে চেষ্টা করিল। তাহা দেখিয়া

দুর্জ্জয়!

দুর্জ্জয়কে সে ধরিল।

কোথায় যাচ্ছ তুমি?

দুর্জ্জয়। (কাঁদিয়া) আমাকে যেতে দিন। আমাকে পালিয়ে যেতে দিন।

ইঙ্গিতে বামদেব তাহাকে নিষেধ করিল এবং ধরিত্রীর কাছে তাহাকে ঠেলিয়া দিল। ধরিত্রী অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

ধরিত্রী!

ধরিত্রী অন্য দিকেই মুখ ফিরাইয়া রহিল। এমন সময় খুকুর প্রবেশ।

খুকু। (কাঁদ-কাঁদভাবে) দাদু, আমার ভয় করছে।

বামদেব। এই যে দিদি, এস।

তাহাকে তুলিয়া দুর্জ্জয়ের কোলে দিল। দুর্জ্জয় তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া ধরিত্রীর সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। গফুরও কাঁদিয়া ফেলিল এবং ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিল।

খুকু। মা, তোমরা সবাই কাঁদছ কেন?

বামদেব। ধরিত্রী, চিন্তার অবসর নেই মা। তোমার সন্তান উদ্বিগ্ন। তোমার সন্তানের পিতা মর্ম্মাহত। তুমি তাকে সান্ত্বনা দাও।

মুখ না ফিরাইয়াই ইতস্তত করিয়া ধরিত্রী এক হাত দুর্জ্জয়ের কাঁধে রাখিল। অপর হাতে সে চোখ মুছিতে লাগিল। বামদেব হাসিল। সুরজিৎ ও গফুর আস্তে আস্তে বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। ধর্ম্মদাস মাথা নাড়িয়া বাধা দিয়া উভয়ের হাত ধরিল। বামদেব সুরজিতের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া চোখ টিপিল। সুরজিৎ মাথা নীচু করিল। গফুর দাঁত বাহির করিয়া নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

—যবনিকা—